প্রকাশকাল
আষাঢ়, ১৩৬৩
প্রকাশক
ফজলে রাব্বি
পরিচালক
প্রকাশন-মুদ্রণ-বিক্রয় ডিভিশন
বাংলা একাডেমী
ঢাকা-২

মুদ্রণ
বাংলা একাডেমীর
প্রকাশন-মুদ্রণ-বিক্রয় বিভাগের
মুদ্রণ শাখা

প্রচ্ছদ
কাইয়ুম চৌধুরী

স্থিরচিত্র
ডক্টর নওয়াজেশ আহমদ

মূল্য
বারো টাকা পঞ্চাশ পয়সা

# কালবেলা

উৎসর্গ

শামসুর রাহমান
ফজলুল করিম ও
সাজির আহমেদ-কে

আমার "কালবেলা" নাটকটি ১৯৬১ সালের ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের পটভূমিকায় রচিত। এটি লিখতে এক বছর সময় লেগেছিলো আমার। দেড় দশক আগে "কালবেলা" ইংরেজী ভাষায় লিখি। সেকালে কবিবন্ধু শামসুর রাহমান নাটকটির একটি অনূদিত রূপ প্রকাশের জন্য আমাকে অনুপ্রাণিত করেন। তাঁর উদ্যোগে এবং আমার সুহৃদ বজলুল করিমের অনেক প্রহরের শ্রমের ফলে "দ্য থিং' ভাষান্তরিত হয় "কালবেলা"য়। তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

"কালবেলা" প্রথম প্রকাশিত হয় অধুনালুপ্ত "পরিক্রম" সাহিত্যপত্রে। সম্প্রতি আমি নাটকটির কিছু পরিমার্জনা করেছি, কোনো কোনো অংশ ছেঁটে ফেলেছি নাটকের নান্দনিক রূপ অক্ষুণ্ন রাখার প্রয়োজনে। এখানে সবিনয়ে নিবেদন করি বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত এই নাটক দেশে-বিদেশে মঞ্চায়িত হয়েছে।

সাঈদ আহমদ

## প্রথম অংক

### প্রথম দৃশ্য

সময় ঃ বৃহস্পতিবার, সকাল ১১টা
স্থান ঃ চর আলেকজাণ্ডার।

[ মোড়ল প্রবেশ করে। চলনে ভারিক্কিপনা আছে। বয়স চল্লিশের কোঠায়। শরীরের গড়ন মজবুত, পরনে দামী পোশা-পরিচ্ছদ। পশ্চাতে আহাম্মদ ও মদনীর তারই সমবয়সী, শৈশবের বন্ধু। খানিকটা চিন্তিত দেখায় ওদের। ]

মোড়ল কোন খবর ?

আহাম্মদ কোন খবর নেই।

মোড়ল ঐ হোলো, ওটাও একটা খবর।

আহাম্মদ কোন বার্তা পাঠায়নি সে।

মোড়ল খুব সম্ভব আত্মপীড়নে মগ্ন সে। আহাম্মদ এর মোকাবেলা আমাদেরই করতে হবে।

আহাম্মদ আমি শুধু বলছিলাম, সঠিক কোন কিছুই জানায়নি সে। নির্ধারিত কোন সময় দেয় নি।

মোড়ল সময় জিনিসটাই ফাঁপা।

আহাম্মদ প্রতীক্ষায় ক্ষয়ে যাচ্ছি আমি।

মোড়ল এত শীগ্‌গীরই নয়।

আহাম্মদ ঐ বার্তা শোনার জন্যে।

মোড়ল তা একদিন ঘটবেই, কোন একদিন।

আহাম্মদ এখন এগারটা বাজে।

মোড়ল এমন ব্যাপার খুব হামেশাই একটা ঘটে না। ধৈর্য রাখো। লোকগুলোর কি হলো !

| | |
|---|---|
| আহাম্মদ | সাগরে পাড়ি দিয়েছে। |
| মোড়ল | কি! আমার রায় না শুনেই! |
| আহাম্মদ | না শোনাই ভাল মনে করেছে তারা। ও ব্যাপার মিটে গ্যাছে। |
| মোড়ল | অসম্ভব! |
| আহাম্মদ | সাগরের তীরে তারা নিজেরা মারামারি করে মরেছে। বাস্, রফার নিষ্পত্তি। |
| মোড়ল | (হাসতে হাসতে) তাও একটা হাঙ্গর নিয়ে। |
| আহাম্মদ | সাগর সব ধুয়ে নিয়েছে। সেই হাঙ্গর আর লোকগুলো—সবাইকে। সাগর সবাইকে গিলে নিয়েছে। |
| মোড়ল | সাগর তার গর্ভে ফিরিয়ে নিতে চায় সব। কাউকে তার কোলের বাইরে দেবে না থাকতে। তাই তার অ্যাতো খেদ, অ্যাতো গর্জন। |
| মুনীর | ভারী সুন্দর চোখগুলো ওদের! |
| মোড়ল | কাদের? হাঙ্গরদের? |
| মুনীর | এই উপজাতিটার। |
| মোড়ল | মনে আছে—তারা যখন প্রথম এলো, সেই কত যুগ আগে। ছিল শুধু দু'জন। অল্পকালের মধ্যেই বেড়ে উঠল একটা জাতিতে—হ্রদ আর নদী হোলো চঞ্চল। |
| আহাম্মদ | সারা দিনমান ঘুমুতো তারা। রাত ভর বাজাতো তাদের ঢাক। একটি গানের জন্যে জীবন দিতে পারতো তারা। |
| মুনীর | যা-ই বলো, সেই চন্দন আর রেশমের মেয়েগুলো! যে ঈশ্বরই এদের সৃষ্টি করে থাকুন, বলিহারি বলবো আমি। |
| মোড়ল | ঠিকই বলেছো মুনীর, ঈশ্বর তাঁর নিজের আদলে গড়েছেন নারীকে। |
| আহাম্মদ | ব্যাপারটা দেখতে গাঁয়ের লোক সবাই জড়ো হবে তো? |
| মোড়ল | সবাই, সবাই। এমন কি মেয়েরাও। এ রকম ব্যাপার জীবনে এক-বারই ঘটে। আমি তাদের খবর দেব। |

**মুনীর** সকলে চুপচাপ থাকলেই হয়। এ বড় আফসোসের কথা। আমরা বড় বেশী হট্টগোল করি।

**মোড়ল** সে আমি তখনই সামলাব। আমাকে তো জানোই।

**মুনীর** সে ব্যাপারে তোমার জুড়ি নেই। এমন উদ্বেগের পরিস্থিতি তুমি সৃষ্টি করতে পারো।

**মোড়ল** ওটা আমার দাদার কাছ থেকে পাওয়া। অনর্গল একটানা সম্পূর্ণ অসংলগ্ন কথা বলে যাওয়ার আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল তার—মুখের আস্ত চুরুটটা পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়া অবধি। আশ্চর্য ক্ষমতা, কি বলো ?

**মুনীর** আমার তো ধারণা তুমি তাকেও ছাড়িয়ে গিয়েছো। তোমার হাতের মুঠোয় বন্দী সেই এক তাল কুয়াশা আমাদের দেখাও না !

**আহাম্মদ** এখন না। ব্যাপারটার জন্য মনটাকে তৈরি করে নিতে হবে আমাদের। উপেং আসুক চাই না আসুক ; দেখার জন্য প্রাণ আমার হাঁপিয়ে উঠেছে। (একটানা ঢাকের আওয়াজ। রঙ-চঙে পোশাক পরে ঢুলি মঞ্চে প্রবেশ করে। চারদিকে হেলে-ঝুঁকে নাচতে নাচতে সে বাজায়।)

**ঢুলি** এই সর্বমহান এবং সুন্দর দ্বীপের সম্মানীয় অধিবাসীদিগকে জানান যাইতেছে, "ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী আগামী রবিবার আমরা নয়া ফসলের শুভ উৎসব পালন করিব সাব্যস্ত করিয়াছি। আর মাত্র তিন দিন বাকি। ফুলফলে ভরা সুপ্রসন্না ধরিত্রী। প্রকৃতি এবার উন্মুক্ত ভাণ্ডার। তার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন আমাদের কর্তব্য। এই উপলক্ষে যথাযোগ্য অনুষ্ঠানের জন্য সকলে প্রস্তুত হইবে, ভাল সাজ পোশাক পরিবে, প্রিয়জনকে পুষ্প এবং উপঢৌকনে তুষ্ট করিবে। প্রকৃতির কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।" এই মোড়লের ঘোষণা। (আবার সে ঢোল বাজাতে আরম্ভ করে এবং সেই তালের পুনরাবৃত্তি করতে করতে বেরিয়ে যায়।)

**আহাম্মদ** আস্ত একটা উজবুক লোকটা।

**মুনীর** (ঢুলির অনুকরণে) "এই মোড়লের ঘোষণা।" যেন যা বলেছে তার এক বর্ণও সে বিশ্বাস করে না।

| | |
|---|---|
| মোড়ল | তা নয়, ঢুলিকে যা বলা হয়, শুধু সেইটুকুই বলা তার কাজ। এক বর্ণ বেশীও নয় কমও নয়। ঘটনার উর্ধ্বে থাকতে হবে তাকে। সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক। এমন কি ঢাকের মাত্রাও তার জন্য মেপে ঠিক করে দেয়া আছে। মানলুম, কোন শিল্পী সে নয়, কোন ভাষ্যকার সে নয়। কিন্তু ভেবে দ্যাখো কেমন সুন্দর প্রতিভূত করে সে তার প্রভুকে। খুবই দুরূহ কাজ। |
| মুনীর | তোমার চলন-বলনও রপ্ত করে নিয়েছে সে। এমন তোষামুদে ব্যাপারে আমোদ পাও নাকি! |
| মোড়ল | যার অনুকরণ করা হচ্ছে, তার কাছে ব্যাপারটা মজার আর অনুকারীর কাছে বেদনাদায়ী। |
| আহাম্মদ | তুমি কোনটা, ব্যথিত না পুলকিত? |
| মোড়ল | দুনিয়ার রীতিই এই। আমরা জানব না কিছুই, যদ্দিন না নাটক সাঙ্গ হবে। (উনেন প্রবেশ করে। পরনে উৎসবের সুদৃশ্য লুঙ্গি, গায়ে রেশমী জামা। উদ্যমপূর্ণ যুবক। সে হাঁপাচ্ছে। এখানে আসতে তাকে কয়েক মাইল দৌড়ুতে হয়েছে।) |
| উনেন | মোড়লের জন্যে বার্তা নিয়ে এসেছি আমি। |
| আহাম্মদ | বার্তা, সেই বার্তা? |
| মুনীর | মোড়লের জন্যে বার্তা। |
| আহাম্মদ | (দেখিয়ে) বলো, বলে যাও। এই তো মোড়ল এখানে। |
| উনেন | পুরোহিত উপেং-এর বার্তা, মোড়লের জন্য। |
| মোড়ল | তুমি কে? |
| উনেন | আমি উনেন, এ উপজাতিরই একজন। |
| আহাম্মদ | পুরোহিত উপেং-এর বার্তা। |
| মুনীর | যাক এতক্ষণে পুরোহিত উপেং-এর বার্তা এলো মোড়লের জন্যে! |
| আহাম্মদ | বলো, বলো, আমরা প্রতীক্ষায় রয়েছি। |
| মুনীর | বলো কি সেই বার্তা, আমরা আশায় রয়েছি! |
| আহাম্মদ | সেই সকাল থেকে! |

মুনীর উঁহু, ঠিক দণ্ড কয়েক ধরে !

আহাম্মদ আমিও তাই বলছি।

মুনীর তুমি বড্ড বাড়িয়ে বলো।

মোড়ল বার্তা বলো।

আহাম্মদ বার্তার আমি কিছুই জানিনে।

মুনীর বার্তার নয়, সময়ের।

মোড়ল সময় তো শুধু মুখোশ।

আহাম্মদ বার্তা বলো।

মুনীর উপেং-এর বার্তা বলো।

উনেন (কিছুটা ইতস্ততঃ করে) বলবো !

আহাম্মদ করতে চাও কি তাহলে ! গুলে খেতে চাও নাকি !

মুনীর আবার সেই বাড়াবাড়ি !

উনেন এই এদের সামনে···

মোড়ল হ্যাঁ, হ্যাঁ সকলের সামনে। সবারই জানা দরকার।

মুনীর এ যদি অশুভ কিছু হয় শুনতে চাই না আমি। শুধু খানিকটা আনন্দের জন্যেই এখানে আমি এসেছি।

আহাম্মদ ফুর্তির জন্যে মাশুল দিতে হয়।

উনেন সেই বার্তার এখনও আমি কিছুই বলিনি।

আহাম্মদ সব কিছুর জন্যই লোকের মাশুল দিতে হয়।

মুনীর মাশুল দেওয়া সম্মতির উপর নির্ভরশীল।

আহাম্মদ ব্যাপারটা কি অতই সোজা !

উনেন সত্যি, আমাকে এখন তা'হলে বলতেই হচ্ছে।

মুনীর বেশ শোনাও আমাদের।

মোড়ল সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে। ঠিক যেমনটি করে বলা উচিৎ।

| | |
|---|---|
| আহাম্মদ | ঘটনার উর্ধ্বে। বিনা অতিরঞ্জনে। |
| মুনীর | কোন আবেগ না দিয়ে, একেবারে অবিচলিত থেকে। |
| উনেন | (এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে) রোজ সকালেই আমার মাথা ধরে। |
| মোড়ল | না, মদের কথা নয়। সেই বার্তা। |
| আহাম্মদ | প্রজনন বেদনাবিধুর। |
| মুনীর | প্রকৃতির বেলায় কোনটা। |
| আহাম্মদ | বেদনা না আনন্দ। |
| মুনীর | শুধুই খেলা, শুধুই আনন্দ। |
| আহাম্মদ | শুধুই ব্যথা, শুধুই বেদনা। |
| মোড়ল | প্রকৃতি নির্বিকার। |
| মুনীর | কি আনন্দে, কি বেদনায়। |
| আহাম্মদ | বেদনায়, শুধু বেদনায়। |
| মুনীর | যেতে দাও। |
| মোড়ল | বলো হে গর্দভচন্দ্র। |
| আহাম্মদ | বলে যাও হে বোকাচণ্ডী। |
| মোড়ল | পুরোহিতের সেই বার্তা। |
| মুনীর | উপেং-এর বার্তা মোড়লের জন্য। |
| উনেন | উপেং-এর বার্তা এই। |
| আহাম্মদ | সংক্ষেপে বলো আমাদের। |
| মোড়ল | পুরোহিত যেমনটি বলেছেন। |
| মুনীর | শোনার অপেক্ষায় ক্ষয়ে যাচ্ছি আমি। |
| আহাম্মদ | দেখার অপেক্ষায় বেঁচে আছি আমি। |
| মোড়ল | দেখা ও শোনার প্রতীক্ষায় রয়েছি আমি। |
| মুনীর | দেখা এবং শোনার আগে কিছুই বিশ্বাস করা চলে না। |

উনেন    এখন সেই বার্তা শোনাবো আমি।

আহাম্মদ    শোনাতে মিলয়ে বিশ্বাস, দেখাতে মিলয়ে বিশ্বাস, স্পর্শতে মিলয়ে বিশ্বাস, বিশ্বাস সব কিছুতেই।

মোড়ল    না জীবিতেরাই শুধু বিশ্বাসে বিশ্বাসী।

মুনীর    না মৃতেরাই শুধু জানে বিশ্বাসের মর্ম।

উনেন    কিন্তু উপেংকে তোমাদের বিশ্বাস করতেই হবে।

আহাম্মদ    কেন ?

উনেন    জীবনে এক বর্ণ মিথ্যাও বলেনি সে।

মুনীর    ওটা কিছু নিশ্চয়তা নয়।

আহাম্মদ    তার স্বাধীনতায় কোন আগল দেওয়া ছিল না। স্থিরতা কি আছে ?

মোড়ল    তাকে বিশ্বাস করাই যাক না। ফুর্তি বই তো নয়। কি আসে যায় এতে ! মুহূর্তে মুহূর্তে বদলে চলেছি আমরা, এতো জানা কথা। এই তো জীবন।

উনেন    উপেং নিশ্চয়ই নিরাশ হবে।

মোড়ল    নিজেদের কিম্বা অনাগত বংশধরদের আমরা নিরাশ করতে পারি না। প্রাণপণ চেষ্টা করবো নৈরাশ্য এড়াতে।

আহাম্মদ    (ঔৎসুক্য সহকারে) যদি বিশ্বাস তাকে আমরা না করি।

উনেন    যদি সেই ব্যাপারটা তার আশানুরূপ না ঘটে।

মুনীর    কিন্তু সেই খবরের—সেই বার্তার কি ?

উনেন    (জমকপূর্ণভাবে) সে আসছে।

আহাম্মদ    সে আসছে, চমৎকার !

মুনীর    যাক আমি বাঁচলাম।

মোড়ল    সে আসছে, আসছে।

উনেন    উপেং ইতিমধ্যে রওনা হয়ে গ্যাছে, সেই তাকে, আপনাদের সামনে হাজির করবে বলে।

| | |
|---|---|
| আহাম্মদ | সোজা পথে এলেই হয়। |
| মুনীর | কাঁটা বনের মাঝ দিয়ে। |
| মোড়ল | পেঁছিবে সে কখন। এ প্রতীক্ষায় আর আমি থাকতে পারছি না। আশার একটা সীমা আছে। |
| উনেন | সে বলেছে বয়স্করাই শুধু তাকে দেখতে পাবে। |
| মোড়ল | এ বড়ো বিড়ম্বনা হলো। ছেলেমেয়েদের ভোলানো, সহজ তো নয়। |
| আহাম্মদ | ছোট ছোট বাচ্চারা। তাদের বাপ-মাদের অতিষ্ঠ করে তুলবে। |
| মুনীর | বড় নিষ্ঠুরতা করা হবে তাদের ওপর। |
| মোড়ল | কাদের ওপর বলছো, বাচ্চাদের না বাপ-মাদের। |
| মুনীর | দু'দলেরই। |
| আহাম্মদ | এ রকম ব্যাপার ফি হপ্তায়, কি ফি মাসে, মায় কি ফি বছরে একটা ঘটে না। |
| মোড়ল | ঠিক, ঠিক বলেছ। যুগ যুগ পরে ঘটে। |
| আহাম্মদ | শেষ বারেরটা ঘটেছিল কবে ? |
| মুনীর | (যেন দুঃখিত) আমার মনে পড়ে না। |
| উনেন | তুমি নিশ্চয়ই খুব ছোট্ট ছিলে। হয়তো তোমায় যেতে বারণ করে-ছিলো ওরা। |
| মোড়ল | একটা দেখেছি বলে মনে পড়ে আমার। |
| উনেন | মোড়লপুত্রের বিশেষ অধিকার বলে। |
| মোড়ল | না। |
| আহাম্মদ | হ্যাঁ নিশ্চয়ই। |
| মোড়ল | (গম্ভীরভাবে) না। |
| মুনীর | এছাড়া আর কি হতে পারে। |
| উনেন | সত্য গোপন করো না। |

মোড়ল		নাতি বলে···

উনেন		ও সেই জন্যে।

মোড়ল		আমার বাবাকে বাঘে খেয়েছিল। সুন্দর বনে গিয়েছিল খানিকটা ফুর্তির জন্যে। আমার বয়স তখন সবে এক মাস।

আহাম্মদ		বড় আফসোসের কথা!

মুনীর		সত্যি নির্মম।

উনেন		তুমি গো ধরেছিলে বলেই তো।

মুনীর		(দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে) খেয়ালী প্রকৃতি।

উনেন		আমি বলছিলাম তাকে দেখার জন্য।

মোড়ল		আমি নই, আমার দাদা—কারুর কথাই সে শোনেনি।

মুনীর		সে নিশ্চয়ই সাহসী ছিল।

আহাম্মদ		চিরাচরিত প্রথাকে মানতোই না কখনো।

উনেন		বিরাট পুরুষ বটে!

আহাম্মদ		(বিরক্ত হয়ে) যত সব বাজে!

মোড়ল		এতো সাহস আমার কথার উপরে কথা।

আহাম্মদ		আমি বলছিলাম···

মোড়ল		···কি ঐ বাঘের কথা?

আহাম্মদ		উঁহু; উঁহু।

মোড়ল		আমার এক মাস বয়সের কথা?

আহাম্মদ		উঁহু, উঁহু, উঁহু···

মোড়ল		আমার দাদার কথা?

আহাম্মদ		ঠিক তাই।

মোড়ল		হুঁশিয়ার হয়ে কথা বলো। সে তেমন কোন আহাম্মক ছিল না।

আহাম্মদ		তাঁর কথা বলিনি! এই তাঁকে নিয়ে সমস্ত কথা।

| | |
|---|---|
| উনেন | কেন, এতো সত্য কথা। সত্যিকারের বিরাট পুরুষ ছিল সে। আমার বাবার কাছ থেকে শুনেছি আমি তাঁর কথা। |
| আহাম্মদ | আর তোমার বাবাই বা কে ছিলো ? |
| মুনীর | সে সব কথা রাখো। সেই আবির্ভাব, তার কথা বলো আমাদের। |
| উনেন | (বড় দুঃখের সঙ্গে) আমার অজ্ঞতা আমি স্বীকার করছি। |
| মুনীর | তোমার বকবকানি থামাও। আমি মোড়লকে জিজ্ঞেস করছি। |
| আহাম্মদ | সেই লোকগুলোর, সেই উত্তেজনার, সেই আবির্ভাব—তার কথা। |
| উনেন | বলো আমাদের, কি দেখেছিলে ? আমি জানতে চাই। |
| মোড়ল | কিছু না। |
| আহাম্মদ | কি ? |
| উনেন | সে কি রকম ? এ অসম্ভব। |
| মোড়ল | হ্যাঁ, কিছু না, আদপেই কিচ্ছু না। |
| উনেন | তুমি নিশ্চয়ই চোখ বুঁজে ছিলে। |
| মুনীর | তুমি নিশ্চয়ই ভয় পাচ্ছো বলতে। |
| আহাম্মদ | কি, বলো। |
| উনেন | অতীত কখনো স্পষ্ট করো না। জীবনটা একটা চক্র। |
| মোড়ল | না, ভীত আমি নই। |
| আহাম্মদ | ব্যাপারটা কি তাহলে ? |
| মুনীর | খুঁটিনাটি না বললেও কিছু বলো। |
| উনেন | খুঁটিনাটি সব নিশ্চয়ই ভুলে গেছে সে। |
| মোড়ল | স্মরণশক্তি আমার চমৎকার ! |
| আহাম্মদ | তাহলে বলো আমাদের—কি দেখেছিলে তুমি। |
| মোড়ল | আমি কিছুই দেখিনি, একেবারেই কিচ্ছু না। |
| মুনীর | তখন কুয়াশায় ঢাকা ছিল বলতে চাও ? |

উনেন — সে কি সূর্যাস্তের পরে ঘটেছিল ?

মোড়ল — ঠিক সময়ই ঘটেছিলো।

মুনীর — কি বোঝাতে চাও তুমি ?

মোড়ল — সূর্য তখনও মধ্য গগনে, দিনের মোটামুটি এ রকম সময়। এই ধরো, বারোটা।

আহাম্মদ — তাহলে তো ভালো করেই দেখেছো তুমি।

মোড়ল — না, কিচ্ছুই না।

উনেন — অমন বোলো না, বোলো না। আমার সব বিশ্বাস গুঁড়িয়ে যাবে।

মোড়ল — না সে কখনো আসেনি। আমার দাদার উঠোন অবধি কখনো এসে পোঁছোয় নি।

উনেন — কি লজ্জা।

আহাম্মদ — কি দুর্ভাগ্য !

মুনীর — আমি সর্বস্ব খোয়ালাম !

মোড়ল — সেটা পথেই তলিয়ে গ্যাছে। আশ্চর্য এক ঘন মেঘ তার শেষ চিহ্নটুকুও উড়িয়ে নিয়ে গ্যালো। পুরোহিত এবং তার দলবল আর বন্দরে পোঁছলো না কোনদিন। একটা নৌকার ভেতর ছিল তারা। সেটা বার কয়েক পাক খেলো, আর পালটা একেবারে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো।

উনেন — পবিত্র জিনিসের উপর অতো বুলি নাই কপচালে···

মোড়ল — (ক্ষুব্ধ হয়ে) শোনো হে ছোকরা !

আহাম্মদ — মনে হচ্ছে তাকে আমরা সবাই দেখবো এই প্রথম বারের মত।

মুনীর — হয়তো বা শেষ বারের মত।

উনেন — জীবনে শুধুই এক বারের মত।

(উপেং প্রবেশ করে। পর্যানুক্রমে মোড়ল এবং আর সবাইয়ের দিকে আনত হয়। উপেং বুড়ো। শুভ্র কেশ ইত্যাদি। দার্শনিক, নিষ্ঠাগত প্রাণ। মানুষের প্রতিটি কর্মে কোন এক অদৃশ্য

হাতের ইশারা বোধ করে সে। পরনে মূল্যবান লুঙ্গি, গায়ে শুভ্র রেশমী জামা, মাথায় সূক্ষ্ম কাজ করা তয়া।)

মোড়ল — আমাদের তুমি অপেক্ষায় রেখেছো উপেং।

আহাম্মদ — স্বপ্ন আমার বাস্তব হলো।

মুনীর — এখন আমার মৃত্যুও যদি হয়, কোন খেদ থাকবে না আমার।

উনেন — হে আচার্য, অনুষ্ঠান শুরু করবে কি ?

উপেং — কুসুম-কলি আপন সময়ে ফোটে। পল্লব পত্র শুধু সমীর হিল্লোলে বেজে ওঠে। অধৈর্য হয়ো না উনেন। আমাদের একটি মাত্র জীবন। শুধু একটাই। দু'হাতে আমরা ধরে রাখবো এ জীবনকে। উন্মাদের মত ছুটোছুটি করে আমরা তা হারাতে পারি না।

মোড়ল — খুবই খাঁটি কথা। আমরা ধৈর্য ধরবো। আমাদের জাতির মর্যাদা আমরা রাখবো।

উপেং — আমি তোমাদের ঐকান্তিক মনোযোগ আকর্ষণ করছি। যদি আমরা অসাবধান হই তাহলে আমাদের জীবন দিয়ে তার মূল্য দিতে হবে। এ আমাদের সারা জীবনের সুযোগ। যে কোন মুহূর্তে সে এসে পড়বে। এসো অনুষ্ঠান শুরু করি আমরা।

(সে তালি দেয়। চারটি দণ্ড নিয়ে চারজন পার্ষদ প্রবেশ করে। মঞ্চের মাঝখানে চতুর্ভুজের আকারে তারা সেগুলো গেড়ে দিয়ে চলে যায়। আবার তারা ফিরে আসে এবং মাটির পাত্রে ধূপ জ্বালিয়ে দণ্ডগুলোর গোড়ায় সেগুলো রাখে। এর পর তারা কতগুলো মাটির প্রদীপ সাজায়।···পাত্র থেকে সুবাসিত ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠতে থাকে।···চার পার্ষদ ফিরে এসে দাঁড়ায়, শ্লোকের সঙ্গে দোহারকি দেবার জন্য।)

উপেং — আমি উপেং, এ উপজাতির সর্বপ্রধান পুরোহিত, যুগাদিক্রমে যে সেবা করে আসছে মন্দির তোমার হে প্রভু।

পার্ষদ — সেবা করে আসছে মন্দির তোমার হে প্রভু।

উপেং — বিনিদ্র রাত্রি যে জেগেছে তোমারই প্রার্থনায়।

পার্ষদ	তোমারই প্রার্থনায়।

উপেং	সজ্ঞানে যে দুরাচার করেনি কখনো।

পার্ষদ	সজ্ঞানে দুরাচার করেনি কখনো।

উপেং	দিতে পারে যে জীবন তোমারই আদেশে।

পার্ষদ	জীবন তোমারই আদেশে।

উপেং	পাপী-তাপী আমরা, নিষ্কলুষ তুমি হে প্রভু।

পার্ষদ	নিষ্কলুষ তুমি হে প্রভু।

উপেং	কৃপা করো, কৃপা করো, কৃপা করো—
(সে তালি দেয় এবং পার্ষদেরা বেরিয়ে যায়। সে আনত হয় এবং করপুট একত্র করে। চোখ নিমীলিত।)

উনেন	(পুরোহিতকে দেখিয়ে) তার মুখের দিকে চেয়ে দ্যাখো, আশ্চর্য এক স্বর্গীয় দীপ্তি। না কি কষ্ট পাচ্ছে কোন ?

মোড়ল	সে আসছে।

আহাম্মদ	কোন কথা নয়।

মোড়ল	(ফিস ফিস করে) অনন্ত শান্তি, মৃত্যুর নীরবতা। (কয়েক সেকেণ্ডের জন্য নিথর স্তব্ধতা। পদধ্বনি শুনতে পায় তারা। পুরোহিত ছাড়া সবাই ঝুঁকে দেখছে। অত্যন্ত সুন্দর একটি মেয়ে শাদা কাপড় পরা—কিছুটা অনাবৃত, পুষ্পান্বিতা হয়ে মঞ্চে প্রবেশ করে। তাকে পুরোহিতের পাশে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়। পার্ষদেরা তাদের পূর্বতন জায়গায় এসে দাঁড়ায়।)

উপেং	হে প্রভু, বড় বিপন্ন আমরা, বড় অসহায়।

পার্ষদ	বড় বিপন্ন আমরা, বড় অসহায়।

উপেং	দেখাও আমাদের, সেই মহিমা তোমার, সেই নিরাকার, নিরাবয়ব, নিঃসীম শূন্যতার।

পার্ষদ	নিরাকার, নিরাবয়ব, নিঃসীম শূন্যতার।

উপেং	ত্রাণ করো, ত্রাণ করো, তুমি আমাদের, ত্রাণ করো, ত্রাণ করো তুমি সকলের।

পার্ষদ ত্রাণ করো, ত্রাণ করো, ত্রাণ করো।

উপেং (পার্ষদের দিকে ফিরে) তোমরা যাও অশ্বত্থের ছায়ায় বিশ্রাম করো গিয়ে।

[ পার্ষদেরা আনত হয় এবং বেরিয়ে যায় ]

মোড়ল অনূঢ়া কুমারী, এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। তার মুখ দেখেই বলে দিতে পারি আমি। (মেয়েটি বুকে কাঁপন ধরিয়ে দেওয়া চিৎকার দিয়ে ওঠে এবং হঠাৎ থেমে যায়। সবাইকে একেবারে হতভম্ব করে দেয়।)

আহাম্মদ কাজ শুরু করা যাক, এক মুহূর্ত আর নষ্ট না করে।

মুনীর সে কেমন মাথা দোলাচ্ছে, অদ্ভূত এক আলোড়ন জেগেছে তার সারা দেহে। স্বর্গীয় এক অগ্নিশিখায় যুগান্তরিত হয়েছে যেন।

উপেং গত তিন দিন ধরে সে কিছুই খেতে পায়নি। তার আঙুলের ভেতর আমি সুঁচ ফুটিয়েছি। খড়ম দিয়ে তার নগ্ন দেহ পেটানো হয়েছে। তার চোখে আমি সর্ষের তেল আর লঙ্কার গুঁড়ো ছিটিয়েছি। প্রথমটা সে চিৎকার করেছে, হৈ চৈ করেছে, পরে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলেছে, বিলাপ করেছে, তারপরে···একেবারেই চুপ, নিষ্কম্প নিস্তব্ধতা। নির্বেদিতা যারা, তাদের লক্ষণ এই। নির্যাতনকে মেনে নিতে হয়, হাসিমুখে তা সইতে হয়, এবং সব শেষে অসাড় অনড় হয়ে যেতে হয়।

মোড়ল কি অপূর্ব স্বর্গীয় বিন্যাস।

উপেং ভাই সব, এ দ্বীপের ভবিষ্যৎ জানার জন্য তোমরা সকলে সমবেত হয়েছো। সব কিছুই বলবে সে, ভবিষ্যতে যা যা ঘটবে সব। তবে আমার একটা শর্ত আছে।

মোড়ল রাজী—শর্ত সে যাই হোক। ত্বরা করো।

আহাম্মদ আমি সব কিছু দিতে রাজী, এই ভবিষ্যৎ জানার জন্য। মানবতার ভবিষ্যৎ।

মুনীর বলো, বলে যাও।

উপেং আমরা উপজাতি। তোমাদের ভয় আছে বিশ্বাস নেই, সমঝোতা আছে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন নেই, নৈরাশ্য আছে বিনয় নেই। অতএব

অতীতের কথাই বলবে সে প্রথমে। তোমরা যাতে সত্যাসত্য যাচাই করতে পারো। ঐশ্বরিক শক্তিতে প্রত্যয় হবে তোমাদের। সে এখন স্বর্গীয় এক আলোকরশ্মিতে আশ্রিতা। আমরা সবাই দেখতে পাচ্ছি, অথচ ধরতে পারবো না কখনো।

মোড়ল বিগত যুগের মানুষের কাহিনী শুনবো, এতো রীতিমত আনন্দের ব্যাপার।

আহাম্মদ অতীতকে নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। বর্তমানই আসল। তাকে বর্তমানের কথাই বলতে হবে। এবং ভবিষ্যতের তো বটেই। মৃত্যুকে আবার জাগিয়ে তোলা কেন। দুঃস্বপ্ন দেখবে তারা।

(মেয়েটি ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। যদিও সন্ত্রস্ত ,তবু সবাই ওর জন্য কষ্ট বোধ করে।)

উপেং (প্রশান্তভাবে) তোমরা ভুল করছো। নিবেদিতা মৃতদের স্পর্শই করবে না। তোমাদেরই অতীতের কথা বলবে সে। যদি চাও— পরখ করে দেখতে পারো। জীবিতদের সম্বন্ধে ; দশ আঙুলের খেলা দেখাতে পারে যারা, রোদ এবং বৃষ্টি এখনো অনুভব করে যারা, আর অবোধ্য সব শব্দ দিয়ে ভেলকি দেখাতে পারে যারা,— তাদের অতীতের কথা। প্রথমে সে বলবে মোড়লের কথা। জ্ঞানে, মর্যাদায়, ন্যায় বিচারে যে অভ্রভেদী তোরণের মতো।

মোড়ল আমার অতীতের কথা শুনতে চাই না আমি। অনেক আগেই তার আমি গোর দিয়েছি। তা দিয়ে কারও কোন লাভ নেই। তার চেয়ে বরং শুনবো গৌরবদীপ্ত বর্তমানের, আশা-ভরা ভবিষ্যতের কথা।

উপেং অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ। শুধু বুদ্ধির সীমাবদ্ধতা। এগুলো পৃথক করা চলে না। অতীতে যা শুনেছো, তা বর্তমানে, বর্তমানে যখন আছো মন ছুটে চলেছে ভবিষ্যতে। আর বিবেক ঘড়ির দোলকের মতো ভূত আর ভবিষ্যতের মধ্যে দুলে চলেছে। বর্তমানকে সঁপে দেওয়া হয়েছে নিয়তির হাতে। (বিরতি) বর্তমান। (বিরতি) অসাড়, অনড়, একটি মুহূর্ত শুধু।

আহাম্মদ রাজী হও না কেন তুমি। ওর অতীতই শোনা যাক। জানার মধ্যে তো শুধু কয়েকটি কথা—জীবনের কয়েক লহমা দিশাহীন-

তার, কিছু আশা আর অসংখ্য নিরাশার। মানুষের ভবিষ্যৎ নষ্ট করে দিও না। ত্যাগ স্বীকার করো। ' ত্যাগ স্বীকার করো, বৃহত্তর প্রতিফলের উদ্দেশ্যে।

মুনীর হয়তো একটা ঘোড়া, একজন সওয়ার, আর অনন্ত অন্তহীন সূর্যাস্তের ছটা। ভাগ্যে তো এই।

উনেন এই একমাত্র সুযোগ। আমাদের ভবিষ্যৎ জানতেই হবে আমাদের। আমি ওকে হত্যা করবো।

[ মেয়েটি উন্মাদের মত হেসে ওঠে। পরিস্থিতি তড়িতস্পৃষ্ট যেন। এ ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। ]

উপেং ক্রমেই ওর উপর ভর হচ্ছে, দ্যাখো। হে প্রভু, তোমার শাসন বিরাজে সর্ব ভুতে, সাধুসন্ত ও শয়তান নির্বিশেষে, সাগরে ও সমীরে, জীবন-মুখর এই দ্বীপে, যেখানেই তুমি হও, সহায় হও তুমি আমাদের। এই নিবেদিতাই একমাত্র আশা।

মুনীর নিশ্চয়ই তার উপর ভর হয়েছে। দেহে তার এক দীপ্তি বোধ করছি যেন। এ যেন আমাকেও রাঙিয়ে তুলছে। কোন কিছুতে তেমন বিশ্বাস ছিল না আমার। আর এখন···এক গোছা কচুরী পানার মতো ঢেউয়ে ঢেউয়ে দুলছি যেন। বাস্তবিকই অদ্ভুত ব্যাপার।

আহাম্মদ আমি আত্মবিসর্জন দিতে রাজী। ঘৃণা ও লজ্জা সব কিছুই মাথা পেতে নিতে আমি প্রস্তুত, আমার অতীতের কথা বলতে দাও ওকে। নিজের অতীতকে আমি অস্বীকার করবো না।

উনেন ওকে নিয়েই শুরু করা যাক।

উপেং না, উনেন। মোড়ল বয়সে প্রবীণ। তার জীবন অনেক বেশী ঘটনাবহুল হবে। অতীতের কথা শুনতে সবারই ভালো লাগে। অনেক হালকা বোধ করবে সে।

মোড়ল এ ব্যবচ্ছেদের প্রতিবাদ জানাচ্ছি আমি। আমাকে নিয়ে এ রকম প্রদর্শনী করা চলবে না।

উপেং সাহস ধরো মোড়ল, সাহস ধরো। আমরা সবাই প্রবাল কীট। আমরা মরে যাবো আর আমাদের জৈব শিলায় গড়ে উঠবে আরেক দ্বীপ। পুতুল আর পুতুল নাচিয়েরা নাচবে, গান গাইবে সেখানে, অনুরাগ বিরাগে মাতবে। খুব অল্প লোকই গর্ব করতে পারে এমন···

হে নির্বেদিতা, তুমি কি আমার কথা শুনছো···শুনতে পাচ্ছো তুমি। (মেয়েটি হাত দুটো একবার তুলে আরেকবার নামিয়ে এধার-ওধার দোলে নিমীলিত চোখে) মোড়লের অতীত আমাদের বলো। তাহলেই শুধু এরা বিশ্বাস করবে তোমাতে, নিজেদের এবং ভবিষ্যতে। (সে বিড় বিড় করতে শুরু করে)। দুর্ভিক্ষ, জরা, মহামারী, স্বর্গভ্রষ্ট দেবদূতদের হে প্রভু, সহায় হও তুমি তার, সহায় হও তুমি মানবতার (দূর থেকে ঢোলকের মৃদু শব্দ ভেসে আসে। পুরোহিত মন্ত্রোচ্চারণ করতে থাকে। আনত হয়ে যুক্ত করে উনেন হাঁটু গেড়ে বসে। মেয়েটি চাপা গলায় কি যেন গায়। ঢোলের আওয়াজ প্রবল থেকে প্রবলতর হয়। মেয়েটি প্রকম্পিত চীৎকার দেয়, খিল খিল হেসে ওঠে। পুরোহিত জোরে জোরে মন্ত্র পড়ে, এবং উনেনও যোগ দেয়। মোড়ল, আহাম্মদ এবং মুনীর হাতের ভেতর হাত পেঁচিয়ে মঞ্চের পেছন দিকে সারি দিয়ে দাঁড়ায়। মেয়েটি শ্রান্ত হয়ে হঠাৎ মাটিতে পড়ে যায়।··· ঢুলি প্রবেশ করে। হঠাৎ মৃত্যুর নীরবতা নেমে আসে)।

ঢুলী এই দ্বীপের অধিবাসীবৃন্দকে জানান যাইতেছে যে অদ্য রাত্রি সাতটার মধ্যে আমরা ভীষণ এক ঘূর্ণিবাত্যার আশংকা করিতেছি। ঝিরি ঝিরি নরম বাতাস বহিয়া আনিবে আগুনের হল্কা। সাগরের কণ্ঠ হইতে নির্গত হইবে রক্তিম লাভাস্রোত। সমস্ত কিছুই ধুইয়া, মুছিয়া যাইবে। আবহাওয়া দপ্তরের এই ঘোষণা। অনুরোধ করা যাইতেছে যেন নিরবচ্ছিন্ন শান্তি এবং শৃংখলা রক্ষা করা হয়। পূর্ণ মর্যাদার সহিত এই পরিস্থিতির মোকাবেলা করিতে হইবে। আমাদের নৌকাগুলি পুরাতন এবং বাচ্চাদের জন্য সেগুলি যথেষ্ট নয়। যে কোন দিক হইতেই নিকটবর্তী উপকূল পাঁচ মাইলেরও বেশী দূরে। সাঁতরাইয়া যাওয়াও অসম্ভব। হাঙ্গরকুল যুগ যুগ ধরিয়া ক্ষুধার্ত। এ দ্বীপের চতুর্দিক উন্মুক্ত, সম্পূর্ণ অরক্ষিত। সমুদ্রের মানিক এই দ্বীপ প্লাবিত,

বিধ্বস্ত ও নিমজ্জিত হইবে। আমরা ঘূর্ণিবাত্যার অপেক্ষায় আছি। আজ রাত সাতটা পর্যন্ত।

[সে ঢোল বাজাতে শুরু করে। যেন তাণ্ডব নৃত্যের ঢুলী সে। সে বেরিয়ে যায়। মঞ্চের লোকগুলো নিজের জায়গায় অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। স্থাপত্যের নিদর্শন যেন। উনেন ঢুলীর অনুসরণ করে মন্ত্র-মুগ্ধের মত।]

উপেং    উনেন চলে গেলো। উনেন···

মেয়েটি    আসছে, ঐ সে আসছে। ঐ সে আসছে। আমি তোমাদের বলবো। ভবিষ্যতের কথা বলবো। সব বলবো। মানবতার ভবিষ্যতের কথা। (খিল খিল হাসি এবং পরে কান্না)

## দ্বিতীয় অংক

সময় ঃ সন্ধ্যা ছয়টা
স্থান ঃ একই

[ মঞ্চে আবছা অন্ধকার। প্রদীপ আর ধূপ নিবিয়ে দেওয়া হয়েছে। একটা লোক প্রবেশ করে। আকাশে সূর্য আছে, সেটা ধীরে ধীরে ডুবে যাচ্ছে ]

লোকটা (শিষ দেবার চেষ্টা করে কিন্তু প্রতিবারই বিফল হয়। সে ঠোঁট-দুটো পরিষ্কার করে আবার চেষ্টা করে) অন্ধকার হয়ে গ্যালো এতো শীগগিরই। আশ্চর্য। কেমন ক্লান্ত মনে হচ্ছে যেন। (কাঁসার ছয়টা ঘন্টা বেজে উঠল)। দূর ছাই, সবে ছয়টা বাজল। ঠিক গুণলাম তো। হয়তো গুণেছি। যাকগে, ঘন্টা বাজিয়েরও যেমন ভুল হতে পারে আমারও তেমনি হতে পারে। অসম্ভব গরম পড়েছে আজ বিকেলটায়। প্রাণটা হাঁপিয়ে উঠেছে। গান শুরু করা যাক। না, শিষ দেয়ার চেষ্টা করা যাক আবার। (ঠোঁট পরিষ্কার করে নেয়। শিষ দেওয়ার কসরৎ করে। এক দাগী প্রবেশ করে। পরনে পায়জামা, সার্টটার ওপর দিক ছেঁড়া। বয়স বছর পঁয়ত্রিশেক ; অত্যন্ত সজাগ লোক।)

দাগী থামাও তোমার ঐ মাথা ধরানো শিষ। শান্তিতে থাকতে পারো না ?

লোকটা বেঁচে থাকার চেষ্টা করছি আমি। আর বেশী কিছু করার সাধ্য আমার নেই। (বিরতি) সবাই আমাকে নিষ্কর্মা ঠাউরেছে। শেষ পর্যন্ত ভাবলাম শুধু শিষ বাজিয়েই যাব। বেশ কঠিন কাজ। কিন্তু কায়দাটা একবার রপ্ত করতে পারলেই, ভাষার ব্যবহার বন্ধ করে, মনের সব ভাব শিষ দিয়েই প্রকাশ করা যায়। (সে শিষ দেয়) এটা হলো কোন সুন্দরী তন্বীর রূপের প্রশংসা। (মুখের ভিতর আঙুল পুরে দিয়ে শিষ দেয়)। আরেকটা কায়দা। ব্যাপারটা সত্যি গুরুত্বপূর্ণ। চেষ্টা করে দ্যাখো, পারবে।

দাগী　　নাম কি তোমার ?

লোকটা　　শিষদার।

দাগী　　কি ?

লোকটা　　শিষদার। (সে শিষ দেয়)

দাগী　　ওটা কেন কর তুমি ?

লোকটা　　একবার দ্যাখো, দ্যাখো চেষ্টা করে, দ্যাখো। দেখবে বেশ মজা লাগছে।

দাগী　　রাখো তোমার যতসব আজেবাজে জিনিস।

লোকটা　　এটা আরো গুরুতর।

দাগী　　আমার সঙ্গে তামাশা !

লোকটা　　(কোমর থেকে একটা বাঁশী বার করে এবং একেবারে যাচ্ছেতাই রকমের বাজায়) আস্তে আস্তে ঠিক ভালো বাজাতে পারবো। (খুশী করার ভাব নিয়ে) তোমার সাহায্য নিয়ে।

দাগী　　পুরো নাম কি তোমার ?

লোকটা　　শিষদার বংশীধারী। আমাকে চেন না তুমি ? আমিও যে চিনি না তোমাকে। আশ্চর্য তো !

দাগী　　(অপ্রতিভভাবে) অনেক দিন বাইরে ছিলাম কিনা। (প্রসঙ্গান্তর প্রচেষ্টায়) দ্বীপটা এতো বদলে গ্যাছে ; চেনাই যায় না।

লোকটা　　না বদলে উপায় কি। কদ্দিন ধরে বাইরে ছিলে ?

দাগী　　প্রায় বছর দশেক।

লোকটা　　অনেক টাকা কামিয়েছো নিশ্চয়ই। শোন আমি তোমাকে ব্যবসায়ের নতুন পথ বাৎলাই। সাফল্য সুনিশ্চিত।

দাগী　　সময়টা আমি কয়েদখানায় কাটিয়েছি। মাত্র এই পাজামা সম্বল করে বেরিয়ে এসেছি।

লোকটা　　এখানটায় ওই যথেষ্ট। চাটাই থেকে এক লাফে গালিচা। এবার আমি বাঁশী বাজাই। কয়েদখানায় গিয়েছিলে কেন ?

দাগী — শ'য়ে শ'য়ে লোক খুন করেছি আমি। তুমি গুণে শুমার করতে পারবে না এ্যাতো।

লোকটা — (কিছুটা ভারাক্রান্ত গলায়) পারবো, হ্যাঁ পারি বৈ কি, আমি পারি। হ্যাঁ, শীঘ্র দিতে পারি আমি।

দাগী — আমার রক্ষকই আমাকে ধরিয়ে দেয়।

লোকটা — আর আমার রক্ষক আমার মতো করে চলতেই দ্যায় না আমাকে।

দাগী — আমি প্রতিশোধ নিতে এসেছি।

লোকটা — তাহলে, সেই জন্যই তুমি বেরিয়ে এসেছো।

দাগী — ওরা আমাকে জোর করে বার করে দিয়েছে।

লোকটা — তাতে কি এসে যায়।

দাগী — কয়েদখানায় কেন যে ছিলাম সে আমার জানা ছিল, বাইরে কিসের জন্যই বা এলাম জানি না কিছু।

লোকটা — এই যে বললে প্রতিশোধ নিতে।

দাগী — সে তো হলো একটা উছিলা।

লোকটা — বেচারা মানুষ।

দাগী — সবাইকে ওরা বার করে দিলে। কয়েদখানায় একটি প্রাণীও নেই।

লোকটা — কেন, দুর্ভিক্ষ লেগেছে না কি ?

দাগী — গাধা কোথাকার। লোকগুলো এখন আর রেখে কি হবে।

লোকটা — সেই বা কেমন ?

দাগী — খবর শোনো নি ?

লোকটা — একটি অভিসারের সম্নিযোগ হয়েছে, শুধুই এই। একটি গান্ধর্ব্য মিলন সাঙ্গ হয়েছে—শুধু এই, এই। একটি নবজাতককে স্বাগত জানানো হয়েছে শুধুই এই, এই, এই। একটি বলিত চর্ম বিদূষককে সমাহিত করা হয়েছে। বাস। আর কি।

দাগী — কি বলতে চাও তুমি ?

লোকটা প্রথম তিনটে বানানো, শেষেরটা এক প্রচণ্ড তামাশা।

দাগী গাধা কোথাকার ওসব কিছু নয়। আসল খবর—ঘূর্ণিবাত্যা। দানবিক ক্ষুধা নিয়ে এগিয়ে আসছে সে।

লোকটা কেন? (দাগী হাল ছেড়ে দ্যায়, ভঙ্গি করে শুধু) আমাদের কি হবে?

দাগী আমরা নিপীত, আমরা নিপাতিত।

লোকটা একটা চমৎকার সুর মনে আসছে আমার। আমি বাঁশীটা বাজাই।

না, আমি গাইব। (ভাঙ্গা গলায়, অত্যন্ত বিরক্তিকরভাবে) তা, রা, না…।

দাগী (যেন একটা কিছু আবিষ্কার করেছে সে) তুমি গাইতে জানো না, এতো আমি জানতাম না।

লোকটা বড়ো দুঃখ। তুমি আমায় একটু গেয়ে শোনাবে?

দাগী আমি গাইতে জানি না।

লোকটা (গম্ভীরভাবে) হেসো না গর্দভ। অবস্থা আমাদের একই।

দাগী কাউকে ধরে এনে তোমাকে গান শোনাবো আমি।

লোকটা ভারী খুশী হবো। চলো খুঁজে নিয়ে আসা যাক। জলদি।

দাগী দাঁড়াও, আমাকে প্রতিশোধ নিতে হবে যে।

লোকটা আমাকে খুশী করবে না তুমি? এই শিষদার বংশীধারীকে? (মেয়েটি একটা কলি সুর দিয়ে গেয়ে ওঠে—অতি ধীরে, যেন শোক-গীতি একটা)

লোকটা আবার জড়িয়ে পড়ি আমারই স্বপ্নের ঊর্ণাজালে।

দাগী অপূর্ব সুরেলা কণ্ঠ। ঐ খানটায় কেউ আছে। ওকেই পাকড়াও করতে হবে আমাদের। সেই একমাত্র আশা। তোমাকে আমি সুখী করবো। (একটা কলি গুন গুন করে গায়। দাগী একটা খুঁটির সঙ্গে ধাক্কা খায় এবং মাটির পিদিমগুলো দেখতে পায়। একটা একটা করে সেগুলো জ্বালায় সে। এ সময়টায় লোকটি

একটা কলি গাইবার জন্য ভীষণ কসরৎ করতে থাকে। জায়গাটা এতক্ষণে আবছা আবছা আলোকিত হলো)।

পুরোহিত — গণ্ডীর ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করো না। জ্বলে খাক হয়ে যাবে। বিধাতার অভিশাপ নেমে আসবে তোমার উপর।

লোকটা — বিধাতা শিষদার বংশীধারীকেই মুক্ত করে দিয়েছেন শুধু।

মোড়ল — কে ?

লোকটা — শিষদার বংশীধারী, মোড়ল।

দাগী — ওকে আমি সুখী করবো কথা দিয়েছি। তার জন্য কাউকে গাইতেই হবে।

পুরোহিত — খবরদার, নিবেদিতাকে স্পর্শ করো না।

মোড়ল — আমার প্রাণ থাকতে নয়।

আহাম্মদ — আমরা বেঁচে থাকতে নয়।

মুনীর — একজনের জন্য সে গাইতে পারে না কিছুতে।

লোকটা — গাইতে পারাই সম্ভব।

মুনীর — গাইতে পারা অসম্ভব।

মোড়ল — একেবারেই অসম্ভব।

পুরোহিত — নিবেদিতা সবার জন্য। এ ঈশ্বরের দান।

দাগী — না, তাকে গাইতে হবে, শুধু তারই জন্য।

আহাম্মদ — তুমি দেখছো আমরা রয়েছি এখানে। এটা বাস্তব। আমাদেরও কান আছে, সেও গাইতে পারে। তাও সত্যি। যতক্ষণ রয়েছি বাস্তবের সঙ্গে মানিয়েই আমাদের চলতে হবে। কোন উপায় নেই। তার কণ্ঠ আমাদের কানে এসে পেঁছুবেই। অতএব একজনের জন্য সে গাইতে পারে না। আমরা নিরুপায়।

দাগী — বেশ, তাহলে, সবাইকে খুন করবো আমি। আমি সেই কুখ্যাত দাগী। মোড়ল তার সাক্ষী দেবে। শ'তেক খুন আমার মাথার ওপরে ঝুলছে। আর দু'চারটিতে তেমন কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি হবে না।

লোকটা — বিবেকের আর নেই কোনো। আছে শুধু শিষদার বংশীধারী।

দাগী — একশ' কিম্বা দু'শো খুনের জন্য আমাকে তোমরা ফাঁসি দিতে পারো শুধু একবারই। এটা এক বাস্তব। সেটাই অলীক।

লোকটা — একঘেয়ে লাগছে আমার। সুখী করো আমায়। একটা গান হোক।

আহাম্মদ — চমৎকা'র বলেছো।

মোড়ল — তালওয়ালা একটা হোক।

পুরোহিত — অসম্ভব। তার ভবিষ্যৎ বলার কথা। দাগীদের জন্য সে গান গাইতে পারে না।

মোড়ল — তা তোমার ভবিষ্যৎ বলার জন্য তাকে অনুরোধ করতে পারো তুমি। এ মুহূর্তে এটাই তার পেশা।

আহাম্মদ — পেশাদারীরা ব্যবসামনা।

লোকটা — আমার গান কই? আর কতক্ষণ ধরে এ সমস্ত বাজে জিনিস সইতে হবে আমাকে?

দাগী — মনে হচ্ছে, শেষ পর্যন্ত তোমাকে খুনই করতে হবে। অন্ততঃ একটা লোককে সুখী আমি করবোই।

লোকটা — আমার ধৈর্যের সীমা পেরিয়ে যাচ্ছে।

দাগী — অমনভাবে কথা বলো না। এ কাজতো আমি তোমার জন্যই করছি। তুমি দ্যাখো, এক্ষুণি করছি আমি।

পুরোহিত — মানুষ হত্যা জঘন্য কাজ।

দাগী — বাসনার হত্যা জঘন্যতম।

মুনীর — (উন্মত্তের মতো) আমাকে হত্যা করো, হত্যা করো, আমি বলছি, আমাকে তুমি হত্যা করো। আমি তাকে সুখী করতে চাই।

দাগী — আমাকে বেছে নিতে হবে। তোমাকে না।

মুনীর — স্বেচ্ছানুবর্তীরা সম্মানীয়।

পুরোহিত — সকলেই সম্মানীয়।

নিবেদিতা — সম্মানীয় লোকদের ভবিষ্যৎ আমি বলবো এবং তারপর একটি গান গাইবো।

পুরোহিত — আমার আদেশ ছাড়া কোন কথা বলবে না তুমি।

লোকটা — তাকে অপমান করেছে সে।

মুনীর — এটা খুবই হীন কাজ হলো, উপেং।

আহাম্মদ — বয়স একজন লোকের পক্ষে খুবই লজ্জাকর।

লোকটা — আমি তাকে অপমান করবো। বাঁশীতে ফুঁ দেবো আমি। (বাঁশী বা'র করে,···দুটো বেসুরো আওয়াজ করে) দিলাম অপমান করে।

দাগী — সামর্থ্য যদি থাকে তার উত্তর দাও। বেল্লিক কোথাকার। একটা বাঁশীও নেই পর্যন্ত। কত অসহায়।

আহাম্মদ — আমার মতে, সবকিছুই মোড়ল থেকে শুরু হওয়া উচিৎ। অতএব তাকেই হত্যা করো। তার নিজের অতীতকে সে স্বীকার করে না। বাঁচার কোন অধিকার নেই তার।

দাগী — আজব ব্যাপার তো। সেটাই তো একমাত্র জিনিস যেটা নিয়ে লোকে বলতে পারে যে সে বাস্তবিকই কিছু একটা করেছে। আর সবতো আশা আর নিরাশা শুধু।

লোকটা — আমি সব সময়েই সব কিছু স্বীকার করে নিই—সকলের সব কিছু। বাঁশী দিয়ে সেগুলো শোনাই আর দিন-রাত শিষ দেই। আমার সপ্তসুরের বিশাল জালে জড়িয়ে আছি আমি। কি পুরোহিত। ঠিক বলেছি কি না?

পুরোহিত — আমাকে যে অপমান করে তার কথার উত্তর দিই না আমি।

লোকটা — ও এই কথা। আমার বাঁশী নাও। ফুঁ দাও। ওতেই যথেষ্ট হবে।

পুরোহিত — অন্য কারো বাঁশী ছুঁতে চাই না আমি।

মেয়েটি — আমাকে দাও। আমি বাজাবো। আমার সমস্ত অনুভূতিকে রূপ দেওয়ার মত শক্তি কি এর আছে! আমাকে একটু বাজিয়ে দেখতে দাও। (সে তাকে বাঁশীটি দেয়)।

দাগী — বাঁশী বাজাচ্ছে সে। কিছুটা সুখী তুমি বোধ করছো, নিশ্চয়ই।

লোকটা — এ, কিছুতে আমার চলে না।

দাগী — বেশ। তাকে গাইতে হবে।

পুরোহিত — তোমাকে বলেছি না, তার সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করো। (মেয়েটিকে) কোন কথা নয় আমার আদেশ ছাড়া।

লোকটা — এ লোকটা কেমন ঠেকছে।

আহাম্মদ — হত্যা তুমি করছো না কেন আমাকে। সেই সঙ্গে অবাঞ্ছিত কান দুটো যাক চলে। (সবাই একটু আতঙ্কিত হয়)

মোড়ল — তোমাকে সে হত্যা করবে কেন ?

আহাম্মদ — আমি যে সেই কজনারই একজন যারা তার সুখে বাধা দিচ্ছে। ঘণ্টা কয়েকের সুখ সেই অনিবার্য আবির্ভাবের আগে। তার পরতো আমাদের দৃষ্টি হবে আচ্ছন্ন, কণ্ঠ হবে রুদ্ধ।

মুনীর — এ রকম সুখ দিয়ে তার হবে কি ?

আহাম্মদ — সুখ কি শুধু জীবনের সঙ্গেই সম্পৃক্ত ? হয়তো কয়েক লহমার চৎকার বোধ হবে তার। এক আপন জগতের সৃষ্টি করবে সে। সেই তো যথেষ্ট।

মোড়ল — আমিই নিজেকে উৎসর্গ করবো। হত্যা করো, হত্যা করো আমাকে, আর যা চাও, তা তুলে নাও।

পুরোহিত — স্পর্শ করো না তাকে। হত্যা যদি করতেই হয় আমাকে করো। বেঁচে থাকার পক্ষে অনেক বুড়ো হয়েছি আমি।

লোকটা — যুক্তিটা বাজে হলো। মোকদ্দমায় আত্মপক্ষ সমর্থন করতে পারলো না সে। রায় ঃ দোষী। (দু'টো ফুঁ দেয়) এতেই যথেষ্ট হবে।

দাগী — স্বেচ্ছানুবর্তীদের হত্যা করতে পারি না আমি। বাধা পেলেই শুধু আমার হাত খোলে। সবাই সমস্বরে বলো 'না' একেবারে বজ্র গর্জনে। ব্যাপারটা তাহলে আমার জন্য আরো সহজ হবে।

লোকটা — আমি চলে যাচ্ছি।

দাগী	কেন ? দাঁড়াও, এ সবতো আমি তোমারই জন্যে করছি।

লোকটা	একঘেয়ে লাগছে ভীষণ। আনন্দ হয়তো পাওয়া যাবে কিছু, অন্য কোন খানে।

[ সে বেরিয়ে যায় ]

দাগী	আমি তাহলে কি করি ?

মোড়ল	আমরাই বা কি করি এখন ?

আহাম্মদ	স্বেচ্ছায় রাজী হয়েছিলাম আমি। দোষ কিছুতেই দিতে পারবে না আমায়।

মুনীর	নির্বেদিতার জীবনের ইতিহাস শোনাতে পারো আমাদের ?

মোড়ল	ইতিহাস বাজে। ভূগোলটাই মজার। খুব জমবে।

দাগী	সম্প্রতি মনস্তত্ত্ব নিয়েই মাতামাতি হতো কয়েদখানায়।

আহাম্মদ	তাই নাকি ?

মুনীর	অবাক লাগছে শুনে।

পুরোহিত	নির্বেদিতার কথা আমি বলবো এখন। একেবারে আদি থেকে।

মোড়ল	ত্বরা করো। ত্বরা করো। আমরা নিজেদের কাহিনী বলবো। একেবারেই অমার্জিতরূপে। আপন স্বীয়তার প্রাথমিক চিত্রায়ণ।

পুরোহিত	পক্ষপাতদুষ্ট হবে সেটা।

আহাম্মদ	তাহলে একে অপরের কথা বলি আমরা।

দাগী	আমায় কেউ জানে না, আমার কথা বলবে কে ?

মুনীর	খেলাটাই মাটি করে দিলে।

মোড়ল	দলীয় চেতনা বজায় রাখতে হবে। ওর কথাও বলবো আমরা।

দাগী	আমায় বাদ দিও না তোমরা। বড় নিঃসহায় বোধ হয় নিজেকে।

পুরোহিত	তার কথা আমিই বলবো।

দাগী	যেমন ?

পুরোহিত	তুমি হলে একটি খুনে। শিষদার বংশীধারীর ইয়ার একজন···

**দাগী** এবং এক্ষণে গণ্যমান্য লোকদের সাহচর্য উপভোগ করছে। এর-পরে কি যে করবে সে সম্বন্ধে যাদের লেশমাত্র ধারণাও নেই।

**মোড়ল** নিশ্চয়ই আছে। যা যা আমরা করছি, সেটা খুব ভালো রকমে জানি আমরা। বয়সী লোকদের জন্য রীতিমত অপমানজনক কথা এটা।

**আহাম্মদ** (দোষ দিয়ে) দাগীকে নিয়ে শুরু করতে কে বলেছে তোমায়? মোড়লকে নিয়েই শুরু করা উচিত আমাদের।

**পুরোহিত** মোড়ল হলো গিয়ে উত্তরাধিকার সূত্রে এক মোড়লের সন্তান, জাত মোড়লের উত্তরাধিকারী সন্তান। এক মোড়লের নাতি। উত্ত-রাধিকার সূত্রে এক জাত মোড়লের উত্তরাধিকারী নাতি।

**মোড়ল** থামাও যতোসব ছাইপাশ। আমার বাবা, দাদা, পরবাবা কাউকেই এদের স্মরণ করতে চাই না আমি। কবরের ভেতর থেকে আমার মা, দাদী, বুড়ী মা সবাই মুণ্ডপাত করবে আমার।

**মুনীর** আমার বংশ পঞ্জিকা মনে নেই আমার।

**আহাম্মদ** অসুবিধে দেখলে বাঁদরের কথা মনে করলেই চলবে।

**দাগী** আমার পায়ের উপরে ভর করে দাঁড়িয়েছি আমি। আমার থেকেই চারা গজাবে।

**পুরোহিত** এইতো পুরুষের মতো কথা। কে জানে আমার প্রপিতামহরা হয়তো ছিলেন মুচি, মিস্ত্রী কিম্বা ফেরিওয়ালা। এ সব নিয়ে মাথা ঘামাই না আমি। আমি যা তাই আমি। এটাই খাঁটি। এ আমি যথার্থই জানি যে, আমি পুরোহিত আর এই মেয়েটি আশ্রিতা।

**দাগী** কিন্তু আমার কাহিনী তোমাদের শুনতেই হবে। চিত্তাকর্ষক এবং ঘটনাবহুল। রহস্যে, রোমাঞ্চে, তাজা রক্তে আর সুগন্ধী রুমালে একেবারে ঠাসা।

**মোড়ল** তাকে আমি নির্ঘাত হারিয়ে দোবো।

**মুনীর** যথারীতি শ্রদ্ধা সহকারে বলি, তোমরা হলে গিয়ে রীতিমত দেব-দূত বিশেষ।

| | |
|---|---|
| আহাম্মদ | আর পুরোহিতের জীবনটা নিশ্চয়ই নিরস কেটেছে। |
| পুরোহিত | গোপন কথা আমারও আছে। |
| দাগী | যদি কেউ ভালো করে জমিয়ে তুলতে পারে তাহলে তাকে আমি আমার সর্বস্ব দেবো। |
| পুরোহিত | (টিটকিরিসহকারে) দেবে বৈকি, পায়জামাটা। |
| আহাম্মদ | ঠিক বলছো তো ? পায়জামাটা তোমার তো ঠিক ? |
| দাগী | হ্যাঁ আমার। এই তসদিককরা ছবিটাই দ্যাখো না। পুরোনো ছবি। ছাঁটা মোচ, টেরীকাটা চুল—দেখতে তখন বেশ খুবসুরতই ছিলাম। |
| মুনীর | এখন একবার সুরৎখানা চেয়ে দ্যাখো। |
| দাগী | সেই বিকেল থেকে কোন সময় পাই নি একেবারেই। |
| মুনীর | (একটা ছোট আয়না বার করে) এই নাও। দেখে নাও একবার। |
| মোড়ল | ওটা এদিকে দাও। |
| আহাম্মদ | মেয়েদের আগে। |
| মেয়েটি | কে ডাকে আমায়···আমি আসব···আর কক্ষনো দেরী করবো না আমি···ওরা সবাই এমন সব কাহিনী বলে যে তোমার কণ্ঠ ডুবে যায় ওতে।···ওরা ওদের আগুনের কুণ্ড এমন দাউ দাউ করে জ্বালায় যে তোমার চাপাস্বর গলে যায় ওতে···আর কক্ষনো দেরী করবো না আমি···এখনই রথ ছেড়ে দিয়ো না, না···না··· দিয়ো না···। |

(সে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে)

| | |
|---|---|
| দাগী | এই যে এদিকে দ্যাখো, লক্ষ্মী সোনা। |
| পুরোহিত | নিবেদিতা সে। ঐ রকম কক্ষনো সম্বোধন করবে না তাকে। |
| দাগী | মানে এই আয়নায়। |
| মেয়েটি | (সে আয়না তুলে ধরে। অশ্রু মুছে নেয়। তারপর মনোরম ব্রীড়ানম্র ভঙ্গীতে চুলগুলো পাট করতে থাকে। আর ফুলগুলো |

ঠিকমত গোঁজে। অভিসারের সুরে গুন গুন গাইতে শুরু করে।)
উম···উম···

মুনীর — মেয়েটা আমায় পাগল করে দেবে। এমন গুণী সে।

পুরোহিত — নাচতেও পারে সে।

দাগী — দাঁড়াও, শিষদার বংশীধারীকে নিয়ে আসি আমি। কি যে খুশীই হবে সে।

মোড়ল — শিষ বাজাবে না বাঁশী বাজাবে ?

দাগী — হাজারো রকম জিনিস জানে সে।

আহাম্মদ — যে কোন কিছুরই ওপর সুর ধরাতে পারে সে। ঢুলীকেও নিয়ে আসা যাক না।

মুনীর — সে নিশ্চয়ই গাছটার তলায় ঘুমিয়ে আছে।

দাগী — আমি যাচ্ছি, দিয়ে আসছি তাদের। আমাকে বাদ দিয়ে শুরু করো না। কথা রইলো।

মোড়ল — কিছুক্ষণের জন্য আয়েশ করা যাক। (বিরতি) কিন্তু সত্যি কি বাঁশীতে সুরের খেলা খেলতে পারে সে ?

আহাম্মদ — সবাই সবকিছু খেলতে পারে।

পুরোহিত — ধরিত্রী মায়ের খেলা খেলছে, আমরা খেলছি পাশা আর জন্তুরা···

মোড়ল — পাশা পছন্দ করি না আমি।

মুনীর — স্বর্গে গিয়েও ওরা ঐ খেলাই খেলবে।

আহাম্মদ — মানুষকে অসাড় অনড় করে দ্যায় এ। সক্রিয় কোন কিছুর নেহাতই দরকার আমাদের।

মোড়ল — (বাচ্চাসুলভ দুষ্টুমির সঙ্গে) ঠিক, একটা খেলা এসেছে মাথায়। আহাম্মদ, মুনীর, মনে আছে তোমাদের, যখন বাচ্চা ছিলাম— আধা ল্যাংটা, সেই বটগাছটার নীচে (অদ্ভুত আওয়াজ করে, হু-উ-ই-হ এই রকম পুরোনো পরিচিত শব্দ সব। হাত দিয়ে শক্ত একটা কিছুকে যেন আঘাত করল। তারপর শূন্যে হঠাৎ কি যেন

ধরে ফেলে অর্থপূর্ণ হাসি হাসে। তারা হাসে ক্রমেতর উচ্চস্বরে।) সব সময়েই আমার কাছে হেরে গিয়ে পরে কেঁদে ফেলতে।

মুনীর — বুঝেছি, কি করতে চাও তুমি।

আহাম্মদ — আমিও বুঝেছি, কিন্তু আমি খেলবো না।

মোড়ল — না কেন ? চেষ্টা করে যাও, ভালো হবে। আমাদের এই সুযোগ। তুমি ভুগতে থাকবে এ আমি চাই না। আবার যেন বলে বসো না, তোমার মা তোমায় মারবে কিম্বা তোমার বাবা সন্ধ্যেবেলা খেলতে বারণ করে দিয়েছে।

আহাম্মদ — বানিয়ে বলবো না।

মুনীর — তাহলে বলো কি হয়েছে ?

মোড়ল — আমাদের বলো, কি ব্যাপার।

আহাম্মদ — ভালো খেলতে পারি না আমি। প্রতিবারই তুমি আমায় হারিয়ে দিতে। মুশকিল হচ্ছে যে (বিরতি) এখন তো আর আমি কাঁদতে পারি না। বয়স হয়েছে।

মুনীর — একশো বার পারো। সেই শিশুকাল থেকে বন্ধু আমরা। এতে লজ্জার কিছুই নেই। এতো ঘরোয়া, নিজেদের মধ্যে, পুরোহিত সরে যাবে।

মোড়ল — (পুরোহিতকে) ডান্ডাটা দাও আমাকে। ঠিক বাগড়া দিয়ো না বুঝেছো। ছোট কাঠের টুকরো কিম্বা একটা কিছু তুলে নাও।

মুনীর — মোড়লকে হারিয়ে দিতে পারার এই তোমার সুযোগ!

আহাম্মদ — তোমায় কথা দিচ্ছি। যথাসাধ্য চেষ্টা করব আমি।

পুরোহিত — কি করছো তোমরা ? আমাকে দলে নেবে না তোমরা ? বড় একা লাগছে আমার।

মেয়েটি — আর আমি ?

মোড়ল — বকবকানি থামাও। মেয়েদের নেয়া হবে না। তা···উম···তুমি হবে রেফারী। মাফ করো, এ ঘরোয়া, নিজেদের মধ্যে। (পুরোহিত সরে গিয়ে বসে এবং কতক্ষণ পরে শুয়ে যায় এবং ঘুমিয়ে

পড়ে। মোড়ল এক কোণে দাঁড়ায়। আহাম্মদ গুলি ছুঁড়ে মারে, গজ কয়েক দূরে গিয়ে পড়ে সেটা। মুনীর পেছনে দাঁড়ায়। মোড়ল প্রতিবারেই অসমর্থ হয়। মুখে ব্যথা প্রকাশ পায় এ রকম কয়েকবার করে তারা।)

আহাম্মদ এবারে আমার পালা। ডাণ্ডাটা দাও আমাকে।

মোড়ল কবার ছুঁড়েছো তুমি? খেলার একটা নিয়ম আছে সেটাতো মানবে, নাকি?

আহাম্মদ আমি গুণিনি। বেশ, আবার শুরুর থেকে করছি তা হলে।

মুনীর তিনটে অবধি গুণেছি বলে মনে হচ্ছে আমার।

মোড়ল তাহলে কয়েকটা মাত্র বাকি আছে আর। যাকগে, শুরুর থেকেই আরম্ভ কর। (আবার কয়েক দান কসরৎ চলতে থাকে)

আহাম্মদ (রাগতঃ) আমার পালা। এবারে আমার পালা।

মোড়ল না। আমার অনুমানে কয়েকটা আরো বাকি আছে।

মুনীর মাফ করে দিও। আমি ঠিক গুনিনি। খেলায় মেতে ছিলাম আমি।

[ আহাম্মদ আরও দু'দান ছোঁড়ে ]

আহাম্মদ (চেঁচিয়ে) এবারে নিশ্চয়ই আমার পালা। খেলবো না আমি।

মোড়ল আমার মতে জোরে জোরে গোনা হোক। না হয় নির্ঘাৎ ভুল হবে আমাদের।

আহাম্মদ কসম খোদার, পুরো দান শেষ করেছি আমি, আমার অংশের চাইতেও অনেক বেশী।

মোড়ল আমার হিসেবে অত করে নি।

মুনীর আমার অনুমানে করেছে সে।

আহাম্মদ (আবেদনের সুরে) তুমি তো জানোই যে শেষ করেছি, বলো, করিনি?

মোড়ল হ্যাঁ জানি তুমি করেছো। (সবাই হতভম্ব হয়ে যায়। একে অপ-রের দিকে চায় বিরক্তি)

আহাম্মদ তা হলে-----

মোড়ল এইই চালিয়ে যাওয়া যাক। (চেঁচিয়ে) এইই চালিয়ে যাওয়া যাক।

মুনীর আমার পালা খেলতে দাও আমাকে।

মোড়ল চলো শুরু করি। শীগগির।

(কেউ নড়ে না)

আহাম্মদ পুরোহিত কই ?

মুনীর সে ঘুমুচ্ছে। নাক ডাকিয়ে চলেছে সে।
[ পুরোহিত মেঝেতে শুয়ে আছে। নির্বোদতার কাছাকাছি ]

মোড়ল উপেং, ওঠো, ওঠো, উঠে পড়ো।

[ প্রবলভাবে তাকে ঝাঁকুনি দেয় ]

পুরোহিত অ্যাঁ----সাতটা কি বেজেই গ্যাছে ?

মোড়ল দ্যাখো, দ্যাখো, কাঁপছে সে। ভয় পাইয়ে দিয়েছি আমি তাকে। লোকজনদের এখনো ভয় পাইয়ে দিতে পারি আমি। (প্রবল হাসিতে ফেটে পড়ে তারা। পুরোহিত বোকা বনে যায়।) এসো, খেলি। ডাকো মেয়েটিকে। একটা প্রহসনের অভিনয় করবো আমরা। একেবারে উপস্থিত বুদ্ধিমত। আরো ভাল কোন ভূমিকায় অভিনয় দেয়া গেল না তোমায়। আত্মধিক্কারী বিশ্ব-কর্মার ভূমিকায় অভিনয় করবে তুমি।

পুরোহিত (ধীরে ধীরে যেন বুঝতে শুরু করেছে) একটা প্রহসনের অভিনয় করতে যাচ্ছি আমরা। এখন আমি বুঝলুম। কিন্তু আত্ম-ধিক্কারী কেন সে ?

মোড়ল সবচেয়ে সুন্দর করে গড়তে গিয়ে চামচিকে গড়েছে সে।

পুরোহিত কি আসে যায় তাতে।

মোড়ল আলোতে অন্ধকার দেখে সে।

পুরোহিত (ধীরে ধীরে পুনরাবৃত্তি করে করে) আলোতে অন্ধকার দেখে সে।

মুনীর এ বড় দুঃখের কথা।

আহাম্মদ দুর্ভাগ্য তার।

| | |
|---|---|
| পুরোহিত | ঠুলির মতো একটা কিছু তাকে পরিয়ে দিলেই পারে সে—আলোর তেজ কমাবার জন্য, কেমন, পারে না ? |
| মোড়ল | জানলে তো। এই জন্যেই তো সে আত্মপীড়িত। |
| মুনীব | ওটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পরিষ্কার হয়ে গেলেই পারে সে। |
| মোড়ল | যেটা তুমি গড়লে, সেটা ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারো না তুমি। |
| আহাম্মদ | ও সমস্ত রাখো। অন্য কাউকে গছিয়ে দিলেই পারে সেটা। |
| মোড়ল | নিজের সৃষ্টিকে হাতছাড়া করতে পারে না কেউ। |
| পুরোহিত | এখন বুঝলাম আমি। |
| মোড়ল | (সঙ্গে সঙ্গে) তাহলে বিশ্বকর্মার ভূমিকায় অভিনয় করতে দাও আমাকে। |
| পুরোহিত | কেন ? |
| মোড়ল | কারণ তোমার বেদনা ও ধিক্কার কেন, এ কথা যখনই জানলে তখন আর বিদূষকের অভিনয় করতে পারো না তুমি। |
| পুরোহিত | তুমিও তো জানো, কেন সে আত্মপীড়িত। তুমিও তো পারো না তার অভিনয় করতে। |
| মোড়ল | পারি, আমি পারি। ভালো করে মুখোশ পরতে পারি আমি। |
| মুনীর | বিদূষকের অভিনয় আমি করব। |
| আহাম্মদ | বিদূষকের অভিনয় আমি করব। |
| পুরোহিত | এসো, সবাই বিদূষকের অভিনয় করি। |
| মুনীর | এসো শুরু করি। শীগগীর। |
| মোড়ল | কাঠের টুকরোটা গেল কই ? |
| আহাম্মদ | জানি না আমি। |
| মুনীর | ওটা দেখিনি আমি। |

[ সবাই কাঠের টুকরো খুঁজতে শুরু করে। সবার দৃষ্টি মেঝেতে নিবদ্ধ। ওরা খুঁজে পায় না। মঞ্চের এককোণ-ওকোণ ঘোরাঘুরি করে ওরা। মেয়েটাও যোগ দেয় ]

মোড়ল (চেঁচিয়ে, যেন প্রহর কয়েক ধরে বনের মধ্যে হারিয়ে আছে।) খুঁজে পেলে কেউ তোমরা ? বলি শুনতে পাচ্ছো ?

আহাম্মদ (একই চড়ায়) উহুঁ পাচ্ছি না খুঁজে।

মুনীর কেউ আছো ? বলি আছো কেউ ? আশে পাশে কেউ কি আছো ?

লোকটা (একটা শিষ দিয়ে) আমি আছি।

মুনীর কাঠের টুকরোটা খুঁজে দেবে কি আমাদের ?

লোকটা নিশ্চয়ই, একশো বার। সারা জীবন ধরে তো কেবল এইই করলাম। এটা ওটা খুঁজে বেড়ালাম অন্যদের জন্যে।

মুনীর করলেই বা কেন শুনি ?

লোকটা সহজ কথা। সময়টা কেটে গ্যাছে।

[ পুরোহিত চেঁচিয়ে ওঠে। কিছু একটা আবিষ্কার করেছে সে। ]

পুরোহিত পেয়ে গেছি ওটা। আমি পেয়ে গেছি ওটা, ঐতো, ওখানে।

[ আংগুল দিয়ে দেখায় ]

আহাম্মদ হারাধন খুঁজে পেয়েছে সে।

লোকটা একেবারে বাজীমাৎ করেছে কেউ।

মুনীর খুঁজে পেয়েছে সে।

[ সবাই এ ওর দিকে চায় ]

মোড়ল সর্বনাশ করেছে সে। (বিব্রত) আমাদের এখন আরেকটা কিছু খুঁজে বার করতে হবে।

মুনীর কিসের জন্যে ?

মোড়ল সময় কাটাবার জন্যে।

আহাম্মদ যাও, তুলে নাও। এবারে আমার পালা।

মোড়ল যাও, তুলে নাও ওটা।

মুনীর যাও।

[ নড়ে না কেউ। কাঠটার ওপর সবাই স্থিরনেত্রে চেয়ে আছে ]

মোড়ল (হঠাৎ কাঠটার দিকে দেখিয়ে) জেনেছি, এতক্ষণে জেনেছি আমি। পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দু এখানেই।

পুরোহিত পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দু কোথায় বললে ?

আহাম্মদ কোন পৃথিবী ?

মুনীর কি বলতে চাও তুমি ?

মোড়ল আমাদের প্রিয় পৃথিবী, মাতা ধরিত্রী। এই তো কেন্দ্রবিন্দু। নিঃসন্দেহে কেন্দ্রবিন্দু। বহুকাল ভুলিয়ে রেখেছিল আমাকে।

লোকটা কে ?

আহাম্মদ ঐ কাঠের টুকরোটার কথা বলছো ?

মোড়ল না। এ জায়গাটা, যেখানে টুকরোটা নিশ্চল স্থিতির মধ্যে রয়েছে। দেখছো না ? ওটা হেলছে না। ডাইনেও না, বামেও না।

লোকটা এখানে ঘোরেও না কিছু, হেলেও না কিছু। ডাইনেও না, বাঁয়েও না। সর্বকিছুর ঊর্ধ্বগতি—এই অন্ধকার গোলকধাঁধা থেকে মুক্তির একমাত্র উপায়।

মোড়ল বাজে কথা থামাও। এটাই কেন্দ্রবিন্দু পৃথিবীর—এই পরান প্রিয় পৃথিবীর।

[ লোকটা মঞ্চের একটা কোণের দিকে উন্মত্তের মতো ছুটে যায়। আবো একটা খুঁটি উপড়ে তেলে। মঞ্চের মাঝখানটয় এসে দাঁড়ায় সে এবং একটা জায়গায় খুঁটি দিয়ে ঠুকতে থাকে। ]

লোকটা বাজী, পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দু এইখানটাতে। গুলিটা ফ্যালো। (মেয়েটা গুলি নিয়ে আসে এবং মেঝেতে রাখে) দেখলে, এখানেও কেমন হেলছে না এটা।

আহাম্মদ (মঞ্চের আরেক কোণে ছুটে যায়। আরেকটা খুঁটি উপড়ে তোলে। মঞ্চের পশ্চাদংশে মোড়ল আর লোকটার সঙ্গে একই সারিতে একটা জায়গায় ঠুকতে থাকে সে।) বাজী, এটাই কেন্দ্রবিন্দু। ফ্যালো। (মেয়েটা ছুটে যায় যেন চমৎকার খেলা এটা) প্রতিবাদ করুক তো কেউ ? মুরোদ আছে কারো ?

মুনীর এই আমিও চললুম। (মঞ্চের আরেক কোণে ছুটে যায় এবং খুঁটিটা উপড়ে নেয়। একই ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি হয়) এদিকে

দ্যাখো। পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দু এখানটাতেই। যা খুশী রাখো এখানে। কিছু হবে না তার। এই মেয়ে, নিয়ে এসো ওটা।

[ খুব যত্নসহকারে মেয়েটা রাখে সেটা এবং মুক্তির নিঃশ্বাস ছাড়ে। ]

পুরোহিত — এবার আমার পালা। (সে খুঁটিটা তোলার চেষ্টা করে, কিন্তু শক্তিতে কুলোয় না।) এই যে শিষ, বংশী ধরো তো একটু। (তারা দু'জনেই চেষ্টা করে তুলে ফেলে। খুঁটিটা নিয়ে আসে সে এবং সজোরে ঠুকতে থাকে) হ্যাঁ, এইবার। এটাই হলো যাকে বলা যায় পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দু।

মোড়ল — অসম্ভব। বাজী রাখতে পারি আমি, এটাই হলো আদৎ জায়গা।

আহাম্মদ — আমায় তুমি মিথ্যুক বলতে পারলে কেমন করে ?

লোকটা — তোমায় মিথ্যুক বলেছে নাকি ? তার মানে, একই কথা আমাকেও বলতে পারে সে।

পুরোহিত — মোড়ল। বুদ্ধি ঠিক রাখো। জীবনে কখনো আমি মিথ্যে বলিনি।

মুনীর — আমার বেলায়ও একই দোষ চাপাবে নাকি ?

মোড়ল — হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমার বেলায়ও। গাজী, মিথ্যুকের দল সবাই, মায়া আর মিথ্যে নিয়েই মানুষ হয়েছে সব। আমার দাদাকে সুদ্ধ অভিসম্পাত করতে ইচ্ছে করছে আমার। জীবনের এই সত্যকে আগে প্রকাশ করেনি কেন সে আমার কাছে ?

আহাম্মদ — তোমার দাদাকে অভিসম্পাত দিও না। বড় বুদ্ধিমান, সাহসী আর মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন লোক ছিলো সে।

মোড়ল — গাধা ছিল সে। একথা কখনো মনে জাগেনি কেন ? আগে বলে দিলো না কেন কেউ।

লোকটা — বলায় কোন ভাল ফল হয় না।

পুরোহিত — জানার জন্যে মূল্য দিতে হয়।

লোকটা — (নিজের জায়গা দেখিয়ে) আমি ঠিক বলে দিতে পারি, এটাই কেন্দ্রবিন্দু। এই হলো কিনারা, এই হলো প্রান্ত। এসো শক্ত করে ধরে রাখি।

মনীর (বার বার উন্মত্তের মত ঠুকে) কেন্দ্রবিন্দু এই খানটায়।

আহাম্মদ (বারংবার ঠুকে) কেন্দ্রবিন্দু এই খানটায়।

পুরোহিত এই সেই জায়গা।

লোকটা এই এটা।

মোড়ল (যে ডাণ্ডা দিয়ে খেলছিল সেটা দিয়ে মাটিতে আঘাত করতে করতে) এটাও ওই, এটাই সেই, এটাই সব।

[ সবাই তারা ভ্রূক্ষেপহীনভাবে মাটিতে বারম্বার ঠুকতে থাকে। কানে তালা লাগানো এক রকম বলতে গেলে বিরক্তিকর আওয়াজ চলতে থাকে সারা মঞ্চ জুড়ে। হঠাৎ ঢোলের আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে দাগী আর ঢুলি ঢুকে পড়ে মঞ্চেই সবাই সোজা হয়ে দাঁড়ায়। ]

দাগী ভাই শিষ্যদের বংশীধারী। কোথাও খুঁজে পাইনি তোমায়।

লোকটা ফিরে এলাম আমি। সেখানটায় জমলো না।

পুরোহিত এখানটায়ও না।

লোকটা আমি করি কি?

ঢুলী আমি করি কি?

মোড়ল বাজাও, বাজাও ঢাক, ছিন্নভিন্ন করে, প্রবল জোরে, তাণ্ডব তালে, বাজাও। নৃশংস ঐ কাঠি দিয়ে কানের পর্দা দাও ফাটিয়ে, সমুদ্রের বুকে তোলো প্রমত্ত ঢেউ। বুনো নাচ নাচবো আমরা। একদম বেপরোয়া। দর্শকের জন্য কোন সংকোচ করা চলবে না। এক পায়ে, এক হাতে প্রতিটি তালে তালে। এসো, সক্রিয়, সপ্রাণ এবং কৃতজ্ঞবোধ করি সবাই। এসো নাচি, সকলে নাচি আমরা।

ঢুলী অনুপ্রাণিত নই আমি। তবু চেষ্টা করবো। সব কিছুই কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে যেন। আজই মনে হলো কথাটা। সারাটা জীবন ধরে কেবল ঢাকই পিটিয়ে যেতে চাইনি আমি। অরুচি ধরে গ্যাছে আমার। প্রতিটি আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে বেড়েই চলেছে সেটা। মনে হচ্ছে, এসব খেয়াল না করাই ভালো।

দাগী তেমন মনে হলে ঢাকটা দাও ছুঁড়ে ফেলে। যতক্ষণ না সত্যি সত্যি জানছো কি করতে চাও তুমি, ওটা ততক্ষণ স্পর্শও করো না। সমস্ত বিপদ থেকে আমি তোমায় বাঁচাবো। স্বর্গ সাক্ষী----

লোকটা বিপদ আর নেই কোনো। আছে শুধু শিষদার বংশীধারী।

মোড়ল সে নাচবে শুধু তোমার বাঁশীতেই। বাজাও, বাজাও কলিজার টুকরোগুলো যতক্ষণ না ছিদ্র দিয়ে গলে গলে বেরিয়ে আসে। মোচড়ানো সুরের বেড়ী উদ্গত হয়ে তার দেহকে অজগরের মতো জাপটে ধরুক, পেষণ করুক।

লোকটা আমার বাঁশীতো আমি ফেলে দিয়েছি। (সবাই আহত বোধ করে)

দাগী এমন কাজটা তুমি করলেই বা কেন ?

লোকটা বাচ্চাদের বাজিয়ে শোনাবার জন্যে ওরা আমাকে ডেকেছিলো কোথাও। আমার সুরের বর্ণালী প্রকাশের জন্য সাতটা কি আটটা ছিদ্রই যথেষ্ট ছিলো না। সেই জন্য অনেকগুলো ছিদ্র করেছিলাম আমি। তারপর সুর নয়, শুধুই হাওয়া। আমার সারা বাঁশী জুড়ে শুধু হাওয়ার হুটোপুটি। বাচ্চারা সব ছুটে পালালো। হাওয়া ওদেরও সব আচ্ছন্ন করে দিলো। তারা ভীষণ মারলো আমায়। কিন্তু আমার দেহ হাওয়ায় ডুবে গ্যালো। তাজা তাজা মাংস সব রক্তে ভিজে গেল। আমার বাঁশীর শপথ, কিছুই বোধ করিনি আমি। হাওয়ায় হারিয়ে গিয়েছিলো আমার চেতনা।

পুরোহিত শিষ বাজাতে তো পারো। তোমার জিভটাতে রয়েছে।

দাগী নাও,নাও শিষ বাজাও। ত্বরা করো।

লোকটা (সমুদ্র থেকে হাওয়া বইতে শুরু করে। বেশ অন্ধকার হয়ে গ্যাছে। শুকনো পাতা মঞ্চে ভেসে বেড়াচ্ছে)। আমার জিভের উপর দিয়ে হাওয়ারা সব নেচে চলেছে। তাদের সামলাতে আর পারছি না আমি।

পুরোহিত করি কি আমরা ?

মোড়ল শ্বাস রুদ্ধ করো। সোজা হয়ে দাঁড়াও, কথা, শুধু কথা বলে যাও। সময় কেটে যাবে।

[ ঢুলী বেরিয়ে যায় কোন অভিবাদন ব্যাতিরেকেই। নিঃশব্দতা। তারা একে অপরের দিকে চায় ]

মোড়ল — এসো শুরু করা যাক। শীগগীর। (নড়ে না)

লোকটা — আমি শুরু করি, শীগগীর।

মেয়েটা — একটা গান গাই আমি। নাই বা রইল ঢোলক, নাই বা রইল বাঁশী।

মোড়ল — শুরু করা যাক। দেরী হয়ে যাচ্ছে।

লোকটা — না আমাদের জন্য ব্যাপারটা বড় তাড়াতাড়িই এসে গ্যালো। তোমার সেই রূপকথা তুমি পারলে না বলতে, আমিও পারলাম না পুরো সুর ভাঁজতে। সবার জন্য আসবে আগামীকাল, হয়তো বা আগামী পরশু, আমাদের মতো, চকিতে, অজান্তে, কোনদিন - - - - কোন একদিন, কোনখানে, কোন দ্বীপে, আর কোন শিষ-দার বংশীধারী - - - - অন্য কোনখানে- - - - -সবখানে। অবধারিত সত্য এ। সবাইকে আমার শ্রদ্ধা জানাই। সালাম, পৃথিবী সালাম।

দাগী — তারপর বলো কি বলবে ?

পুরোহিত — তারপর - - - -

মোড়ল — বলো - - - -

মেয়েটি — (খিল খিল হাসি)।

পুরোহিত — - - - - কি বলবে তারপর - - - -

মোড়ল — - - - - বলো - - - -

দাগী — কি বলবে - - - - - -

[ মেয়েটি একটা সুর গুন গুন করে গেয়ে ওঠে। উম - - - ম - - - - তারানা। পুরোহিত গম্ভীর স্বরে মন্ত্রোচ্চারণ করতে শুরু করে। দাগী মোড়লের কাছে যায় এবং সোজা হয়ে দাঁড়ায়। ধীরে ধীরে মন্ত্র ও গান থেমে আসে। নিঃশব্দতা। একে অপরের দিকে চায় ]

মোড়ল — তারপর বলো - - - - -

দাগী — বলো - - - কি বলবে - - - বলো - - - বলো - -

[ কেউ সাড়া দেয় না। নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে এবং ঐ কথা কয়টি বিড়-বিড় করে বলতে থাকে। ঢুলী প্রবেশ করে এবং অতি যত্নের সঙ্গে তার ঢাকটা নামিয়ে একটু দূরে রেখে দেয়। তার ক্লান্ত পিঠটাকে সে এবার সোজা করে। বাতাস বইছে। শুকনো পাতা উড়ছে ]

ঢুলী আমার কাজ বুঝি বা এবার সাংগ হলো। আর - - - -আর ঘোষণা করার নেই কিছু।

[ তাণ্ডব শুরু হয়, তারপর এক প্রচণ্ড ঝাপটে তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। ]

# মাইলপোস্ট

উৎসর্গ

হাসান হাফিজুর রহমান
আতাউর রাহমান
আলি যাকের-কে

এই নাটকের পট-

ভূমি দুর্ভিক্ষ। দুর্ভিক্ষ যে শুধু নিরন্নের হাহাকার নয়, মানবাত্মার সংকটের এক তীব্র আর্তনাদও—এই সত্য প্রকাশের তাগিদে 'মাইলপোস্ট' লেখা হয়। এই নাটকটি আমি লিখি ইংরেজী ভাষায়। নাট্যকার আসকার ইবনে শাইখ 'মাইল-পোস্ট' পড়ে বিশেষজ্ঞ অভিমত প্রকাশ করেন এ বলে যে, এটি বাংলায় অনূদিত হলে ভালো হয়। আমার তরুণ বন্ধু আতাউর রহমান নাটকটি বাংলায় তরজমা করে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

'মাইলপোস্টে'র বর্তমান রূপ আমার শ্রমেরই ফল, অর্থাৎ আতাউর রহমানের অনুবাদের ভিত্তিতে আমি নাটকটির আগাগোড়া পরিমার্জনা করেছি, করেছি বাংলা ভাষাতেই।

'মাইলপোস্ট' একাধিক ভাষায় অনূদিত হয়েছে। বিভিন্ন দেশে মঞ্চায়িত হয়েছে এই নাটক।

সাঈদ আহমদ

নাট্যকার সাঈদ আহ্‌মদ হলেন তীক্ষ্ম বিশ্লেষণী বুদ্ধি ও ক্ষিপ্রবোধের অধিকারী, জীবনের বৈচিত্রতায় কৌতূহলী, বিদ্বান এবং অত্যন্ত আধুনিক এক বিশিষ্ট বাঙালী। স্নাতকোত্তর অধ্যয়ন থেকে শুরু করে তাঁর কর্মজীবনের বিরাট অংশ কেটেছে য়ুরোপে। তবে তাঁর শৈশব ও যৌবনের অবাধ বিচরণ ক্ষেত্র ঢাকার সঙ্গে, প্রগাঢ় তাঁর সম্পর্ক এবং তাঁর সৃজনশীল মনের প্রেরণা ও উপজীব্য বাংলার মাটি থেকেই উৎসারিত। পাশ্চাত্য সাঈদ আহ্‌মদকে দিয়েছে চিন্তার প্রসারতা ও শৃঙ্খলা, পরিশীলিত ও উদার দৃষ্টিভঙ্গি। যুদ্ধোত্তর-য়ুরোপের নব উন্মেষিত দর্শন—অস্তিত্ববাদ ও মানুষের অস্তিত্ব সম্পর্কে নতুন ধ্যান-ধারণার একজন নিবিষ্ট ভাবাদর্শী হলেন সাঈদ আহ্‌মদ। তিনি অন্ধ আশাবাদী নন, আবার তিক্ত নৈরাশ্যবাদও তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি জীবনের সব অসঙ্গতিকে স্বীকার করে নিয়ে, জীবন যেমন তেমনি জীবনকে গ্রহণ করতে উৎসাহী।

Samuel Beckett, Eugene Ionesco, Jean Paul Sartre-এর মত মনীষী নাট্যকারদের নাম এদেশের নাট্যাঙ্গনে যখন খুব সুপরিচিত নয়; সাঈদ আহ্‌মদ তারও অনেক আগে এইসব চিন্তাবিদদের সঙ্গে ভাবের জগতে সহবিচরণ করেছেন। Samuel, Beckett, Engene Ionesco যে অর্থে ইউরোপের নব্য ধারার এবং আধুনিক নাটকের প্রবর্তক সে অর্থে সাঈদ আহ্‌মদও আমাদের দেশের প্রথম আধুনিক নাট্যকার।

সাঈদ আহ্‌মদের নাটকের বিষয়বস্তু আন্তর্জাতিক বা বিশ্বজনীন কিছু নয়। তাঁর নাটক বাংলাদেশের নিত্য-সহচর তুফান, বন্যা ইত্যাদি সমস্যাকে নিয়েই। তবে তাঁর উপস্থাপনা পদ্ধতি এবং বিষয়বস্তু থেকে নিয়ে নাটকীয় চরিত্রসমূহের ট্রিটমেন্ট ইত্যাদি সব ট্র্যাডিশনাল অর্থে প্রাচ্যের বা বাংলাদেশের নয়। তাঁর নাটকের দ্বন্দ্ব, চরিত্রসমূহের ইন্টারাক্‌শান, ট্রিটমেন্ট অপরিহার্যভাবেই পাশ্চাত্যধর্মী। তাঁর নাটক আয়াস করে পড়ার বা দেখার জন্যে নয়। প্রখর বুদ্ধি ও বোধ দুইকে সজাগ রেখেই তাঁর নাটকের অন্তর্নিহিত ভাবটিকে বুঝতে হবে।

সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানে সংঘটিত হয়। বলতে গেলে বর্তমানের অনুবাদ আমার ও সাঈদ আহ্‌মদের যৌথ কর্ম। অনুবাদ করতে গিয়ে, নাটকটির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আমার কাছে অসাধারণ বলে মনে হয়েছে। প্রথমে, আমরা স্মরণাতীত কাল থেকে যে বাংলা মায়ের রূপকে দেখে অভ্যস্ত, সাঈদ আহ্‌মদের দেখা বাংলা মায়ের রূপকল্প তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

তাঁর বাংলা মা উজ্জ্বল স্বাস্থ্যের, নিটোল পয়োধরা, উর্বরা কোন নারী নয়—এ বাংলা মা শীর্ণ, বিশুষ্ক, লোলচর্ম স্খলিতস্তনা, বিধ্বস্ত এক নারী। সমগ্র মুখাবয়বে তাঁর বন্যা, দুর্ভিক্ষ আর মহামারীর বলিরেখা। অক্ষমতার হতাশা তার দু'চোখ জুড়ে, যে মা তাঁর সন্তানকে দু'বেলা দুমুঠো অন্ন জোগাতে পারে না। রূপকথার বাংলা মায়ের মুখোশ ছিন্ন করে সাঈদ আহ্‌মদ আমাদের উপহার দিলেন এ সত্যিকার বাংলা মাকে। এ বাংলা মায়ের সন্তানেরা এক দুঃসাহসী জেদ নিয়ে মাটি আঁকড়ে পড়ে আছে। মানসিক দুঃখ ভোগের অবশ্যম্ভাবিতাকে মেনে নিয়ে ওরা অপেক্ষা করছে অসীম ধৈর্যের সঙ্গে অলৌকিকের জন্যে, হয়তো আগামীকাল প্রত্যুষে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বনিয়ন্তার কৃপায় এমন অভাবিত কিছু একটা ঘটবে যাতে করে অনাগতকালের জন্যে বাংলা মায়ের সন্তানদের ভাগ্যের আমূল পরিবর্তন ঘটবে। অলৌকিকের পদধ্বনিও শোনা যায়—এক সময় অন্যতম ধর্মীয় অনুষ্ঠান কোরবানীর সাথে মায়ের (নাটকের অন্যতম প্রধান চরিত্র) স্বপ্নের অদ্ভুত সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু তাতেও সমস্যার সমাধান হয় না কারণ আধুনিক মানুষের সমস্যা তো আর সত্যযুগের প্রেরিত পুরুষদের সরল, শ্বেত, শুভ্র সমস্যা নয়।

নাটকের চরিত্রগুলো তীক্ষ্ণ বৈরাগ্যধর্মী ও অসংলগ্ন সংলাপের মাধ্যমে কঠোর বাস্তবতাকে কঠোরতর নিষ্ঠার সাথে তুলে ধরে। চরিত্রগুলো ক্ষণে ক্ষণে প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে ছিটকে পড়ে ; অর্থাৎ একটি আবর্তে বেশীক্ষণের জন্যে বাঁধা থাকতে চায় না। চরিত্রগুলো বেশ যত্নের সঙ্গে সংলাপের বুনোট দিয়ে নাটকীয় সীকোয়েন্সগুলো তৈরী করে চলে কিন্তু চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছার আগেই নিজেরাই যেন ইচ্ছাকৃতভাবে খান্ খান্ করে দেয় এতক্ষণের কণ্টলব্ধ প্রচেষ্টাকে। এই ভাঙা-গড়ার মধ্য দিয়েই নাটকটি এগিয়ে যায় কিন্তু ক্লাইমেক্সে পৌঁছোয় না, কারণ ক্লাইমেক্সের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্তই মানুষের প্রয়াস, পৌঁছে গেলে তো সব শেষ। নাটকীয় চরিত্রগুলোর আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব ও মানসিক অসঙ্গতি আধুনিক মানসের অস্থিরতারই প্রকাশ।

নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র একটি জড় বস্তু—মাইলপোস্ট। এই মাইলপোস্ট হলো নিশ্চয়তার প্রতীক। দেশ, সমাজ ও সভ্যতাই আমাদের জীবনকে নির্ঝঞ্ঝাট

করার জন্যে বিভিন্ন সময়ে এইসব নিশ্চয়তা আমাদের জন্যে উদ্ভাবন করেছে। এইসব নিশ্চয়তা নিয়মের গণ্ডীভূত আর এক নিয়মেরই নামান্তর। তাই ব্যক্তি-সত্তার বিদ্রোহ এ নিয়মের বিরুদ্ধে, নিশ্চয়তার বিরুদ্ধে যা তার জীবনকে সীমাবদ্ধতার বৃত্তে বন্দী করে, মুক্ত বিহঙ্গের মত আকাশচারী হতে দেয় না। তাই নাটকের শেষে, নাটকের অন্যতম প্রধান চরিত্র চৌকিদার মাইলপোস্টটির ঘাড় ভেঙে দিয়ে নিশ্চয়তার প্রতিবন্ধকতা থেকে মুক্ত হয় এবং তার সঙ্গী সবাইকেও বোধ হয় মুক্ত করে।

এতকিছুর পরেও এ নাটকে আশার কথা আছে; আছে সোনালী ভোরের স্বপ্ন—থাকতেই হবে যে, কারণ জীবনের দুঃখ, হতাশা, অর্থহীনতাকে স্বীকার করেও জীবন জীবনধারণের উপযোগী।

আতাউর রাহমান

**এতে অভিনয় করেন ঃ**

চৌকিদার ॥ সৈয়দ আহসান আলী।

গোরখোদক ॥ আবদুল্লাহ আল-মামুন।

ডাকপিয়ন ॥ আতাউর রাহমান

সঙ ॥ দীন মুহাম্মদ খান।

বড় ভাই ॥ আবদুল জলিল।

ছোট ভাই ॥ এনামুল হক।

মা ॥ সাবেরা মুস্তাফা।

মঞ্চ পরিকল্পনা ও স্থাপত্য ঃ হামিদুর রহমান, নিতুন কুণ্ডু, দেবদাস চক্রবর্তী
ও আবদুর রউফ।

আলোক নিয়ন্ত্রণ ঃ আবু বকর ও মনযুর আহমেদ।

শব্দ, ধ্বনি ও সঙ্গীত সংযোজনা ঃ রামেন্দু মজুমদার।

তত্ত্বাবধান ঃ লুতফুল হায়দার চৌধুরী।
ও
জিয়া হায়দার।

নির্দেশনা ঃ আসকার ইবনে শাইখ।

## প্রথম অংক । প্রথম দৃশ্য

স্থান : রাজপথ

সময় : সূর্যাস্তের কিছু আগে

[একজন বুড়োমত লোক একটা মাইলপোস্ট নিয়ে মঞ্চে এসে ঢোকে। মাইলপোস্টটির কাঠের উপরের অংশ থেকে কয়েকটা ফলক বেরিয়ে গেছে। ফলকগুলোতে লেখা রয়েছে চাঁদপুর, শান্তিপুর, আহম্মদগঞ্জ, পটুয়াটুলি ইত্যাদি জায়গার নাম। নিজের খেয়াল চরিতার্থ করার জন্য লোকটা দিক ফলকগুলোকে ইচ্ছামত বদলাতে থাকে। আর এই কাজটা বিশেষভাবে করে সে, যখন তার কিছু করার থাকে না। এখন মাইলপোস্টে দুটো মাত্র নাম লেখা ফলক রয়েছে অন্যান্য ফলকগুলো রয়েছে তার হাতে। তার পরনে পাজামা ও খাকি শার্ট। তার চেনে বাঁধা রয়েছে একটা বাঁশি। পেছন দিকে চলাচলের পথ আর লোকটা এই পথের চৌকিদার। পকেট থেকে বাঁশিটা বের ক'রে সে জোরে বাজায়। মঞ্চের মাঝখানে পোস্টটিকে খাড়া করতে চেষ্টা করে। এবং শেষ পর্যন্ত সফল হয়, তবে মঞ্চের মাঝখানে নয়, এক কোণে। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে সে। দর্শকের দিকে পেছন দিয়ে সে মঞ্চের সামনে এগিয়ে আসে। ফুটে ওঠে আলোর আভা, সূর্যাস্তের আগে এই শেষ আলোর বন্যা]

চৌকিদার মনে হচ্ছে সবকিছুই ঠিকঠাক আছে, কোথাও কোন কিছুর ব্যতিক্রম নেই। বাঁশিতে ফুঁ দিই, একটা সুর বেরিয়ে আসে। মাইলপোস্টে আঘাত করি, তার শব্দ এসে কানে লাগে। যখনই হাসি, চোখের পানি গড়িয়ে পড়ে। যখন হাত তালি দিই, মনে হয় আমি বেঁচে আছি। কিছু একটা ঘটছে। নিশ্চয়ই ঘটছে, কোথাও কিছু একটা। কিসের যেন একটা শব্দ। দয়া করে একটু চুপ করুন। তবু ধরে নিচ্ছি সবই ঠিকঠাক আছে। অন্ততঃ তাই আশা করা যাক।

আচ্ছা যতক্ষণ মজাদার কিছু একটা না ঘটছে ততক্ষণ আমি হাত তালি দেব। চারদিক অন্ধকার হয়ে আসছে। অন্ধকার। ঠান্ডা রাত, বৃষ্টি ঝরা রাত, মধুর রাত, এক শুভরাত শুধু। [নাম ফলকগুলোকে সে পরিবর্তন করে আরও জোরে পড়তে চেষ্টা করে]

চাঁদপুর, পটুয়াটুলি [গোপনে বলার ভঙ্গিতে] ধীরে ধীরে গোপনে ছড়িয়ে দাও তোমার লক্ষ বাহু, রাত্রির নির্জনতায় ছড়িয়ে দাও।

[ একটি লোক এসে মঞ্চে ঢোকে, তার উস্কোখুস্কো দাড়ি, পিঠে তার একটা বস্তা, দেখে মনে হয় বোঝার ভারে সে কাতর। তার পরনে লুঙ্গি আর একটা গেঞ্জি গায়ে। চৌকিদার তাকে ভালো করে দেখে ]

গোরখোদক বিরক্ত হয়ো না বন্ধু। নিজের কাজ করে যাও। আমি মাথা ঘামাবো না। তবে তোমাকেও সাবধান করছি আমাকে বিরক্ত করো না।

চৌকিদার ভাল ভাল, আমি যে রাজপথের চৌকিদার এ সম্বন্ধে কি জনাব ওয়াকিফহাল আছেন ? মানুষকে পরীক্ষা করাই আমার কর্তব্য। আমি জীবাত্মার পাহারাদার।

গোরখোদক আমাকে তোমার কি মনে হয় ?

চৌকিদার দেখতে তো মনে হয় মানুষই। খুব সম্ভব কোন বিদেশী।

গোরখোদক জ্বী না জনাব।

চৌকিদার তুমি আমাকে চেন ?

গোরখোদক না।

চৌকিদার তুমি কি বলতে চাও আমাকে কখনও দেখনি ?

গোরখোদক না তোমাকে আমি কখনও দেখিনি।

চৌকিদার তোমার বস্তার মধ্যে কি আছে ?

গোরখোদক খাবার জিনিস।

চৌকিদার হতেই পারে না, আমি জানি ওটা এখন দুষ্প্রাপ্য।

গোরখোদক তিনটে আন্দাজ করার সুযোগ তোমাকে দিচ্ছি।

চৌকিদার ছেঁড়া কম্বল।

গোরখোদক উঁহু।

চৌকিদার শুকনো পাতা।

গোরখোদক  উঁহু।

চৌকিদার  হ্যাঁ, একটি মেয়ে মানুষ।

গোরখোদক  হলো না। ওহে জোলা পণ্ডিত ওসব কিছু না, হাড়, হাড়, অনেক-গুলো শুকনো খটখটে হাড়।

চৌকিদার  ব্যবসা মন্দ নয়। জন্তু-জানোয়ারের হাড্ডি কুড়ানো!

গোরখোদক  মন দিয়ে শোন। সাধারণ লোকের উচিত কম আশা করা। শুধু দুটো হাত-পা সম্বল করে তুমি বেশি কিছু আশা করতে পার না।

চৌকিদার  কিন্তু কেন? নিশ্চয়ই তুমি অনেক কিছু আকাঙ্ক্ষা করতে পার। আরও ভালোর আশা করতে পার, এতে কোন অন্যায় নেই।

গোরখোদক  মানুষ আর সরলতা বিপরীতধর্মী।

চৌকিদার  তুমি কে?

গোরখোদক  আমি একজন গোরখোদক।

চৌকিদার  নিশ্চয়ই না। গতকাল আর একজন গোরখোদক ছিল।

গোরখোদক  সে আর নেই।

চৌকিদার  তুমি বলতে চাও সে মরে গেছে? এই কঠিন মাটির নীচে শুয়ে আছে সে?

গোরখোদক  না, সে এখন আকাশচারী, জান্নাতবাসী।

চৌকিদার  আমি দুঃখিত।

গোরখোদক  সে জান্নাতবাসী হয়েছে বলে? যাক্‌গে এখন তুমি কি করতে চাও?

চৌকিদার  মিনিট পনেরোর নীরবতাই আমার কাম্য।

গোরখোদক  তাহলেও তো খুব মজার ব্যাপার! বলতে পার একটা নতুন পরীক্ষা। এমনি করে যদি প্রতিটি মৃত অথবা মুমূর্ষু ব্যক্তির জন্য কয়েক মুহূর্তের নীরবতা পালন করতে থাক, তবে তো দুনিয়াটা একেবারে সুমসাম হয়ে পড়বে।

চৌকিদার — অতসব ব্যাপারে আমি মাথা ঘামাতে চাই না। বেশ পনের মিনিট না হয় পাঁচ মিনিটই করা যাক। ভাল কথা সত্যিই এই বস্তার মধ্যে কি আছে ?

গোরখোদক — হাড়, মানুষের হাড়, মাথার খুলি, পাঁজরার হাড়্ডি, হাতের আঙুল।

চৌকিদার — কাছে এসো না বলছি, ওগুলো অন্য কোথাও রেখে এসো।

গোরখোদক — আমার পক্ষে ওদের ছেড়ে আসা অসম্ভব। আমি যে গোরখোদক। এগুলো আর আমি অবিচ্ছেদ্য।

চৌকিদার — তুমি এ জঘন্য কাজটা ছেড়ে সম্মানজনক কিছু করলেই পার।

গোরখোদক — ভুল বন্ধু ভুল, কেবল আমার ব্যবসাটাই তো আজকাল বেশ জেঁকে উঠেছে।

চৌকিদার — তুমি ভাবছ বেশ উপকার করছ আমাদের ?

গোরখোদক — আমি এইটুকুই বুঝি আসাকে তুমি রুখতে পার কিন্তু যাওয়াকে নয়।

চৌকিদার — আসা এবং যাওয়া, কোনটাতে তুমি বেশী উৎসাহী ?

গোরখোদক — আসা এবং যাওয়ার মাঝখানকার সময়টুকুতে।

চৌকিদার — তুমি ভাটিয়ালী গান গাইতে পারো ? চাঁদনী রাতে পদ্মার বুকে যে গান নৌকার যাত্রীরা শুনতে পায় ?

গোরখোদক — চাঁদনী রাতে কখনও আমি পদ্মার বুকে ছিলাম না।

চৌকিদার — কোনো রোদ-ঝকঝকে দিনে ?

গোরখোদক — কোনো রোদ ঝকঝকে দিনেও নয়। সে দিনটি ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত, মেঘলা, ঘিনঘিনে বৃষ্টি-কালো সন্ধ্যা। সে কি বিচ্ছিরি বৃষ্টি। আকাশ যেন ফুটো হয়ে গিয়েছিল। নৌকোর সব জায়গাতেই চুয়ে চুয়ে পানি পড়ছিল, এতটুকু শুকনো জায়গাও ছিল না। মেজাজটা খিচড়ে গিয়েছিল। দুনিয়ার সব কিছুকে অভিশাপ দিচ্ছিলাম। কেন এত কষ্ট ? পৃথিবীতে আরও হাজারো জায়গা আছে। কই সেখানে তো মোটেই বৃষ্টি হয়

না। যদিও বা হয় তার মাত্রাজ্ঞান আছে। এখানে কেন এই বিশ্রী কাণ্ড।

চৌকিদার — ওটা নিশ্চয়ই বর্ষাকাল ছিল।

গোরখোদক — কিন্তু এখানে কেন? তুমি কি সত্যিই বিশ্বাস কর বর্ষাকালটা সুখের হতে পারে না? অথবা অন্য কোথাও জেঁকে বসতে পারে না? বর্ষাকাল বিষয়ে কি কোন সাংঘাতিক যুক্তি আছে নাকি? সে সন্ধ্যাটা ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে দুঃখজনক সন্ধ্যা। এ খেলা মুলতুবী রাখাই ছিল ভাল।

চৌকিদার — কিন্তু একে মুলতুবী রাখবে কে?

গোরখোদক — যারা আমাদের সুখ-দুঃখের কথা ভাবে।

চৌকিদার — আমি আর কারও কথা বলতে পারি না, তবে এইটুকু আমার কাছে পরিষ্কার যে তোমার মতামতের কোন দামই নেই, কারণ তুমি একটা ফালতু।

গোরখোদক — আমার প্রতি যে সহৃদয় বিবেচনা করলে তার জন্য অনেক ধন্যবাদ, বলতে পার আমার চোখ খুলে গেছে, মনে হয় এবার সারা দুনিয়াটাকে জাহান্নামে পাঠিয়ে নিজের ঘরে নিশ্চিন্তে ঘুম দিতে পারবো।

চৌকিদার — দুনিয়ার কথা ভাবছে কে? আমি হলাম গিয়ে বড় রাস্তার পাহারাদার।

গোরখোদক — বেশ তাহলে রাজপথের কথাই চিন্তা কর।

চৌকিদার — রাজপথের মঙ্গল কামনা করছি যেন - - -

গোরখোদক — এর উন্নতি হয়। পরিবার-পরিজন আর বাগানবাড়ি নিয়ে মুখরিত হয়ে ওঠে যেন - - -

চৌকিদার — বাজে কথা। এ হল এমন এক জায়গা যেখানে প্রত্যেক মানুষ বাধ্য হয়ে কিছু সময় কাটিয়ে যায়।

গোরখোদক — তাহলে এ ধরনের একটা রাজপথের প্রয়োজন কি?

চৌকিদার — প্রয়োজন? আসা-যাওয়ার মাঝখানে ক্ষণিকের বিশ্রাম, আর তোমার আমার মত দু'মিনিটের বন্ধুত্ব গড়ে তোলা।

গোরখোদক অত্যন্ত অর্থহীন ধারণা।

চৌকিদার আমি নিজ চোখে অদ্ভুত সব ঘটনা দেখেছি।

গোরখোদক সব আমাকে বল, আমার জানতে বড় আগ্রহ।

চৌকিদার অভিনয় করে দেখাব, না শুধু বর্ণনা করে যাব ?

গোরখোদক যা খুশী কর, তবে একটু জলদী।

চৌকিদার এ রাস্তায় মানুষকে আমি হাসতে দেখেছি, ঝগড়া করতে দেখেছি, দেখেছি রাস্তার উপরে কেউ খাচ্ছে, কেউ বা নাচছে, কেউ বা প্রেম প্রেম খেলছে। দেখেছি কালো কালো কাকগুলো রাজপথে পরিত্যক্ত পচা লাশ ঠুকরে ঠুকরে খাচ্ছে।

গোরখোদক শুধু এইই ?

চৌকিদার না, এতো সবে কলির সন্ধ্যে। এ এক দীর্ঘ রঙিন রূপকথা।

গোরখোদক আচ্ছা, আচ্ছা, রাজপথে তুমি মানুষকে হাসতে দেখেছ ?

চৌকিদার হ্যাঁ।

গোরখোদক (হেসে) এ ব্যাপারে তুমি নিশ্চিত ?

চৌকিদার (হেসে) কেন নয়, আমি বাজি রাখতে পারি।

[ দু'জনে প্রাণ খোলা হাসিতে ফেটে পড়লো এবং চিৎকার করে কথা বলতে লাগল। ]

গোরখোদক হলফ করে বলতে পার তুমি আমাকে বোকা বানাচ্ছ না ?

চৌকিদার আরে না না। সত্যি বলছি।

গোরখোদক সত্যি ওরা হেসেছিল, নেচেছিল ?

চৌকিদার অন্তত একজোড়া মানব-মানবীর কথাতো আমার বেশ মনে পড়ে। হাসতে হাসতে ওরা ঘাসের ওপর গড়াগড়ি খাচ্ছিল।

গোরখোদক (গম্ভীরভাবে) বল, কেন ওরা হাসছিল। উত্তর দাও, কি দেখে ওরা এত হাসছিল ? বল মূর্খ বল, চুপ করে থেকো না।

চৌকিদার আমি জানি না।

গোরখোদক ভেঙে পড়ো না।

চৌকিদার তুমি কি কোনক্রমে জানতে পেরেছ ?

গোরখোদক আল্লার দোহাই আর প্রশ্ন করো না। যাক্ সব বোঝাপড়াই তাহলে হয়ে গেল !

চৌকিদার হ্যাঁ আমরা দুজনই অজানার অন্ধকারে ডুবে রইলাম, তুমি কবর খুঁড়ে লাশ শুইয়ে দাও, আমি রাজপথে পাহারা দিই আর মাইল-পোস্ট নাড়াচাড়া করি। আমরা কেউ কাউকে চিনি না। অনন্ত-কাল ধরে আমরা অর্থহীন। এ-ই আমাদের সবচেয়ে বড় মিল। আমরা মুর্খ। অচেনা আগন্তুক আমরা, এই মোদ্দা কথা। কথা দাও প্রতিদিন আমার সঙ্গে কথা বলবে ?

গোরখোদক অতটা বিনয়ের কোন প্রয়োজন নেই। প্রতিদিন কারো না কারো সঙ্গে আমাকে কথা বলতেই হবে।

চৌকিদার তোমার মত একজন সৎ ব্যক্তির দেখা পেয়ে আমি ধন্য।

গোরখোদক দুর্ভিক্ষ এসেছে আশীর্বাদের মত, প্রচুর ফসল ওঠাতে হবে এখন ঘরে। আশে-পাশের গ্রামে আর বেশী গোরখোদক নেই।

চৌকিদার তুমি কি মনে করো ব্যাপারটা অত্যন্ত ভয়াবহ আকার ধারণ করবে ?

গোরখোদক অসীম তৃষ্ণা নিয়ে এসেছে দুর্ভিক্ষ, অন্তহীন সর্বগ্রাসী ক্ষুধা তার। আকণ্ঠ পান করেও তার পিপাসা মিটছে না। লক্ষ লক্ষ ক্ষুধার্ত মানুষকে গিলে ফেলছে সে। শত শত গ্রাম গোরস্থানে পরিণত হচ্ছে। গ্রামের পথে আজ আর কেউ হাঁটে না। একটি পাতাও নড়ে না। দুর্ভিক্ষের তাড়া খেয়ে মানুষ প্রাণভয়ে ছুটে পালাচ্ছে। কিন্তু দুর্ভিক্ষ ওদের ছাড়বে না, ক্ষিপ্র হয়ে উঠেছে তার গতি। গত রাত্রে কয়েক মাইল দূরে ছিল। আজ সকালে হয়তো পাশের দরজায় ঘা মারছে। তুমি কিন্তু ভুল বুঝো না।

চৌকিদার ঘোড়ার ডিম কিছুই বুঝি না। দুর্ভিক্ষকে তোমার তো ভাল লাগবেই। কারণ এর বদৌলতে তুমি প্রচুর খেতে ও জমাতে পারছো।

গোরখোদক — সোজাসুজি দুর্ভিক্ষকে তুমি এজন্য দায়ী করতে পার না। সময়ের ব্যবধান যতই কম হোক না কনে, কোন কিছুই সংকেত না দিয়ে আসে না। শত বর্ষ চিন্তার পর সে মনস্থির করে। আর মন স্থির হয়ে গেলেই সে ছুটতে আরম্ভ করে বিদ্যুৎগতিতে, মানুষকে গ্রাস করে সে অজগরের মতই, সহজে।

চৌকিদার — তার এমন আচরণের হেতু? কার হুকুমে সে এসব করে চলেছে?

গোরখোদক — কারও হুকুমেই নয়, প্রতিক্রিয়ার জন্য হুকুমের দরকার হয় না।

চৌকিদার — সত্যি করে বল দেখি এটা কি নতুন দুর্ভিক্ষ? নাকি পুরোনোটাই ঘুরে ঘুরে আসছে।

গোরখোদক — এর আবার নতুন-পুরোনো কি? আগেও ছিল, এখনও আছে, বলা যায় সর্বকালীন। বল দেখি কখন তুমি এর কথা শোননি? চোখ খুলে দেখেছে সে আছে, চোখ বন্ধ করেও দেখেছে সে আছে। ক্ষুধার্ত শয়তান সর্বকিছু গ্রাস করেছে। অসহ্য।

চৌকিদার — কারণ তুমি পচে ফুলে-ওঠা কুকুর দেখেছ বলে?

গোরখোদক — হ্যাঁ দেখেছি নির্ভার নিঃসাড় চোখের পাতা।

চৌকিদার — তোমার সঙ্গ আমার খুব ভাল লাগছে না। মোটামুটি ভাল কিছু ঘটার সম্ভাবনা যখন নেই তখন দিকফলকগুলিই নাড়াচাড়া করা যাক।

[সে মাইলপোস্টের কাছে এগিয়ে যায় এবং নামফলকগুলো বদলাতে থাকে। ডান ধারেরগুলো বাঁ দিকে এবং বাঁ দিকেরগুলো ডান দিকে ইত্যাদি। মঞ্চের পেছন দিক থেকে সাইকেলের ঘণ্টাধ্বনি শোনা গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে পেছন থেকে একজন ডাকপিয়ন সাইকেলে চড়ে মঞ্চে প্রবেশ করে। গোরখোদক ও চৌকিদার সরে গিয়ে যাবার পথ করে দেয়। কিন্তু ডাকপিয়ন হঠাৎ থেমে গিয়ে নেমে পড়ে, সে সামনের দিকে এগিয়ে যায় এবং মাইলপোস্টটি দেখতে থাকে]

ডাকপিয়ন — এখন মোটামুটি ভাল লাগছে। অন্তত আগের দিকের দূরত্বটা আমার জানা হয়ে গেল। নিজের অবস্থান সম্পর্কে জানা কিন্তু বিরাট ব্যাপার।

গোরখোদক — তাই নাকি?

ডাকপিয়ন গত দুই ঘণ্টা ধরে আমি একটানা সাইকেল চালিয়েছি। আমি কি কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতে পারি? আসলে কেউ তো আর সারা জীবন ধরে সাইকেল চালাতে পারে না!

চৌকিদার তুমি কে?

গোরখোদক কি আশ্চর্য প্রশ্ন! পোশাক দেখে বুঝতে পারছো না ও একজন ডাকপিয়ন!

চৌকিদার নাহে গোরখোদক আমি অতটা বোকা নই। ও রকম পোশাক পরলেই ডাকপিয়ন হওয়া যায় না। শুধুমাত্র রাজদণ্ড হাতে নিয়ে আমি রাজা হতে পারি না।

গোরখোদক সে তো ঠিকই, মাইলপোস্ট নাড়াচাড়া করে সে তুমি হতে পারে না, আর আমিও ডাকব্যাগ কাঁধে ফেলে সে হতে পারি না—আমরা সবাই মৌলিক, আমাদের স্থান অপূরণীয়।

ডাকপিয়ন অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাকে নাক গলাতে হচ্ছে, আমি কিন্তু মৌলিক নই।

চৌকিদার কিছুদিন আগে অন্য একজন ডাকপিয়ন ছিল।

ডাকপিয়ন ও হ্যাঁ, সে আজ মৃত।

চৌকিদার আমাদের বিরক্ত করো না।

গোরখোদক জানেন এই মুহূর্তে আমার মনে হচ্ছে আমিও ঠিক মৌলিক নই। আসল জন কিছুদিন আগেই মরে গিয়েছে।

চৌকিদার আমিও নই, আসল জনকে গায়েব করে দিয়েছে।

ডাকপিয়ন এত ভারী মজার ব্যাপার। আমরা কেউ মৌলিক নই। সবাই প্রতিভূ।

চৌকিদার বন্ধ কর এসব ব্যক্তিগত সমস্যার আলোচনা, এক বিরাট দুঃখের মধ্যে আমরা আছি। আহত গোখরোর ফণা মেলে দুর্ভিক্ষ ছুটে আসছে আমাদের দিকে, আসছে পিশাচের লোভী ক্ষুধা নিয়ে।

ডাকপিয়ন তাহলে বাঁচার কোন উপায় নেই?

গোরখোদক লাখে একজনও বাঁচবে না।

ডার্কপিয়ন	আমরা কারাগারে আটকা পড়েছি।

গোরখোদক	হ্যাঁ এবং সে কারাগারও নীরন্ধ্র।

চৌকিদার	চলো আর দেরি না করে, আরম্ভ করা যাক।

ডার্কপিয়ন	আমি এখন কোন কিছুতেই অংশ গ্রহণ করতে পারবো না।

চৌকিদার	আমরা মৃত ডার্কপিয়নের জন্য নীরবতা অবলম্বন করবো। দশ কি ধর পাঁচ সেকেন্ড।

ডার্কপিয়ন	যখন আমি আমার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অভিজ্ঞতার কথা বলার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছি ঠিক সেই মুহূর্তেই তোমাদের নীরবতা অবলম্বন না করলেই কি নয় ?

চৌকিদার	যে ব্যক্তি আমাদের ছেড়ে গেছে তার জন্য একটু মায়াও কি তোমাদের হয় না ?

গোরখোদক	না পলাতকের জন্য আমার কোন অনুভূতি নেই।

ডার্কপিয়ন	আমি তাকে কোনদিনই ভাল চোখে দেখিনি। আমাদের মধ্যে কোন বন্ধুত্ব ছিল না।

গোরখোদক	সে আর নেই। কোন যুক্তি অথবা কোন বিশ্লেষণ এর এক অণুও বদলাতে পারে না। আমি একটা পাথরের জন্য নীরবতা অবলম্বন করতে পারি না। ও তো আর প্রাণ ফিরে পাবে না। নদ-নদী, গাছপালা, আকাশের জন্য তো আমি কাঁদতে পারি না! সেও ছিলো ওগুলোর মতই একটা কিছু।

ডার্কপিয়ন	তাছাড়া সে অনেক লোককে ঠকিয়েছে। সে মনিঅর্ডারের টাকা মেরেছে। প্রতিবেশীর বউ-এর উপর নজর দিয়েছে। এসব কথা সবাই জানে। ভাল সে কি করেছে ?

চৌকিদার	কয়েক বছর সময় পেলে সে নিজেকে শুধরে নিতে পারতো। কিন্তু সেটা দুর্ভিক্ষের জন্যই সম্ভব হয়নি। দুর্ভিক্ষ ঘাসের কচি শীষটি পর্যন্ত খেয়ে নিঃশেষ করেছে। গায়ের চামড়া টানটান হয়ে ঢোলের মত হয়ে গিয়েছে। ফোসকা-পড়া গরমে সব পুড়ে দগ্‌দগে ঘায়ের জন্ম দিয়েছে। এ অবস্থার মধ্যে মানুষ আর মানুষ থাকতে পারে না।

গোরখোদক — এ বছর দুর্ভিক্ষের দাপট অত্যন্ত বেশী। সবাই বলাবলি করছে এবার আর রক্ষা নেই, শুধু সময়ের ব্যাপার। দোয়া কর আমি যেন টিকে যাই, না হলে তোমাদের সবাইকে কবরে ঠিকভাবে শোয়াবে কে ?

ডাকপিয়ন — (ব্যাগ খুলতে লাগল) ভদ্র মহোদয়গণ, দয়া করে চুপ করুন। আমি আপনাদের একটা মজার খেলা দেখাচ্ছি। আমি একটা চিঠি বের করব। গভীরভাবে চিন্তা করুন এবং সততার সঙ্গে চেষ্টা করুন। আমি চিঠিটাকে দূর থেকে দেখাব এবং আপনাদের আন্দাজ করতে হবে এতে কী লেখা রয়েছে।

চৌকিদার — এই গোরখোদক, কাছে এসো। ওর কাছে সত্যিই মজার কিছু আছে। এই সুযোগে একবার দেখিয়ে দাও যে তুমি সত্যিই ওস্তাদ লোক।

গোরখোদক — যদি আমি ঠিক বলতে পারি ও কি পনেরো সেকেন্ড চুপ থাকবে ?

ডাকপিয়ন — তোমরা যা বলবে তাই করবো। এমন কি যে কোন উল্লুকের জন্যও নীরবতা অবলম্বন করব।

চৌকিদার — খামের রং আর কাগজের সুরভি থেকে কিছু সন্ধান-সূত্র পাওয়া যাবে।

[ ডাকপিয়ন একটা সাদা খাম বের করে দূর থেকে দেখায় এবং খামের মুখ ছিঁড়ে চিঠিটা বের করে ]

গোরখোদক — নিশ্চয় কোন নীরস চিঠি হবে, মানুষটা প্রেম করতো না।

চৌকিদার — ভদ্রলোক একজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী, এক ক্ষয়িষ্ণু সত্তা।

ডাকপিয়ন — ঠিক ধরেছ, আমি পড়ে শোনাচ্ছি।

গোরখোদক — বন্ধ কর এসব ভন্ডামি। একজনের ব্যক্তিগত ব্যাপার জানতে হবে, এর কী মানে আছে ? রসিকতার নামে এসব চলবে না।

ডাকপিয়ন — আমি একজন অভিজ্ঞ খানদানী ডাকপিয়ন, কোন চিঠিই আমি খুলবো না যতক্ষণ না এর সপক্ষে আমি জোরালো যুক্তি খুঁজে পাচ্ছি।

চৌকিদার — কিন্তু কি ন্যায়সঙ্গত যুক্তি তুমি পেয়েছ ? তুমি তার সম্বন্ধে কি জান ? তোমার সাথে কোনরকম আত্মীয়তা আছে ?

গোরখোদক জানি না কোন্ পাষণ্ড এই চিঠি লিখেছে আর কাকেই বা লিখেছে!

ডাকপিয়ন গতকাল এই সময়ে তার সাথে আমি কথা বলছিলাম। কিন্তু আজ আর সে নেই।

গোরখোদক কিন্তু ডাকপিয়ন তোমার থলের ভিতর আরও একতাড়া চিঠি আছে, আমাদের আর একটা সুযোগ দাও না কেন ভাই?

চৌকিদার তোমাকে এই চিঠিগুলো বিলি করতেই হবে। যাদের চিঠি তারা হয়তো পথ চেয়ে বসে আছে।

ডাকপিয়ন তুমি কি মনে কর আমি এতই দায়িত্বহীন! তাদের সুখী করার জন্যই সেই সকাল থেকে ঘুরে মরছি। আর এখন ঘোর সন্ধ্যা, কিন্তু শত চেষ্টা করে একজনকেও সুখী করা অসম্ভব।

চৌকিদার মিথ্যাবাদী!

ডাকপিয়ন বিশ্বাস কর। চিঠির প্রাপকদের একজনকেও আমি জীবিত পাইনি। সব সুন্দর নামগুলো হাটের লিস্ট থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। ওরা সব বিদায় নিয়েছে।

চৌকিদার আজকের ডাক এই?

ডাকপিয়ন না, এখনও লক্ষজন আছে, যারা কখনও কারো কাছ থেকে কিছুই পায়নি।

গোরখোদক ব্যাস, ব্যাস, এই চিঠিগুলো হলো তাদের, যারা এখনও পৃথিবীর আলো-বাতাসে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওগুলো আমাদের কাজে লাগতে পারে।

চৌকিদার বেশ তাহলে আমাদের মজার, নিদেনপক্ষে আধ্যাত্মিক কিছু শোনাও।

ডাকপিয়ন [খামের মুখ ছিঁড়ে] আমাকে কোন দোষ দিতে পারবে না। তোমাদের কপালের জোর দেখা যাক, কিন্তু এতেও না আছে দরদ না কোন সৌরভ।

চৌকিদার তোমার কপাল ভালো, তোমার মত গণ্ড মূর্খকে এখনও আমি সহ্য করছি—হাজার হলেও এখানে কোন বাধ্যবাধকতা নেই। এ মুহূর্তে আমি এ স্থান ত্যাগ করতে পারি।

গোরখোদক ভুলে যেয়ো না আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যে ঝগড়া করব না। সুতরাং এখানে যা কিছু ঘটছে সব কিছুকে সয়ে যাওয়া ছাড়া কোন উপায় নেই।

চৌকিদার [আত্মসমর্পণের ভঙ্গীতে] জীবনটা সর্বত্রই কঠিন—এখানে, ওখানে, অন্যখানে সবখানে। একে কঠিনতর করে লাভ কি? আমরা আর কিই বা করতে পারি? কল্পনাই আমাদের সম্বল, মানুষের জন্য এই যথেষ্ট। এটা নিতান্ত সত্য যে এ মুহূর্তে এ রাস্তায় দুজন বন্ধু ছাড়া আমার কেউ নেই। একজন মৃতের চিঠি বহন করছে। আর একজন মৃতকে শুইয়ে এসেছে মাটির নীচে। একজন ঠিকানা জানে, আর একজন জানে না। দুজনেই অসহায়।

গোরখোদক আমি মানি যে আমরা সবাই মাননীয়। যে অপমান তুমি আমাদের ভাগ করে দিয়েছ তা সমগ্র মানবতার অপমান! আমি হাত জোড় করে বলছি যদি আমার সঙ্গ তোমাদের ভাল না লাগে আমাকে যেতে দাও।

ডাকপিয়ন কোথায়?

চৌকিদার কেন?

গোরখোদক কেউ আমাকে ধরে রাখছে না তবে আমি কেন সেই গোরস্তানে ফিরে যাব, যেখানে কম্পিত মোমশিখা দস্যু বাতাসের সাথে সংগ্রামে মত্ত?

চৌকিদার যেখানে ঝিঁ ঝিঁ পোকা একঘেয়ে সুরে গান গায়। যেখানে ধূপবাতির ধোঁয়া মাটিকে ঘিরে রেখেছে।

ডাকপিয়ন যেখানে জীবনের সাড়া নেই। যেখানে সব উৎসাহ স্তিমিত। যেখানে শব-দেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রতি মুহূর্তে ঝরছে সময়ের বালু কণা।

চৌকিদার ভাল কিছু ঘটার যখন সম্ভাবনা নেই তখন দিকফলকগুলিই নাড়াচাড়া করা যাক। [মাইলপোস্টের দিকে এগিয়ে যায় এবং নাম ফলকগুলো বদলাতে থাকে।]

গোরখোদক যখন আর কিছু করার নেই, তখন এই হাড়গুলি নিয়েই খেলা করা যাক।
[হাড়ের বস্তা থেকে হাড় বের করতে থাকে।]

ডাকপিয়ন — হুঁ, মোটামুটি ভাল কিছু ঘটার যখন সম্ভাবনা নেই তখন আর একটা চিঠি পড়ি। [সে ব্যাগ থেকে আর একটা চিঠি বের করে] ব্যাস, দশ সেকেণ্ডের জন্য আমাদের চুপ থাকতে হবে। বল এক, বল দুই, বল তিন, বল চার।

[বড় ভাই ও ছোট ভাই একটি ঠেলাগাড়ীকে ঠেলে নিয়ে মঞ্চে প্রবেশ করে। মা গাড়ীর ওপরে বসা।]

বড় ভাই — যাক এখানে কিছু আশার আলো দেখতে পাচ্ছি। অন্তত এখানে মানুষের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল, হাত-পা ছেড়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করা যাক। আরে ওটা কি?

চৌকিদার — ওটা একটা মাইলপোস্ট। ওটা দেখে তুমি দূরত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে পারো। পথিক আর দূরত্ব নিয়ে আমার কারবার।

বড় ভাই — তুমি কি কোন রিলিফ কমিটির লোক? তা তুমি কোন্ প্রতিষ্ঠানের?

চৌকিদার — আমি রাজপথের চৌকিদার। এরা আমার প্রিয় বন্ধু। গোরখোদক আর ডাকপিয়ন, তুমি নিশ্চয় এদের দেখেছ।

বড় ভাই — [খুব ভালভাবে গোরখোদক ও ডাকপিয়নকে নিরীক্ষণ করে] না, আমি এদের কখনও দেখিনি। এদের কাউকে কোথাও দেখেছ বলে তোমাদের কারও কি মনে পড়ে?

ছোট ভাই — তুমি কোথায় আছ সেটা জানাই বড় কথা।

বড় ভাই — আমি জিজ্ঞেস করছি, এদের দেখেছ কিনা!

ছোট ভাই — আমার শুধু একটা জিনিসই মনে আছে সেটা হলো দীর্ঘ পথ, সেই কোন সকাল থেকে আমরা এই গাড়ীটাকে ঠেলে নিয়ে আসছি। অবশ্য এখন অন্য ব্যাপার। আমরা উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব পশ্চিম যে কোনো দিকে যেতে পারি, শুধু একটু মাথা খাটাতে হবে।

চৌকিদার — ভদ্রলোক একটি উত্তরই চান। হাঁ অথবা না।

ছোট ভাই — সঠিক পথ সম্বন্ধে আমি নিশ্চিত নই। দুর্ভাগ্যবশত অল্প কয়টি নামই আছে। বাধ্য হয়ে এর মধ্যে থেকেই খুঁজে বের করতে হবে।

চৌকিদার ওখানে তো বেশ কিছু নাম আছে।

ছোট ভাই ওতেই তো ব্যাপারটা আরও ঘোলাটে হয়েছে। ওখানে আরো অনেক বেশী নাম থাকা উচিত ছিল।

গোরখোদক এদের মাঝখান থেকেই তোমাকে বেছে নিতে হবে। অনেকটা ভৌতিক বলতে পার।

ছোট ভাই ভূত দিয়ে আমি কি করব? আমার সমস্যা হলো যৎসামান্য নিরাপত্তার জন্য আসল নামটি খুঁজে বের করা।

গোরখোদক আমি তোমাকে সর্বাধিক নিরাপত্তা দানের প্রতিজ্ঞা করছি।

বড় ভাই বড় ভাই এর ভূমিকায় নামার অধিকার কারও নেই। আমার ছোট ভাই-এর ভাল-মন্দ আমিই দেখব।

ছোট ভাই ঐ মাইলপোস্টে আরও কিছু নাম থাকা উচিত ছিল। তাহলে হয়তো আমি তোমাকে নির্ভুল উত্তর দেবার চেষ্টা করতাম। তুমি তো অনেক গ্রামের নাম ও তাদের অবস্থান সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। ওখানকার হালচাল সম্বন্ধে আমরা বিশেষ অবগত নই।

গোরখোদক চৌকিদারকে জিজ্ঞেস কর। সে হয়তো তোমাদের কিছু সাহায্য করতে পারবে।

বড় ভাই ঐ সব কাল্পনিক সাহায্যে আমি বিশ্বাস করি না, আমি চাই বাস্তব দৃষ্টান্ত।

চৌকিদার আমি তো বলেইছি আমরা তিনজন খুব অন্তরঙ্গ বন্ধু। তোমরা কি শুনতে পাচ্ছ না?

মা আমি নিশ্চিত এরা ওরা নয়। ওদের মতন নয়। এরা ভুয়া।

ডাকপিয়ন আপনি কী বলতে চান? আমি ডাকপিয়ন!

গোরখোদক আমি প্রকৃতই গোরখোদক।

চৌকিদার আমি অবশ্যই চৌকিদার।

মা কিন্তু আমি যাদের জানতাম, তোমরা তারা নও। শুধু ছায়া। তাদেরই বিকৃত প্রতিবিম্ব। আমরা সবাই বিগত দিনের প্রতিভু, একালের প্রেতাত্মা।

গোরখোদক ভূতকে আমি ভয় করি না। এই মাঠে যে লাশের স্তূপ গড়ে উঠেছে তার জন্য তো আমিই দায়ী। মৃত ব্যক্তি তার হাড়ের মূল্যেও বিকোয় না।

ছোট ভাই কোনটার মূল্য বেশী? হাড়ের না প্রেতাত্মার?

বড় ভাই আমাদের জন্য প্রেতাত্মার।

ছোট ভাই বেশ তাহলে ভূতের কথাই চিন্তা করা যাক।

বড় ভাই আমার আদুরে ভাইকে খুশী করার জন্যে তোমরা কি কোন সত্যিকার ভূতের গল্প বলতে পার?

ছোট ভাই আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। তবে যাবার আগে ভূতের কথা আরও কিছু শুনতে চাই।

চৌকিদার তুমি কখনও ভূত দেখেছ?

গোরখোদক ও নিয়ে মাথা ঘামাইনি।

ডাকপিয়ন বোধ হয় আমি - - - - - হ্যাঁ নিশ্চয়ই দেখেছি।

গোরখোদক তুমি নিজে দেখেছ না কেউ তোমায় বলেছে?

ডাকপিয়ন এক অন্ধকার রাত্রে আমি গোরস্থানের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিলাম। রাত তখন দু'টো'রও বেশী। শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলাম। নিঃসাড় ভ্যাপসা কালো রাত্রি।

গোরখোদক কোন্ গোরস্থান? গোরস্থানের ব্যাপার সব আমার নখদর্পণে।

চৌকিদার ঠিকই তো এখানে অনেকগুলি গোরস্থান আছে তার কোনটির কথা বলছ?

ছোট ভাই আমরা এ গ্রামের বাসিন্দা নই। দয়া করে এর অবস্থান, আবহাওয়া, লোকসংখ্যা সব কিছু সম্পর্কে ভালভাবে আমাদের বল।

বড় ভাই আর গল্পটা সুন্দর করে বল, আমার মাতো অনেকদিন গল্প বলা ছেড়ে দিয়েছেন।

মা তোমরা যদি সত্যিকারের ভূতের গল্প শুনতে চাও তবে আমার কাছে সরে এসো। মরা মানুষের গল্প তো যে কেউই বলতে পারে।

আমি জীবিতদের গল্প বলব। যারা এখনও প্রথম মৃত্যুর সুযোগ পায়নি।

চৌকিদার — যদি সে নাই মরলো তবে ভূত হলো কেমন করে ?

ছোট ভাই — কথাটা শুনতে বেশ যুক্তিসঙ্গতই মনে হচ্ছে।

ডাকপিয়ন — তুমি কি বিশ্বাস কর ভূত আছে ?

গোরখোদক — থাকতে পারে।

বড় ভাই — দেখ, তোমার যা খুশী তাই হতে পার, কিন্তু শুধু মৃত্যুর পরে আর যতক্ষণ বেঁচে আছ, তোমার কোন কামনাই পাখা মেলতে পারে না।

ছোট ভাই — কি মজা ! তাহলে অন্তত একবার স্বাধীনতা পাওয়া যায়।

ডাকপিয়ন — আমি নিশ্চিত, আমরা প্রত্যেকে নিজস্ব মতবাদে বিশ্বাসী, না হলে আমাদের বাঁচার কোন অর্থই হয় না।

চৌকিদার — আমি প্রার্থনা করি জীবনের রূপান্তর ঘটুক। বর্তমান অবস্থার উপর আমার বিরক্তি ধরে গেছে।

মা — আমরা কি খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারি ?

চৌকিদার — এতক্ষণে একটা কথার মত কথা বলেছেন।

মা — ধারে-কাছে কোথাও পানি আছে ? চৌকিদার এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারে।

চৌকিদার — কাছেই একটা দীঘি আছে, আমার সাথে আসুন। কিন্তু ভূতের কি হল ? আমাদের সাথে আর একজন কেউ গেলে ভাল হতো।

গোরখোদক — আমি অত্যন্ত আনন্দের সাথে যেতে রাজী আছি। ভয় করার মত কিছু নেই।

ডাকপিয়ন — স্তব্ধ অন্ধকার রাত্রি। গা ছমছম করছে। কিছুই বলা যায় না। আমিও তোমাদের সঙ্গে যাবো।

বড় ভাই — আমার ভয় করছে। চল, যাওয়া যাক।

ছোট ভাই — যদি কেউ অনুরোধ করে, তবেই আমি যেতে পারি। ঘুমে আমার পা জড়িয়ে আসছে। ভূতেরা নাকি ঘুমন্ত লোককে বিরক্ত করে না।

চৌকিদার — দয়া করে এক মিনিট অপেক্ষা কর। আমাকে নাম ফলকগুলো বদলাতে দাও। কে যেন আমাকে বলছে,—ওগুলো বদলাও। কোথায় যেন কি ঘটছে। এ এক অদ্ভুত রাত্রি। [সে একটি কি দুটি নাম ফলক খুব তাড়াতাড়ি বদলায়] সবাই হাতে হাত রেখে সোজা লাইনে দাঁড়াও। আর কোন ভয় নেই। আমরা এখন নিরাপদ। এবার আমার পিছু পিছু এসো।

[ যে কোন পরিচিত গানের লাইন গাইতে গাইতে বেরিয়ে যায় ]

## দ্বিতীয় দৃশ্য

[স্থান : রাস্তা। সময় : একই রাত্রি, কিছুক্ষণ পর। মঞ্চের আলো ঝাপসা, তবে খুব টিমটিমে নয়। মাইলপোস্টটি আগের জায়গা থেকে কিছুটা সরানো হয়েছে। ড.কাপিয়নের সাইকেলটি মঞ্চের অপর কোণে দাঁড় করানো। মঞ্চের বাইরে থেকে কড়া ঢোলের আওয়াজ শোনা গেল। আসলে আওয়াজটা কেরোসিনের টিন পেটানো আওয়াজ, হঠাৎ একজন লোক বোঁ বোঁ করে ঘুরতে ঘুরতে মঞ্চে প্রবেশ করলো। সে মঞ্চে দ্রুত দু'টি চক্কর কেটে এসে দর্শকদের সামনে দাঁড়ালো]

সঙ উপস্থিত সুধীবৃন্দ, আপনাদের সামনে হাজির হতে পেরেছি বলে আমি খুব আনন্দিত। বলতে পারেন এ আমার জন্য এক বিরাট সম্মান। অনেক দুঃখ-কষ্টের পর আমি মনস্থির করেছি। আর সেই জন্যই পেছনে ফেলে এসেছি এক দীর্ঘ পথ, ছেড়ে এসেছি আমার প্রিয় বন্ধুদের, যাদের নাম ইতিহাসের পাতায় সমুজ্জ্বল হয়ে থাকবে। সত্যি এক অদ্ভুত অর্থপূর্ণ এ যাত্রা। আমি নিশ্চিত, আপনারা আমাকে যত দেখবেন ততই হতাশ হবেন। তবে এই পৃথিবীতে সবাইকে খুশী করা অসম্ভব। [সে একটু পায়চারী করে মঞ্চের সামনের দিকে এসে দাঁড়ালো] ধরুন এই মাথা থেকে আপনি আজ রাতে রওয়ানা হয়ে আগামীকাল সন্ধ্যা নাগাদ ওখানে গিয়ে পেঁীছুলেন। কাজটা যুক্তিসঙ্গত হলেও হতে পারে। অলৌকিক বা বিস্ময়কর কিছু হবে না। [কিছুক্ষণ থেমে, দর্শকদের দিকে তাকিয়ে থাকে এবং গম্ভীর স্বরে বলে] আসুন আমরা অলৌকিকের জন্য অপেক্ষা করি। [সে তার বক্তৃতার ধারা বদলিয়ে ফেলে] গতির সার্থকতা সেখানেই যেখানে আছে উত্তেজনা। দু'মাইল পথ অতিক্রম করতে লেগেছে প্রায় এক মাস। এখন মনে হয়, ব্যাপারটা কিছুই না। কিন্তু সত্যি করে বলুন তো, পারবেন করতে আপনারা? আমি উত্তরের জন্য অপেক্ষা করবো না। [সে কেরোসিনের টিন বাজালো] সমবেত সুধীবৃন্দ একটু চুপ করুন, আমি আমার নাচ এখনই আরম্ভ করবো। এখানে নয়, ওখানে নয়, শূন্যে। আমি মহাশূন্যে নাচতে পারি,

দরিয়ায় নাচতে পারি, অগ্নিবলয়ে নাচতে পারি। আমি মুহূর্তের মধ্যে পাখী হয়ে দিগন্তে উড়ে যেতে পারি। আমি অনেক উঁচু থেকে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারি। আবার সাথে সাথে লাফিয়ে উঠে দু'শ মাইল দৌড়াতে পারি। ঠিক এইখানে, এই মুহূর্তে এক শ' চক্কর লাগাতে পারি। কিন্তু আমি কিছুই করবো না। কারণ আমি শোক পালন করছি। [সে ধীরে-সুস্থে কেরোসিনের টিন এমনভাবে বাজাতে লাগলো যেন শবযাত্রার বাদ্য]

এই বন্য বিশাল পৃথিবীতে সব জায়গায় নেমে আসুক সুখ, শান্তি, ভালবাসা। এমন খেলোয়াড় পৃথিবীতে আর আসবে না, এমন সুন্দর জানোয়ারও আর মিলবে না। কি অপূর্ব যোগাযোগ! হয় মানুষ পশু ছিল, নয় পশু মানুষ ছিল। কেউ কারো সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেনি। সবাই ছিল এক বিস্তৃত সাদা তাঁবুর নীচে। প্রথমে পশুগুলোকে খেয়ে নিল। তারপর যারা খেলা দেখাচ্ছিল তাদের আর সবার শেষে যারা খেলা দেখছিল ওদের। কোন্‌টা আগে কোন্‌টা পরে এ ব্যাপারে মাথা ঘামাবেন না। আসল কথা সেখানে কেউ কসরৎ দেখাবারও রইলো না, দেখবারও রইল না। বুঝতেই পারছেন, এমন এক থার্ড ক্লাস সার্কাসে আমি কাজ করতে পারি না। শত হলেও একজন পেশাদার সঙ-এর যথেষ্ট সম্মান আছে। আমি উত্তর থেকে দক্ষিণে ছুটে চলেছি। ও নিয়ে প্রশ্ন করবেন না। খাদ্য এক দুষ্প্রাপ্য জিনিস। আরে ওখানে দেখছি একটি সাইকেল। খুব ভাল, আমি শুধুমাত্র কয়েকটি কসরৎ দেখিয়ে প্রমাণ করতে চাই যে, সত্যি আমি উত্তর থেকে দক্ষিণে ছুটে চলেছি। [সে সাইকেলটিতে হাত দিল। কিন্তু চৌকিদার আর ডার্কাপয়ন মঞ্চে প্রবেশ করে তার হাত থেকে সাইকেলটি কেড়ে নিল।]

ডার্কাপয়ন — এভাবে সাইকেলটি নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার কোন মানে হয় না। তাছাড়া এটা তুমি বিক্রি করতে পারবে না।

চৌকিদার — অনেকদিন পর পেট ভরে খেলুম। সত্যি বুড়ো মার মনটা বড় ভাল। কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি তার অন্তিম কাল ঘনিয়ে আসছে। তিনি সম্পূর্ণ যুক্তিহীন কাজ কর্ম শুরু করেছেন।

ডার্কাপয়ন — কি বলতে চাও? আমাদের জন্য উনি যা করেছেন তার জন্য আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিৎ।

সঙ — তোমরা আমাকে সাংঘাতিক অপমান করেছ। আমি চোর নই।

চৌকিদার — ধন্যবাদ। সব রকমের লোকই আমি দেখেছি। কিন্তু এ চলবে না। বেঁচে থাকতে হলে আরও অনেক সাবধানী হতে হবে। কারণ খাদ্য সীমিত।

সঙ — তোমরা এতক্ষণ আমার পরিচয় জানতে চাওনি বলে আমি খুশী হয়েছি। আমি নিজেই নিজের পরিচয় দিচ্ছি।

চৌকিদার — তাড়াতাড়ি শেষ কর। আমরা একজনের অদ্ভুত উদারতার কথা গভীরভাবে ভাবছি।

সঙ — তার পরিচয় জানতে পারি কি ?

ডাকপিয়ন — তুমি তাকে চেন না, তাই তোমাকে বলে লাভ নেই।

চৌকিদার — ঘটনাচক্রে আমরা একজন অন্যজনকে চিনি। আপনারা শুনে রাখুন, সে যদি বলতে না চায় তবে আমিই বলব।

সঙ — এত বলাবলির কি আছে ? একদম কিছু না জেনেও আমি অনেক কিছু সম্বন্ধে গড়গড় করে বলে যেতে পারি।

চৌকিদার — একটি পরিবার। একদা যে গ্রাম ছিল সমৃদ্ধশালী সেখান থেকে পালিয়ে এসেছে ওরা। কিন্তু এখন বিশাল ধু ধু মরুভূমি। হাট-বাজারে নেই কোনো কলরব, ছায়ারা সব ঘুরে বেড়ায় সেখানে।

ডাকপিয়ন — তুমি কি একটা জিনিস লক্ষ্য করেছিলে ? মা এক লোকমাও মুখে দেননি। সব ছেলেদের খাইয়ে দিয়েছেন। শুধু মায়েরাই পারে এমন করতে।

চৌকিদার — উনি তো তোমাকে অনেক দিয়েছিলেন ?

সঙ — এসব খাওয়া-দাওয়ার কথা শুনে এই পরিবারটিকে দেখার জন্য আমার মন ছটফট করছে। চট করে বলতো, কোথায় ওদের সাথে দেখা করতে পারি ?

ডাকপিয়ন — তুমি বরং কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর। উনি এখনই এসে পড়বেন।

চৌকিদার — সময় নষ্ট করে লাভ নেই। তার চেয়ে বরং তুমি একটা গান গাও।

ডার্কপিয়ন দয়া করে একটা ভাটিয়ালী গান ধর। আরও ভাল হয় যদি গাইতে পার কোন বীর-গাঁথা।

চৌকিদার যত সব। একটা প্রেমের গান গাও। ঐতিহ্যবাহী হলে আরও ভাল হয়।

সঙ বেশ। কিন্তু আমাকে গায়কের স্বাধীনতা দিতে হবে। আমি আমার সবচেয়ে প্রিয় গান গাইব। এটা বানরদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়েছে। [সঙ বানরদের অনুকরণে অদ্ভুত শব্দ করতে আরম্ভ করে। চৌকিদার ও ডার্কপিয়ন চোখ বন্ধ করে গভীর মনোযোগের সাথে সেই কিচির-মিচির শুনতে থাকে। সম্পূর্ণ ভক্তি সহকারে সে পুনরায় বলতে আরম্ভ করে] বন্ধুগণ, এটা ছিল বন্দনা। আমি সব সময় বানরদের জন্যই প্রথমে তান ধরি। ওরাই হচ্ছে সবচেয়ে সম্মানী, জ্ঞানী আর উদাসীন। আমার গুণী বন্ধুরা, এখন আমি মানুষের জন্যে গাইব।

চৌকিদার আমি তোমার মনোভাবের প্রশংসা করি। একবার আমি এক ভব-ঘুরে বাজীকরকে দেখেছিলাম তখন আমি নেহাতই বালক। পরনে ছিল একখানা ছেঁড়া লুংগী আর হাতে একটা রংচটা টিনের তোরংগ—দেখলে তোমার বিশ্বাস হতো না যে এক সময় ওটার গায়ে ফুলের নকশা ছিল।

ডার্কপিয়ন কী ফুল ? স ধারণতঃ গোলাপ ফুলই হয়ে থাকে। আবার তিনটি ফুল এক সাথে। শিল্পী তার তুলি ঘেঁটিয়ে যতদূর সম্ভব বাঁকা করে নিয়ে আসে ফুলের ডাঁটা।

চৌকিদার মূর্খ কোথাকার, ওটা ছিল পদ্ম, জ্ঞানের চিহ্ন।

সঙ সত্যি বলতে কি, ওকে যাচাই করার সুযোগ আমার হয়নি। লোকের পায়ের ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখতে হয়েছে আমাকে। এক জোড়া নিবিড় বেদনার্ত চোখের কথা আমি কখনও ভুলতে পারি না, সেই চোখে ছিল অনেক ভাষা।

ডার্কপিয়ন (দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে) বাজিকরদের চোখ ব্যথাতুরই হয়।

চৌকিদার না বাজিকরদের নয়।

সঙ গাধা ! তাহলে নিশ্চয় বানরের।

চৌকিদার বানরটি আড়াআড়ি পা রেখে টিনের তোরংগটার উপর বসে ছিল। একবারের জন্যও চোখের পাতা ফেলেনি, তার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল বাজীকরের উপর। আর অনবরত ওর চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ছিল।

সঙ কিন্তু বাজীকর কী করছিল ?

চৌকিদার তার এক হাতে একটি বাঁশি আর অন্য হাতে এক প্যাকেট তাস। অনর্গল তার মুখ দিয়ে ছুটছে কথার ফুলঝুরি।

ডার্কাপয়ন বাজীকরদের ঝোলায় যে কত রঙ-বেরঙের কথা আর আষাঢ়ে গল্প থাকে।

চৌকিদার তার দিকে নজর দেওয়ার সময় আমার ছিল না। আমি কেবল দেখছিলাম বানরটিকে। সেই ব্যথিত চোখগুলি। আমার মনে হয় সে জানতো যে ফন্দিমার্কা বাজীকরের সব জারিজুরি ফাঁস হয়ে যাবে কিছুক্ষণের মধ্যেই। বানরটা জানতো জীবনের খেলায় বাজীকর হেরে গেছে।

সঙ বানরটা ওকে ছেড়ে আর একজন ভাল বাজিকর খুঁজে নিলেই পারতো।

চৌকিদার অনেক সময় ইচ্ছা থাকা সত্বেও সম্ভব হয় না। বানরটা ক্রমাগত পা বদল করছিল, কোন সময় ডান পা বাঁ পায়ের উপর কখনও বাঁ পা ডানের উপর। আমি বুঝতে পারছিলাম ওর নিঃশ্বাস আটকে আসছে। তবুও কি জেদ আর ধৈর্য। কখনও কর্তব্যে অবহেলা করেনি। ময়দান ছেড়ে যাবে না, এ বিষয়ে সে ছিলো দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সে যে একজনের সংগী। তাকে থাকতেই হবে।

ডার্কাপয়ন আমি যদি বানর হতাম তাহলে এর মর্ম বুঝতে পারতাম।

মা এ এক মহান রাত, আমার ছেলেরা যে পেট ভরে খেয়েছে এই আমার আনন্দ। আমার মনে হয়, এখন সব রাগ দুঃখ পানি হয়ে গেছে।

সঙ আমি আর চুপ করে থাকতে পারি না। আপনাকে কিছু পরামর্শ দেয়ার জন্য আমি অপেক্ষা করছিলাম। কিন্তু তার আগে আপনার আগমনবার্তা ঘোষণা করতে চাই। [জোরে টিন বাজায়]

সমবেত সুধীবৃন্দ এখানে আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে এ যুগের শ্রেষ্ঠ সঙ। আপনারা আমাকে কিছু কৌশল প্রদর্শন করতে অনুমতি দিন। আমি শিল্পীর আত্মমর্যাদার গর্ব নিয়ে কিছু রোজগার করতে চাই।

মা — এস বাছা, গায়ের বল ফেলে কোন লাভ নেই। আমি জানি তুমি কি চাও। এখনও আমাদের সাথে কিছু আছে। এই ছেলে, ওকে কিছু খেতে দাও।

বড় ভাই — মা, আমাদের সামান্য যা কিছু আছে তার উপর তুমি এমনি ভাগ বসাতে পার না। আমাদের ভবিষ্যৎ অজানা অন্ধকারে, যতক্ষণ না আমরা ঠিক গ্রামে গিয়ে পেঁছোচ্ছি। হয়তো বা সেখানে এখনও কিছু খাবার আছে। এসব আজেবাজে লোকদের কখনও আস্কারা দিতে নেই।

চৌকিদার — আমি কিছু বলতে চাই। একটু বুঝেশুনে কাজ করুন।

মা — লক্ষ লক্ষ লোক উপোস করছে। কিন্তু এই একজন এখান থেকে না খেয়ে যেতে পারে না। সে ঐ মুহূর্তে আমার কাছে ঠিক তোমাদের মতই আদরের। কখনও মায়ের চোখের সামনে ছেলে উপোস করতে পারে না।

ডার্কপিয়ন — তাই বলে লক্ষ ক্ষুধার্তকে আপনি খাওয়াতে পারেন না। আর দুর্ভিক্ষ তো এদেশ ছেড়ে কখনও নড়বে না। সে তার বিষদাঁত ঢুকিয়ে দিয়েছে আমাদের শিরায়, বিষ ছড়িয়ে দিয়েছে আমাদের রক্তে। শুধু দিন গোণা।

সঙ — আমার মনে হয় সে ঠিকই বলেছে। আপনি শুধু একবারের জন্য আমাকে খাইয়ে কি করবেন। আমি জানি এরপর থেকে আমাকে উপোসই দিতে হবে। আগের থেকে অভিজ্ঞতা—মন্দ কি। তারপর ধীরে ধীরে সয়ে যাবে।

চৌকিদার — এদেশে হাসি-কান্না সবই বৃথা। আমাদের শ্যামলী বাংলা মা। মনে হয় বহুদিন আগে সে একবার ভুল করে হেসেছিল আর তখন থেকেই বিষাক্ত কুষ্ঠ পোকা তার হাড় কুরে কুরে খেতে শুরু করেছে। এ হল তার হাসির মাসুল। সে রক্তবীজ বিস্তার করে চলেছে শতাব্দী ধরে প্রতিদিন পলে পলে, তিলে তিলে। সে এখন

হাসতে ভয় পায়। ভয়াবহ দুঃখের ইতিহাস বাড়বে বলে। হয়তো আরো সাংঘাতিক মরণবান লুকিয়ে আছে।

সঙ অনেক সময় হাসি অসুস্থ করে তোলে উপলব্ধি করলে কেউ আর হাসতে পারে না। আমার এই দীর্ঘ চলার পথে কত অগুণতি লাশ পেছনে ফেলে এসেছি তার ইয়ত্তা নেই। কেবল একটা কাজেই লেগেছে লাশগুলো—সব শকুনীর খোরাক হয়েছে। অসহ্য।

মা এত সহজে ভেঙে পড়ো না বাছারা। হাসরের দিন সবাই আমরা জেগে উঠবো। বিধাতাকে সব ইতিহাস জানাব। সেদিন বেশী দূরে নয়।

বড় ভাই এমনিতেই অনেক দেরী হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ জিরিয়ে নিলে ভাল হয়। আমি ছোট ভাইকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি। তুমি বরং এখানেই বিশ্রাম কর। আমি জানি চৌকিদার আর পিয়ন তোমার কাছে থাকবে।

সঙ মহাশয়ও থাকবেন অবশ্য। কাল খুব ভোরেই আমাদের রওয়ানা হতে হবে। (বড় ভাই ও ছোট ভাই কারও কাছ থেকে বিদায় না নিয়েই বেরিয়ে গেল।)

মা আমি তোমাকে অনুরোধ করছি কিছু খাও।

সঙ ধন্যবাদ, এখানে আমি কিছুই খাব না। এ আমার প্রতিবাদ।

ডাকপিয়ন মা আপনি গাড়ির কাছে যান। আমরা এখান থেকে চোখ রাখব। খানিক বিশ্রাম করে নিন। সামনে দীর্ঘ কঠিন পথ।

চৌকিদার এস হে আমরা বরং এখানে বিশ্রাম করি। মাকে একলা থাকতে দাও।

[ সকলে নিজের নিজের জায়গা দখল করল, মা গাড়ির পেছনে দৃষ্টির অন্তরালে চলে গেলেন ]

চৌকিদার এস বন্ধুরা আকাশ ঝলসে সূর্য ওঠার আগে খানিকটা আরাম করে নিই। কেউ গল্প বলতে পার ?

ডাকপিয়ন আমি একটা খুব মজার গল্প জানি।

সঙ এটা আমার পেশা। যদি তোমরা শুনতে চাও তাহলে রাজা-রাণী

আর রাজপুত্র-রাজকন্যার অপূর্ব সব প্রেমের কাহিনী শোনাতে পারি।

ডার্কপিয়ন এক গেঁয়ো জোলাকে আমি জানতাম। পরে সে এমন চালাক হয়ে গেল যে পুরো গ্রাম ওর কাছে ঠকেছে।

চৌকিদার কেউ কি আমাদের কচ্ছপ আর খরগোশের গল্প শোনাতে পারে ?

সঙ ওটা একটা মিথ্যা, অসম্ভব রকম মিথ্যা গল্প।

ডার্কপিয়ন তুমি কি বলতে চাও ও ধরনের দৌড় প্রতিযোগিতা কখনও হয়নি ?

চৌকিদার তুমি কি বলতে চাও কচ্ছপ আর খরগোশ বাংলাদেশে নেই ?

ডার্কপিয়ন তুমি কি মনে কর ওরা লোপ পেয়ে গেছে ?

চৌকিদার আমি বাজি রেখে বলতে পারি খরগোশ কচ্ছপের কাছে নাজেহাল হয়েছিল ?

সঙ কে বলেছে যে কচ্ছপ খরগোশকে হারিয়েছে ?

ডার্কপিয়ন বলেছেন গুণী ব্যক্তিরা।

চৌকিদার আর সে জন্যই তো ওটা আমাদের পাঠ্য করা হয়েছে।

সঙ ভদ্র মহোদয়েরা আমি আপনাদের সৌভাগ্য কামনা করছি। আপনারা জেনে নিন কচ্ছপ কখনও খরগোশকে হারাতে পারে না। এটা ষোল আনা মিথ্যা।

চৌকিদার তাহলে এত যত্নের সাথে এ মিথ্যাটা কেন আমাদের শেখান হয়েছিল ?

ডার্কপিনয় আমার ধারণা ছোটবেলার সব গল্পই ছেলেভোলানো কাহিনী।

[ মঞ্চের এক কোণ থেকে আর্ত চিৎকার শোনা গেল। মা প্রলাপ বকতে লাগলেন। সবাই ভয় পেয়ে গেল, কিন্তু বাইরে প্রকাশ করল না ]

চৌকিদার কে ওখানে ? চৌকিদারকে ভয় খাওয়ানো অত সোজা নয়। এগিয়ে এস।

সঙ মা এটা কিন্তু ভাল না। আপনি কিন্তু আমার ভাত মারার চেষ্টা করবেন না।

[ আবার সেই ভয়ার্ত চিৎকার শোনা গেল ]

ডার্কপিয়ন   এ মেয়েলোকটি সত্যিই অদ্ভুত। উনি কি চেষ্টা করছেন? আমরা জানি দুর্ভিক্ষ বেশ কর্মিৎকর্মা।

[মা ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে লাগলেন ও অনবরত বিড়বিড় করে বকতে লাগলেন।]

চৌকিদার   মা, মাগো। দয়া করে আমাদের বলুন কেন আপনি অমন করছেন? কেউতো নিজের মেহমানদের এমন আদর করে খাইয়ে কষ্ট দেয় না। তাছাড়া আপনি বড় বড় দু'ছেলের মা। ওরাও আপনার জন্য লজ্জা পাবে।

সঙ   আমি কাঁদলেই আমার মা সব সময় রাগ করতেন।

চৌকিদার   তিনি কি সত্যিই কাঁদছেন? তার দিকে লক্ষ্য কর। তাঁর চোখে কেমন অদ্ভুত দৃষ্টি।

[মা সংগোপনে এগিয়ে এলেন। যেন কেউ উপর থেকে তার কার্যকলাপ নিরীক্ষণ করছে। তার মুখ আকাশের দিকে। কেমন বিমোহিত ভাব]

মা   আমি দুঃখিত বাছারা! এটা এখানেই ঘটলো। আর উপায় নেই।

চৌকিদার   আপনি অসহায় নন। আমরা এত লোক রয়েছি যদি দরকার হয় আপনার জন্য প্রাণ দিতে পিছপা হবো না, কী হয়েছে আমাদের বলুন।

মা   কারও সাহায্য আমি চাই না। কাজটা আমাকে একাই শেষ করতে হবে। বেশী সময় আমার হাতে নেই। ভোরও হয়ে আসছে।

ডার্কপিয়ন   কাজের জন্য আমরা সবাই প্রস্তুত। দয়া করে আমায় বলুন; আমি ঝড়ের গতিতে সাইকেলে বেরিয়ে পড়ব।

চৌকিদার   যৌবনে খুব ভাল দৌড়বাজ ছিলাম। আমি আমার সে যোগ্যতা প্রমাণ করতে চাই।

মা   আমার জন্য কাউকে কিছু করতে হবে না। এ কাজের দায়িত্ব বর্তেছে আমার উপর। আমাকেই করতে হবে।

[বড় ভাই ও ছোট ভাই দ্রুত মঞ্চে প্রবেশ করল]

বড় ভাই   কি ব্যাপার? আমরা ভয়ানক একটা চিৎকার শুনতে পেলাম। কে চিৎকার করেছে?

ছোট ভাই — আমিও বেশ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু আমি এর কারণটা জানতে চাই।

চৌকিদার — কেন বোকারা দেখতে পাও না? তোমাদের মা কেমন অদ্ভুত আচরণ করছেন।

বড় ভাই — তোমার কি হয়েছে মা? তোমার পায়ে পড়ি বল। আমি তোমার বড় ছেলে। জানার অধিকার আমার নিশ্চয় আছে। আমি তোমাকে রক্ষা করব।

ছোট ভাই — যদি কেউ তোমায় অপমান করে থাকে, খোদার কসম খেয়ে বলছি, আমি এর প্রতিশোধ নেবই।

বড় ভাই — আমি কখনও আমার কাজে গাফিলতি করিনি। আমাকে বল আমার মায়ের প্রতি কি অন্যায় করা হয়েছে?

ছোট ভাই — এখন আমি যথেষ্ট বড় হয়েছি। কথাটা তুমি গোপনে বলতে চাও, এই তো, চল ও পুকুরটার ধারে যাই।

বড় ভাই — চুপ কর গদর্ভ কাঁহাকার। তোর অনর্থক বকবকানি শুনে আমার মেজাজ খিচড়ে যাচ্ছে। এটা একটা ইয়ার্কীর ব্যাপার নয়। দেখছিস না মাকে কেমন অস্বাভাবিক লাগছে।

ছোট ভাই — আমাকে এত বোকা ঠাওরাচ্ছ কেন? আমি জানি মা তোমাকে কিছু বলবেন না। তুমি কি জান না, উনি তোমাকে একটুও পছন্দ করেন না।

চৌকিদার — তোমরা ঝগড়া না করে সঠিক ব্যাপারটা ওঁর কাছ থেকে জেনে নিচ্ছ না কেন?

ছোট ভাই — আমি জানি উনি তোমাকে একটি কথাও বলবেন না।

বড় ভাই — তুমি কি বুঝতে পারছ না আমাদের সময় খুব খারাপ যাচ্ছে? অতীত ঘাটার সময় এটা নয়। তোমরাই ব্যাপারটাকে প্যাঁচালো করে তুলছ। ওঁর কি হয়েছে আমার বের করতেই হবে। তাকে দেখতে কেমন জীর্ণ মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে বহু দূরে হারিয়ে গেছেন। কিছু একটা ভর করেছে যেন।

ছোট ভাই — যখন উনি বলতেই চাচ্ছেন না তখন তুমি জানবে কি করে? মা আমাকে বলেছিলেন তুমি জন্মের পর থেকে একদিনের জন্যও তাকে

স্বস্তি দাওনি। তুমি তাঁর সারা বছরের জমানো টাকা চুরি করে ইচ্ছামত উড়িয়েছ। তিনি চেয়েছিলেন তুমি পড়াশুনা করে মানুষ হও। চেয়েছিলেন তুমি রোজগার করে তাকে এক টুকরো জমি কিনে দাও। চেয়েছিলেন তুমি বিয়ে কর, তোমার ছেলেপিলে হোক। তাকে সুখী করার জন্য তুমি কি করেছ ?

সঙ — আমরা কিন্তু একটা পারিবারিক কলহ উপভোগ করছি।

মা — এটা খুবই পরিষ্কার। এতে কোন সন্দেহ নেই। আমি দিব্য-চোখে দেখেছি। সে আদেশ জানতেই হবে। হাজারও বুভুক্ষু মানুষের হাহাকার।

ছোট ভাই — উনি তোমাকে ঘৃণা করেন, তোমার ছায়ায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। মা কখনো গ্রাম ছেড়ে আসতে চায়নি। কিন্তু তুমি ভীতু, তুমিই ওঁকে আসতে বাধ্য করেছ। মৃত্যুর ভয়ে তুমি পালিয়েছ। তুমি সেই মরণ তামাশা দেখতে ভয় পেয়েছ। পিঁপড়ে আর কাঁকড়া-বিছে শুকনো হাড় কুরে কুরে খাচ্ছিল। কংকালের তাণ্ডব তুমি দেখতে চাওনি। প্রাণভয়ে স্বার্থপরের মত চলে এসেছ গ্রাম ছেড়ে।

বড় ভাই — তুমিও তো থাকনি। আমার পিছু পিছু পালিয়ে এসেছ। কেন ? আমার মনে হয় তোমারও সাহসে কুলোয়নি।

ছোট ভাই — হ্যাঁ, সে শুধু মায়ের জন্য। আমাকে তার সঙ্গে থাকতে হবে। মা আমাকে প্রায় বলতেন, আমরা হয়তো এমনি করে একদিন গাড়ীর মুখ ঘুরিয়ে নিজের গ্রামে ফিরে যাব। যে গ্রামে আমরা থাকতাম সে গ্রামেই হবে তার কবর, যেখানে একদিন তিনি সুন্দর জীবনের স্বপ্ন দেখেছিলেন, যেখানে অপূর্ব বিস্ময়ে দেখেছিলেন রংধনু, যেখানে নতুন ঋতু আগমনী গেয়েছিলো তার কানে, যেখানে শুনেছিলেন কলহাস্যময় নদীর কলকল্লোল, যেখানে তিনি নিবিড় স্বপ্ন দেখতেন নীড়ে ফিরে আসা পাখীর ঝাঁক, যে পল্লীর বধূ হয়ে এসেছিলেন তিনি একদিন, যেখানে তিনি প্রাণভরে বরণ করেছিলেন তার মনের মানুষকে—সে হাতেই একদিন চাপ চাপ কঠিন বোবা মাটির নীচে শুইয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু তুমি তাকে সব আশা থেকে বঞ্চিত করেছ। তোমাকে হয়তো কেউ গালাগালি করবে না, কিন্তু মনে মনে সবাই জানে তুমি কি !

মা — কেউ আমাকে রুখতে পারবে না। আমি আমার কর্তব্য পালন করব। এই একমাত্র সুযোগ। আমি নিরুপায়।

**চৌকিদার** ব্যাপারটা কি ? দয়া করে আমাদের বলুন। আপনার ছেলেরা আস্ত গদর্ভ। এ অবস্থায় কখনও কাউকে আমি ঝগড়া করতে দেখিনি।

**সঙ** আমরা কেবল টিকে থাকার জন্য লড়াই করছি। দুর্ভিক্ষ নিশ্চয় এ গ্রামটিকেও গ্রাস করতে চলেছে। হতে পারে এখানেই আমাদের গোর তৈরী হবে। দুর্ভিক্ষ না আসা পর্যন্ত আমরা এখানে অসীম ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করব। তারপর দুর্ভিক্ষ এসে দেখবে আমাদের জীর্ণশীর্ণ শরীরগুলো। এটা অবশ্যম্ভাবী। এ সংগ্রাম নিশ্চিত। এখানে, ওখানে, সবখানে। এ শুধু পালার ব্যাপার। কেউ রক্ষা করতে পারবে না। প্রলয় নাচের মাঝখানে এসে আমরা দাঁড়িয়েছি। এখানে মমতা নেই, যুক্তি নেই, বিচার নেই, কিছুই নেই। এই চরম সত্য।

**মা** হাতে বেশী সময় নেই। আমার সব সন্তানের কাছে আমাকে এবার বলতেই হবে, বলতে হবে অভাগা দেশের কোটি সন্তানের কাছে। যদিও আমার বুক ভেঙে যাচ্ছে, তবুও আমাকে এ কাজ করতে হবে। কাজটা ভয়াবহ, তবু পবিত্র।

**বড় ভাই** কি কাজ ? আমাকে বল। আমি জানি তোমাকে আমি সুখী করতে পারিনি, আমি স্বার্থপর, আমাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে দাও। হুকুম কর।

**মা** কারও সাহায্য আমার লাগবে না। এ জীবনের বোঝা আমাকেই বয়ে বেড়াতে হবে। আমার ছেলেরা কেউ এর অংশীদার হতে পারে না। আমি একটা স্বপ্ন দেখেছি।

**সঙ** স্বপ্ন—কিসের স্বপ্ন ?

**মা** একটা মৃদু আওয়াজ যেন বহুদূর থেকে ভেসে আসছিল হাওয়ার পালকিতে চড়ে। আওয়াজটা খুব বেশী পরিষ্কার ছিল না। আবার খুব একটা অস্পষ্টও ছিল না। হঠাৎ মনে হল দিগন্তে যেন কাকে দেখতে পেলাম। একটা স্বর্গীয় দ্যুতি, যেন সারা দিগন্ত ভূমিকে ছেয়ে ফেলল। আমার শরীর ধীরে ধীরে স্নিগ্ধ শীতল হয়ে যেতে লাগল। মনে হল যেন গোলাপজল দিয়ে গোসল সেরে উঠলাম। তার মুখ আমি স্পষ্ট দেখতে পাইনি। তার পরনে ছিল শ্বেতশুভ্র পোশাক—লম্বা ধবধবে সাদা দাড়ি, অপরূপ

দীপ্তিময় কপাল আর মায়াভরা দুটি চোখ নিয়ে তিনি তার কথা শুনতে আমাকে অনুরোধ করলেন। আমি এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলাম, কিন্তু আমার শরীর পাথরের মত ভারী মনে হল। তার পর দেখলাম আকাশে লাখো পাখী ডানা মেলে উড়ে বেড়াচ্ছে। তাদের সবার সোনার পাখা আর মুক্তোর ঠোঁট। কণ্ঠে তাদের আনন্দ-আশার গান। মিলনের গান। আমি দূর থেকে মৃদু ভেসে হাত তালি আর বিবাহ বাসরের ঢোলের আওয়াজ শুনছিলাম। আর সেই দিব্যপুরুষ এক খণ্ড মেঘের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন। এগিয়ে এলেন আমার খুব কাছে। আমি তার নিঃশ্বাস, তার তসবি, তাঁকে, তাঁর সব কিছুকে অনুভব করছিলাম।

সবাই — ভালো দেখেছেন। খুউব ভালো।

মা — তার শান্ত-উদার সান্নিধ্য আমাকে মহান করে তুলেছিল। আমি জানতাম, তিনি আমাকে ও আমাদের সবাইকে সাহায্য করবেন।

বড় ভাই — উনি কি বললেন?

মা — তিনি জানতেন আমরা গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছি। তিনি বললেন, "এ দুর্ভিক্ষ ফসলের, এ দুর্ভিক্ষ আত্মার।" আকাশে, বাতাসে, দিকে দিকে প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো ফসলের দুর্ভিক্ষ—আত্মার দুর্ভিক্ষ। আমি আকাশের দিকে তাকালাম। দেবদূতেরা আনন্দের গান গেয়ে উঠল। ঈশান কোণে পুঞ্জ পুঞ্জ কালো মেঘ। একটি আর একটির পেছনে তাড়া করে ছুটছিল। সাগরের গর্জন। একটি কণ্ঠ—দুটি আওয়াজ। ফসল-আত্মা। তাঁকে বুঝিয়ে বলতে অনুরোধ করলাম। আমি তো কিছুই বুঝতে পারিনি। হঠাৎ তাঁর মুখের রেখা কঠিন হয়ে উঠল। চোখে দপ দপ করে আগুন জ্বলতে লাগল। প্রশ্ন করলেন, "তুমি কি দুনিয়ার কোটি বুভুক্ষু শিশুকে বাঁচাতে চাও? তুমি কি দেখতে চাও না অসুস্থ রুগ্ন মানুষেরা বেঁচে উঠুক? লক্ষ লক্ষ মা তোমার দিকে আশা তাকিয়ে আছে। তুমি কি চাও না বাংলা আবার সুখী ও আনন্দ-মুখর হয়ে উঠুক? তুমি কি আবার শুনতে চাও মাঝি, চাষী, জেলের প্রাণ মাতানো গান? তুমি কি চাও দুর্ভিক্ষ আমাদের দেশ ছেড়ে জন্মের মত চলে যাক? সকল দুঃখ ঘুচে যাক, লক্ষ মানুষের রঙিন হাসিতে দিগন্ত আবার সজীব হয়ে উঠুক?"

| | |
|---|---|
| সঙ | এমন পুরুষের দেখা পেয়েছেন, সত্যি আপনি ভাগ্যবান। মাটির মানুষকে বাঁচাবার মহান দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে আপনার উপরে। |
| বড় ভাই | তোমার জন্য আমার গর্ব হচ্ছে। আমাকে এর ভাগ থেকে বঞ্চিত করো না। এই জীবনের সবচেয়ে বড় সুযোগ। |
| মা | যখন আমি শুনলাম লক্ষ লক্ষ সন্তানের কথা, আমি যেন এক সাথে দেখতে পেলাম বাংলার সব মায়েদের। পরিশ্রান্ত, অসহায় ক্ষত-বিক্ষত তাদের মুখ। আমি তোমাকে, ওকে, সকলকে দেখতে পেলাম। সবখানে দেখতে পেলাম আমার ক্ষুধার্ত শিশুদের মুখ। দেখতে পেলাম তাদের কীট জর্জরিত আত্মা। দেখলাম কংকাল-সার বাংলা মাকে, পরনে ছেঁড়া কাপড়, উদভ্রান্তের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে। |
| বড় ভাই | আমাদের বল তার আদেশ। এক মুহূর্ত দেরী না করে এখনই বেরিয়ে পড়ব। |
| মা | "তুমি উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য তোমার ছেলেকে উৎসর্গ করবে। বাংলা মাকে তার নামের গৌরব দান করবে। একটা বড় ছোরা দিয়ে তোমার ছেলেকে কোরবানী কর। ফিনকি দিয়ে উছলে পড়া রক্ত লাখো লাখো মানুষের পাপকে ধুয়ে দেবে। একজনের ত্যাগে ঋণ শোধ হবে হাজারো মানুষের—মুক্ত হবে ওরা।" বেদনায় আর আশায় ভরা ছিল তাঁর কণ্ঠ। আমি অনুভব করছিলাম তাঁর অন্তরের কান্না। সবকিছুই ঝাপসা মনে হচ্ছিল আমার। মৃদু বাতাস আমার গায়ে হাত বুলাচ্ছিল আর আমাকে জড়িয়ে দিচ্ছিল। দেখলাম আমাকে ঘিরে আছে সহস্র মুখ, তারা ভিক্ষা চাচ্ছিল, তারা আঁকড়ে ধরার জন্য বাড়িয়ে দিচ্ছিল তাদের কালো হাড্ডি-সার বাহু আমার দিকে। হঠাৎ এক অদ্ভুত অনুভূতির সাড়া পেলাম আমার সত্তায়। গায়ে পেলাম ভীষণ জোর। চিৎকার করে বলে উঠলাম—আমি আমার ছেলেকে উৎসর্গ করবো। হঠাৎ সেই দিব্যপুরুষ হাওয়ার বেগে সরে পড়লেন। মিলিয়ে গেলেন ঘন মেঘের আড়ালে। চারদিক হঠাৎ শান্ত হয়ে পড়ল—নিথর নিস্তব্ধ। সব দিকে ছড়িয়ে রইলো একটা মধুর স্বর্গীয় গন্ধ। |
| সবাই | ভালো দেখেছেন। খুউব ভালো। |

সঙ এ এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা। মনে হচ্ছে আমার জীবনেরও একটা অর্থ আছে।

মা তোমরা সবাই আমাকে সাহায্য কর। বিনা বাধায় আমাকে আমার কাজ করতে দাও। মনে রাখবে, আমরা এ কাজ করতে যাচ্ছি সমগ্র মানবতার জন্যে, মানুষের উন্নতি ও ভবিষ্যতের জন্যে। সবার উপরে আমাদের মা বাংলার জন্যে।

বড় ভাই কোন্ ছেলে ? আমাকে বল কোন্ ছেলে ?

ছোট ভাই উত্তর দাও কোন ছেলে ? বড় ভাই ?

সঙ কে সে ভাগ্যবান আমরা জানতে চাই।

চৌকিদার এস তাকে আমরা শ্রদ্ধা জানাই।

ডাকপিয়ন ধন্য এ মা যে মা বাংলার মুখে হাসি ফোটাবার জন্য নিজের সন্তানকে বিনা দ্বিধায় কোরবানী করে—আমরা চিরদিনের জন্য দুর্ভিক্ষের হাত থেকে মুক্তি পেতে চলেছি।

সঙ সেই ছেলের নাম জানতে চাই যাকে আমি বাংলার লাখো বুভুক্ষু মানুষের পক্ষ থেকে জানাব আমাদের শ্রদ্ধা, গভীর ভালবাসা ও সহস্র অভিনন্দন।

চৌকিদার এস আমরা সবাই জানাই তাকে সালাম। বিধাতার কাছে তাঁর দয়ার জন্য প্রার্থনা করি। এদেশে নেমে আসুক আবার সুখ-শান্তি, ভালবাসা চিরকালের জন্যে।

## তৃতীয় দৃশ্য

স্থান ঃ রাস্তা

সময় ঃ পরের দিন ভোরবেলা

[ চৌকিদার, গোরখোদক ও সঙ মঞ্চের বিভিন্ন কোণে দাঁড়িয়ে আছে। ডাকপিয়ন তার সাইকেলের কাছে দাঁড়ানো। কেউই নড়াচড়া করছে না। চারিদিক নিস্তব্ধ। ডাকপিয়ন তার সাইকেলের ঘণ্টা বাজিয়ে চলেছে। সঙ আস্তে আস্তে এগিয়ে আসে এবং ডাকপিয়নের পাশে এসে দাঁড়ায়। ]

ডাকপিয়ন [একবার ঘণ্টা বাজাল] ট্রিং।

সঙ [একবার টিন বাজাল] ট্রাম।

ডাকপিয়ন [দু'বার ঘণ্টা বাজাল] ট্রিং, ট্রিং।

সঙ [দু'বার টিন পেটাল] ট্রাম, ট্রাম।

[ ডাকপিয়ন ও সঙের জন্যে এটা একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক আহ্বান। যে-রকম আওয়াজই একজনে করছে অন্যজনে সেই রকমই পালটা উত্তর দিচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যে পুরো ব্যাপারটা একটা হুলস্থুল গণ্ডগোলে পর্যবসিত হল ]

চৌকিদার চু---প করুন। ভদ্র মহোদয়েরা আমি সম্পূর্ণ হতাশ হয়েছি। এ ধরনের একটা প্রতিক্রিয়া আমি আশা করিনি।

ডাকপিয়ন আমি কিন্তু এর মধ্যে যেতে চাইনি একমাত্র সঙই মানুষকে বিচ্ছিরি-ভাবে নকল করে।

সঙ নকল আমি করি না।

ডাকপিয়ন এতে এমন কিছু নেই। ঘটনাচক্রে আওয়াজটা আমার ভাল লেগেছে।

সঙ গাধা, তুমি হয়তো তোমার সপক্ষে একটা দর্শনও জুড়ে দিতে পারতে।

ডার্কপিয়ন কিন্তু এতে যে দর্শন কিছু নেই।

চৌকিদার তোমাদের এক কণা কাণ্ডজ্ঞানও নেই। ঐ দুটো গাধা হয়তো এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারত। এমন সুবর্ণ সুযোগটা তাদের ছাড়া উচিত হয়নি।

ডার্কপিয়ন ছোট ভাইটি যে দুর্বল এতে কোনই সন্দেহ নেই। কোন অসুবিধায় পড়লে, সে দু-চারটা মনস্তাত্ত্বিক কারণ খাড়া করবেই।

সঙ আমি অত্যন্ত মনোযোগের সাথে পশুদের মনস্তত্ত্ব অধ্যয়ন করেছি। একটি লোহার খাঁচা। তাতে রয়েছে ডজন খানেক রয়েল বেঙ্গল টাইগার। ক্ষুধার্ত বাঘের হাঁ-য়ের মধ্যে যখন আমি আমার মাথাটা ঢুকিয়ে দিতাম—তখন মনস্তত্ত্বের মার-প্যাঁচই হতো আমার একমাত্র অস্ত্র।

চৌকিদার তুমি তো বাপু সার্কাসে সাংঘাতিক সব কাজ করতে। আমি তো ভেবেছিলাম সেখানে ভাঁড়ামিই করতে।

ডার্কপিয়ন কি সব বাজে বকছ! এ ধরনের বিরাট কাজ করার জন্য তাদের নিশ্চয়ই অন্য লোক ছিল। সঙকে টানতে যাবে কেন?

সঙ এমনি বিপদের মুখে ঠেলে দেওয়ার জন্য তুমি সঙ-এর চেয়ে আর ভাল লোক কোথায় পাবে। যে গরম লালা আমার চোখ, মুখ ও নাকের উপর দিয়ে গড়িয়ে পড়ত তার কথা ভাবতেও আমার হাত-পা হিম হয়ে আসে।

গোরখোদক দেখতে কিন্তু তোমাকে তেমন জোয়ান মনে হয় না। বাঘগুলিকে তুমি বাগ মানাতে কি করে?

চৌকিদার এ কাজে মনের জোরেরই দরকার বেশী।

গোরখোদক কিন্তু কথা হল, আমাদের মনের কথা কি ওরা বুঝতে পারে? ওরা এখনও নিশ্চয় জঙ্গলের নিয়ম-কানুন মেনে চলে।

সঙ এ সব পশুদের ধীরে ধীরে জীবনের উপর দারুণ বিতৃষ্ণা জন্মেছে। ওরা এখন ওদের ভাইদের আর উদরসাৎ করে না।

গোরখোদক কেন?

সঙ — অতি সোজা কথা। স্বজাতির উপর অত্যাচার করা সভ্যতা নয়। ওদের পুরো জাতটাই মানুষের শত্রু।

চৌকিদার — তাহলে কি তুমি বলতে চাও মানুষ জাতটাকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার জন্যই ওরা উঠে পড়ে লেগেছে!

ডাকপিয়ন — কখনও না। এ ভুল কথা। মানুষই মানুষকে ধ্বংস করছে। এ প্রক্রিয়া মন্থর। কিন্তু শীগগীরই কতগুলো জোরদার প্রক্রিয়া ব্যবহৃত হতে চলেছে।

গোরখোদক — আমার মনে হয় বাঘদের হতাশ করার এইই একমাত্র উপায়।

সঙ — বর্তমানে সম্ভাবনাটা খুব উজ্জ্বল নয়। এ আমি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি। এর চেয়ে বরং দর্শকদের কথা ভাবা যাক।

ডাকপিয়ন — দর্শকদের কথা আবার ভাববে কি? তারা কোন দিকেই নেই। ওরা নিরীহ মানুষ।

সঙ — বেশ স্বীকার করলাম। যারা আমাকে উদ্বিগ্ন হয়ে বাঘের খাঁচায় দেখতো, তাদের আসল উদ্দেশ্য আমি কখনও জানতে পারিনি। প্রথমে কাঁসার ব্যাণ্ডে মান্ধাতার আমলের সুর বাজতো, এর পর সবচেয়ে নামজাদা সঙ খালি গায়ে দেখা দিতো। মাথা ঝুঁকিয়ে অভিবাদন জানিয়ে বুক টান করে বাঘের খাঁচায় ঢুকে পড়ত। ঢুকেই বাঘদের হুকুম করতো সোজা হয়ে দাঁড়াও। দুদ্দাড় শব্দে বেজে উঠতো ঢোলগুলি। আমি এগিয়ে যেতাম, হাতগুলো টান টান করে দাঁড়াতাম। তারপর থুতনিটা উপরে তুলে আমার পুরো মাথাটাই চালান করে দিতাম সবচেয়ে হিংস্র বাঘের মুখে। গোটা কাজটা করতে কয়েক সেকেণ্ডের বেশী সময় লাগত না। প্রতিটি মুহূর্তই ছিল এক একটি অভিজ্ঞতা। তারপর হঠাৎ করে আমি আমার মাথা বের করে আনতাম আর সারা খাঁচাটার মধ্যে খুশীতে লাফিয়ে বেড়াতাম। ট্রামপেটে বেজে উঠত জোরালো সুর আর ধড়াম ধড়াম করে পেটানো হতো ড্রাম। চতুর্দিকে কড়া হাত-তালি। ঝকমকে আলোতে অন্ধ হয়ে যেতাম। বুঝতে পারতাম আমার খেলা শেষ। সফল হয়েছি আমি।

গোরখোদক — কিন্তু হাততালি কেন? এটা তো একটা ভয়ানক খেলা।

ডাকপিয়ন — আমার মনে হয় ওরা নিরাশ হতো।

চৌকিদার — ব্যাস, আমি আর কিছু শুনতে চাই না। তিনবার সাবাস, সত্যি এ এক দারুণ খেলা।

সকলে — হিপ হিপ হুররো হিপ হিপ হুররো হিপ হিপ হুররো।

চৌকিদার — তোমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে আমি ধন্য।

ডাকপিয়ন — বাস্তবিক এ এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা।

সঙ — ব্যাপারটাকে আমি কিছুটা ঘোলাটে করে ফেলেছি। তার কিছুটা সংশোধন আমাকে করতে দাও। সত্যি বলতে কি, এতক্ষণ ধরে আমি মিথ্যে বলছিলাম।

ডাকপিয়ন — মানে? কি বলতে চাও তুমি?

চৌকিদার — সত্য-মিথ্যা আমরা বেশ বুঝতে পারি। এক রত্তি মিথ্যাও এর মধ্যে নেই।

ডাকপিয়ন — ভাই চৌকিদার, তুমি যে একটি গর্দভ তাতে কোন সন্দেহ নেই। আসল কথা হচ্ছে সম্মান। সে আমাদের অপমান করার চেষ্টা করেছে।

ডাকপিয়ন — আমি এক সম্মানিত ডাকপিয়ন। ফাঁদে আটকা পড়েছি আমি।

গোরখোদক — আমি এক সৎ গোরখোদক, তবু মক্কেলদের সঙ্গে রয়েছি আমি।

চৌকিদার — আমি এক সাধারণ চৌকিদার, দিন-রাত কাষ্ঠদণ্ড বয়ে চলেছি আমি। আরো ভালো কিছু ঘটার যখন সম্ভাবনা নেই, আমার মনে হয় এগুলো বদলে দেওয়াই উচিত। [সে মাইলপোস্টের কাছে গেল এবং নামফলকগুলে বদলাল।] এখন চাঁদপুর হলো এদিকে, নারায়ণগঞ্জ ওদিকে আর সুন্দরবন সোজা ওদিকে চলে গেছে।

ডাকপিয়ন — কিন্তু সুন্দরবন ওদিকে নয়।

চৌকিদার — ধুত্তুর। [সে নাম-ফলকটি খুলে ফেলল এবং অন্যদিকে লাগিয়ে দিল।] আশা করি এবার তোমরা সবাই খুশী।

সঙ — ঠিক আছে।

ডাকপিয়ন — কিন্তু তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ না এই দিক নির্দেশগুলো ভ্রান্তি-জনক?

চৌকিদার কোন দিকগুলি।

ডার্কপিয়ন তুমি পথ-যাত্রীদের ধ্বংসের পথে নিয়ে যাবে। বিশেষ করে যারা দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকালয় থেকে নিরাপদ জায়গার উদ্দেশ্যে ছুটে পালাচ্ছে। তারা হয়তো এমনি করে চক্কর খেয়ে খেয়ে মরবে, তারপর দেখবে যেখান থেকে রওয়ানা হয়েছিল তারই কাছাকাছি কোনো জায়গায় ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। শুধুমাত্র কিছুক্ষণ সময় নষ্ট করা আর হয়রানিই সার হবে।

গোরখোদক ধর, আমি চাঁদপুর যেতে চাই, কোন পথে আমার যাওয়া উচিত ?

চৌকিদার ও অসম্ভব। চাঁদপুর তুমি যেতে পার না।

সঙ কেন ? পথটা কি বিপদসঙ্কুল ?

চৌকিদার বাজে বকো না। আমাদের ফেলে তোমার যাওয়া চলবে না। তাছাড়া আমরা এক বিরাট আবিষ্কারের পথে আছি।

সঙ ধরা যাক------

চৌকিদার এখানে ধরাধরির কোন অবকাশ নেই। সবকিছুই সংক্ষিপ্ত, যথাযথ, নির্ধারিত ও সুনির্দিষ্ট।

গোরখোদক ধরাধরি ছাড়া আমার চলে না।

চৌকিদার আর সে জন্যেই আমি মাইলপোস্ট বহন করে চলেছি।

সঙ তাহলে ওগুলোকে ঠিক করে সাজাও। নিজের ভুল সংশোধন কর। চাঁদপুর, নারায়ণগঞ্জ, টাঙ্গাইল, সুন্দরবন সব জায়গা ঠিক ঠিক মত দেখাও। হ্যাঁ সুন্দরবন।

গোরখোদক কিন্তু সুন্দরবনকে টানছ কেন ? সুন্দরবন থেকে তো আমরা অনেক দূরে।

ডার্কপিয়ন তোমার কি কোন শ্রদ্ধা নেই দূরত্বের প্রতি, নামের প্রতি ?

চৌকিদার হ্যাঁ আছে। অগাধ, প্রগাঢ়, নির্মল, প্রশান্ত, দোনলা, দুকোণা, স্বচ্ছ, গভীর।

সঙ হ্যাঁ গভীর, আমি জানি সুন্দরবন একটি গভীর বন, এক সমৃদ্ধশালী সংরক্ষিত অরণ্য, বহন করছে এক উন্নত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, যা দেশে আনতে পারে শান্তি ও সুবিচার।

গোরখোদক তাই যদি সত্য হয় তবে মাইলপোস্টে সুন্দরবনের নাম নেই কেন ? জবাব দাও ?

চৌকিদার অবিশ্বাস্য। ওটা খোয়া যাবে কেন ?

ডার্কপিয়ন সুন্দরবনের নাম থাকবে না কেন ?

সঙ কাউকে তুমি সন্দেহ কর ?

গোরখোদক আমার মনে হয় কেউ ইচ্ছা করে আমাদের অস্তিত্ব মুছে ফেলার চেষ্টা করছে।

ডার্কপিয়ন কি করে ? আমরা তো সাবাড় হয়ে গিয়েছি।

চৌকিদার না, এখনও কিছু আশা আছে। আমি একটা নূতন ফলক লিখে ওখানে লাগিয়ে দেব।

ডার্কপিয়ন যদিও শ্রেষ্ঠ ক্রীড়াবিদ ও তেলেসমাতি যাদুকরেরা সুন্দরবনে জন্ম নিয়েছে, তবুও এর থাকা না থাকায় আমাদের কিছু আসে যায় না।

সঙ তোমাকে নিয়ে কোন আশাই নেই, আমি বলছিলাম শান্তি আর সুবিচারের কথা।

চৌকিদার জন্ম দিয়েছে কবি, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক।

গোরখোদক এই সুন্দরবন কিছুই দিতে পারে না, দেয়নি, দেবেও না।

চৌকিদার অসম্ভব। ওটা যদি এতই গুরুত্বহীন হবে তবে নামফলকটি খোয়া যাবে কেন ?

ডার্কপিয়ন সে নামটিকে আমাদের পেতেই হবে। হয়তো আমরা কখনও সেখানে পেঁছিব না—আমাদের ব্যাকুলতা, আমাদের আকাঙ্ক্ষা আমাদের জিইয়ে রাখবে।

গোরখোদক আমরা জানি জায়গাটা আছে এবং আমাদের মাইলপোস্টেই চিহ্নিত আছে। কোন একদিন, আমরা অঙ্গারে পরিণত হওয়ার আগে সেখানে পেঁছিনোর হয়তো একটা সম্ভাবনা আছে।

সঙ ঠিক কোন্ দিকে সুন্দরবন আমি নিশ্চিত নই। কেউ কি এ ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করতে পারে ?

চৌকিদার — আমার তিলমাত্র ধারণাও নেই।

গোরখোদক — তাহলে ব্যাপারটা আমাদের জন্য সোজা হয়ে আসছে। কেউই জানে না সুন্দরবন কোন দিকে।

ডার্কপিয়ন — এ দেখছি এক দারুণ শোকাবহ ব্যাপার। আমরা সাংঘাতিক বিপর্যয়ের মধ্যে আছি।

গোরখোদক — একে আর সোজা করা যাবে না। আমরা শেষ হয়ে গেছি। এস আমরা আমাদের পরাজয় উদযাপন করি।

চৌকিদার — ওতে শুধু মানবতারই অপমান হবে।

সঙ — যদি তোমরা খেলার নিয়ম মেনে চলতে রাজী থাক, তবে আমার একটি পথ জানা আছে।

চৌকিদার — কি, জলদি বল। আমি ক্ষেপে যেতে পারি।

সঙ — কেউ কি আমাকে একটা লাল রুমাল দিতে পার ?

চৌকিদার — আমার একটা গামছা আছে ওতে কি চলবে ?

গোরখোদক — তাড়াতাড়ি গামছাটা ওর হাতে দাও।

সঙ — আমি এই জমকালো ঐতিহাসিক গামছাটা দিয়ে তোমার চোখ বাঁধব।

চৌকিদার — ওটা গাধামি। আমি কিছুই দেখতে পাব না। আমাকে অন্ধ বানিয়ে কি লাভ ?

ডার্কপিয়ন — পরিষ্কার দেখে তোমার কি লাভটাই হচ্ছে ? কি মহান স্মৃতি-সৌধ তুমি তৈরী করতে পেরেছে ? আল্লার দোহাই কিছুক্ষণের জন্য অন্ধ বনে যাও।

গোরখোদক — এটা যদি মানবতার খাতিরে হয় তবে আমি প্রস্তুত।

ডার্কপিয়ন — দয়া করে আমাকে অন্ধ বানাও। এই রঙিন, দুর্বার আকর্ষণীয় যুক্তিহীন পৃথিবীকে ঢের দেখা হয়ে গেছে।

সঙ — আমি বলি, আমরা সবাই নিজে নিজেই অন্ধ হচ্ছি না কেন ? এস আমরা সবাই অন্ধ বনে যাই। ঐ গাড়ীটা থেকে কিছু বের করে আন।

একটি নামফলক, ধরা যাক সুন্দরবন, ঐ মাইলপোস্টে লাগাবার জন্যে আমরা প্রত্যেকে চোখ বেঁধে পালাক্রমে চেষ্টা করব, যে দিকে বেশী লোক দিকফলক লাগাবে সেই হবে সুন্দরবনের পথ নির্দেশ, সমগ্র মানবতার জন্য, সকল অনাগত কালের জন্য।

চৌকিদার	ঝটপট কর। জলদি এস। [ওরা সবাই গাড়ীটার কাছে যায়, গাড়ীর বিভিন্ন কোণ থেকে নানাবিধ টুকরা-টাক্‌রা টেনে বের করে। একজন কি দুজন কাপড়ের টুকরো খুঁজে পায়]

সঙ	বন্ধ কর। বন্ধ কর। ভদ্রমহোদয়েরা। আমি আপনাদের সাহায্য চাই।

চৌকিদার	যে কোনো বিপর্যয় থেকে তোমাদের রক্ষা করব।

ডার্কাপয়ন	আমার জান কবুল।

সঙ	গাড়ীটার মুখ ঘুরিয়ে দিলেই হয়। এই পথে এসেছিল তারা। এখন যদি আমরা ওটার অবস্থান পাল্টে দি ওরা জানতেও পারবে না। চৌকিদার, এর মধ্যে তুমি তো মাইলপোস্টার বেশ জগাখিচুড়ি বানিয়েছ।

ডার্কাপয়ন	মানুষকে মাইলপোস্টের উপর নির্ভর করতেই হবে। অস্তিত্বের সীমাচিহ্ন নিয়ে কেউ কখনও আপত্তি জানাতে পারে না।

সঙ	কাজেই আমরা যদি গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে দিই, তাহলে সামনেটা পেছনে যাবে, পেছনটা আসবে সামনে।

চৌকিদার	সঙ, তাহলে শুরু করা যাক।

[ওরা সবাই মিলে গাড়ীটাকে টেনে এনে মুখ ঘুরিয়ে দিল। এখন গাড়ীটিকে উইংগস-এর দিকে মুখ ঘোরানো অবস্থায় দেখা যাবে। অর্থাৎ যে দিক দিয়ে ঢুকেছিল সে দিকেই আবার গাড়ীর মুখ দেখা যাবে।]

সঙ	বেশ হয়েছে। এখন যদি ওরা রওয়ানা হয় তবে যে গ্রাম থেকে এসেছিল ঠিক সেখানেই ওরা ফিরে যাবে।

ডার্কাপয়ন	ওদের আরও হকচকিয়ে দেওয়ার জন্যে গ্রামের দৃশ্য এর মধ্যে নিশ্চয় বেশ কিছুটা বদলে গেছে।

চৌকিদার	মাইলপোস্টটাকে আমি ঠিক আগের জায়গায় স্থাপন করতে চাই। যেখানে ওরা এটাকে প্রথম দেখেছিল।

গোরখোদক ওটা আমি আনব।

[ সে মাইলপোস্টটিকে বহন করে আনে এবং ওটাকে ঠেলাগাড়ীর কাছে দাঁড় করায়। তারপর স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ে। ]

চৌকিদার এখন থেকে মাইলের শুরু হবে এখান থেকেই। তোমাদের কারো কোনো আপত্তি আছে?

ডাকপিয়ন এ নিয়ে যদি কোনো মতান্তর ঘটে, তবে এ মুহূর্তে আমি এ স্থান ত্যাগ করব।

সঙ গামছাটা কোথায়? ওটা আমাকে দাও। জনাবেরা এখন চোখ বেঁধে ফেলুন। প্রতারণা করে যে বিশেষ লাভ নেই সেটা সবারই জানা।

[ ডাকপিয়ন ক্রমাগত ঘণ্টা বাজাতে থাকে। সঙও ক্রমাগত টিন পেটাতে থাকে। বেশ গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়। এ সময়ের মধ্যে চৌকিদার গোরখোদকের এবং গোরখোদক চৌকিদারের চোখ বেঁধে ফেলে এবং কানামাছি ভোঁ ভোঁ বলে চেঁচাতে থাকে। তার পর ধীরে ধীরে গণ্ডগোল শান্ত হয়ে আসে। ]

ডাকপিয়ন ওরা কী করছে?

সঙ মুক্তির আনন্দ উপভোগ করছে ওরা।

ডাকপিয়ন ওরা ভাগ্যবান।

চৌকিদার আমাকে ফলকটি দাও। আমি সুন্দরবন খুঁজে বের করব।

গোরখোদক আমার উপস্থিতি ভুলে যেও না।
[ হঠাৎ মা ছুটে মঞ্চে প্রবেশ করে ]

মা আমার সন্তানেরা কোথায়? আমার লক্ষ্মী মানিকেরা? ওদের আমি কখনও বৃষ্টি-বাদলাতে খেলতে দিইনি। ছোট ছেলেটি আবার জন্ম থেকেই দুর্বল। তোমরা নিশ্চয়ই সেটা জান।

সঙ আমি আরও একটু বেশী জানি। আমাদের আর কোন ঘোড়ার ডিমেরও আশা নেই। অনন্তকাল ধরে আপনার ছেলেরা ছুটা-ছুটি করছে। কেন, আল্লাই জানেন।

চৌকিদার আমি মাইলপোস্টটি খুঁজে পাচ্ছি না। সামান্য সন্ধানসূত্র আমাকে দাও।

| | |
|---|---|
| গোরখোদক | কেউ তোমাকে সাহায্য করতে পারে না। মুক্তির জন্যে চড়ামাশুল তোমাকে দিতে হবে। |
| মা | আমি সব জায়গায় ওদের খুঁজে এসেছি, পাচ্ছি না। আমার স্বপ্নের কি হবে? বাংলার সন্তানেরা কি মুক্তি পাবে না? আর কখনও কি ফসল কাটার নাচ হবে না, ভাটিয়ালী গান হবে না, হবে না বিবাহ বাসর? |
| ডাকপিয়ন | হবে, কিন্তু এখানে নয়। অন্য কোথাও। হয়তো যেখানে অবস্থা আরও খারাপ। |
| চৌকিদার | [চোখ থেকে গামছা খুলে ফেলে] ছেলেরা কোথায়? কতক্ষণ আর আমাদের অপেক্ষা করতে হবে? |
| গোরখোদক | আমি দ্রুত ধৈর্য হারিয়ে ফেলছি। |
| মা | ওরা সামান্য কিছু পরামর্শের জন্য তোমাদের সামনেই বেরিয়ে যায়। কিছুক্ষণ পরেই আমি ওদের খুঁজতে বের হই। কোথাও ওদের পেলাম না। আমাকে ওরা একলা ফেলে যেতে পারে না। আমি যে পথ-ঘাট চিনি না। এখন সকাল হয়েছে। ওদের অবশ্যই ফিরে আসা উচিত! হাতে সময় বেশী নেই। ওরা জানে লক্ষ লক্ষ সন্তানের জন্য এ ব্রত আমাকে পালন করতেই হবে। |
| সঙ | আমাদের বেঁচে থাকার জন্য ওদের আসতেই হবে। |
| ডাকপিয়ন | আশা করি একদিন মানুষের দায়িত্বজ্ঞান বেড়ে যাবে। ওরা জানে ওদের মায়ের জন্য এটা কত গুরুত্বপূর্ণ। |
| চৌকিদার | আমার কী হবে? মাইলপোস্টেরই বা কী হবে? |
| গোরখোদক | সত্যি হতভাগাদের জন্য দুঃখ হয়। |

[ দুই ভাই প্রবেশ করে। দুজনেই বিভ্রান্ত কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ]

| | |
|---|---|
| চৌকিদার | আল্লার কি মেহেরবানী। ইতিহাস শ্রদ্ধার সাথে আমার সময়কে মনে রাখবে। কেউ লিখবে—এক জটিল শতাব্দীতে সবচেয়ে সাহসী লোকেরা বাস করত। সীমাহীন সমুদ্রে যারা পাল তুলেছিল, সে সব ঘোড়সওয়ারেরা যারা ঘোড়া ছুটিয়েছিলো উদ্বেল তরঙ্গমালায় এক গাঢ় কুয়াশাচ্ছন্ন রাত্রিতে, যেখানে সূর্যোদয়ের প্রায় কোন আশাই ছিলো না। |

ডার্কপিয়ন — তোমাদের প্রত্যাবর্তনের জন্য আমি ব্যক্তিগতভাবে কৃতজ্ঞ। আমি নিজেকে উৎসর্গ করার জন্য প্রায় মনস্থির করে ফেলেছিলাম।

বড় ভাই — আমরা আমাদের ব্যবহারের জন্য লজ্জিত নই। একথা সত্যি যে আমরা পালিয়ে যেতে চেয়েছিলাম, যে দিক দু'চোখ যায়। দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া থেকে, মহামারী থেকে, ক্ষুধার তাড়না থেকে।

ছোট ভাই — আমরা ভেবেছিলাম পরের গ্রামে, পরের গলিতে, অন্য শহরে বা অন্য মোড়ে অবস্থা কিছুটা ভাল হবে। কিন্তু এ বর্ণনাতীত। এদেশ হতাশার দেশ, কল্পনার দেশ, রূপকথার এ দেশ।

ডার্কপিয়ন — তোমরা নিশ্চয় উত্তর দিকে গিয়েছিলে? অন্য কোন রাস্তা ধরলে হয়তো তোমরা একটু ভাল অবস্থার সন্ধান পেতে।

বড় ভাই — এখানে কোন উত্তর নেই, দক্ষিণ নেই। পূর্ব, পশ্চিম, ঈশান, নৈর্ঋত সবই সমান। এক বিস্তীর্ণ মরুভূমি শুধু। এখানে কোনো কিছুই অংকুরিত হতে পারে না, কেউ এখানে নিশ্বাস নিতে পারে না, কিছুই এখানে প্রস্ফুটিত হতে পারে না।

সঙ — মরীচিকা এখানে সযত্নে লালিত এক সম্পদ। তাকেই আঁকড়ে ধরা যাক।

ডার্কপিয়ন — তোমার বেঁচে থাকা তখনই হবে অর্থপূর্ণ, যখন তুমি নিজেকে উৎসর্গ করবে।

বড় ভাই — এতে আর কোন সন্দেহ নেই। মাকে এখন তাঁর নির্ধারিত কাজ শুরু করতে দাও।

[ছোট ভাই গাড়ীর কাছে যায় এবং একটি ছুরি বের করে নিয়ে আসে]

ছোট ভাই — এই যে মা, ধরো। আমি, আমি তোমাকে সুখী করব। আমি তোমার চোখের জল মুছে দেব, ধরণীকে পাপমুক্ত করব।

মা — আমি সুখী। আমি গর্বিত।

চৌকিদার — কি ভাগ্যবান পরিবার।

সঙ — তোমরা কি ব্যাপারটা ভালভাবে চিন্তা করেছ? মানুষকে হত্যা করা সাংঘাতিক ব্যাপার। আমি দেশের আইনের তোয়াক্কা করি না। কিন্তু এক মুহূর্তের জন্য ভেবে দেখ। নিজ হাতে নিজ সন্তানকে উনি কি ক'রে হত্যা করবেন!

মা — স্বপ্নে আমি নির্দেশ পেয়েছি, সেটা পবিত্র। আমি জানি উনি একজন দরবেশ।

সঙ — ঠিক, আমি এর সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করছি না। কিন্তু একজন পুণ্যাত্মা পুরুষ কিভাবে একটি জীবন কোরবানী করতে বলেন, আর সেটাও মানুষের ?

মা — এই প্রথমবারের মত কোন মানুষ উৎসর্গ হতে যাচ্ছেনা। অতীতেও এ ঘটেছে।

চৌকিদার — আমি বুঝতে পারছি কিসের প্রতি আপনি ইঙ্গিত করছেন। হ্যাঁ লক্ষ বছর আগেও মনোনীত ব্যক্তিকে তার সবচেয়ে প্রিয় বস্তু, একমাত্র সন্তানকে উৎসর্গ করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তারপর থেকে সবকিছু অনেক বদলে গেছে।

মা — এ কাজ করতেই হবে। এটা পবিত্র।

বড় ভাই — ওদের কথা শুনো না। নিজেকে তৈরী করো। আমি প্রস্তুত।

ছোট ভাই — তুমি যদি খুশী হও, তাহলে আমাকে দিয়েই শুরু করো। এর চেয়ে বেশী কাম্য আমার কিছু নেই।

সঙ — লক্ষ বছর আগে ছেলে ছিল একটি। আপনার ছেলে দুটি। এর মধ্যে কে বেশি প্রিয় ? কাকে আপনি উৎসর্গ করতে যাচ্ছেন ? স্বপ্নে দরবেশ তো আপনাকে কোন নির্দিষ্ট নাম বলেননি।

বড় ভাই — আচ্ছা মা, উনি কি আমার কথা বলেন নি ?

ছোট ভাই — কখনও না। আমি বেশী প্রিয়। মাকে খুশী করতে আমি প্রস্তুত।

চৌকিদার — অবশ্য আপনি একটি ছেলেকেই উৎসর্গ করতে যাচ্ছেন। আপনি নিশ্চিতরূপে জানেন না যে কে সমৃদ্ধি আনবে, কে দুর্ভিক্ষকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে লক্ষ যোজন দূরে দিগন্ত পার করে। যে কোন ভুল পদক্ষেপই আমাদের ধ্বংস আনবে। নির্দোষীর রক্তপাত ক'রে আপনি কখনও বেহেশতে যাওয়ার আশা করতে পারেন না। আপনি নাম জিজ্ঞাসা করলেন না কেন ? কোন্ সন্তানের রক্ত আমাদের মুক্তি আনবে ?

**সঙ** — বিধাতা লক্ষ লক্ষ বছর আগে পীর-দরবেশ, পুণ্যাত্মা ও পয়গম্বরদের জন্য সবকিছু সহজতর করে দিয়েছিলেন। কিন্তু এখন এটা

হচ্ছে সার্কাসে দোলন দণ্ডের খেলা দেখানোর মত। চোখ ধাঁধিয়ে দেওয়া আলো, কান ফাটিয়ে দেওয়া হাততালি এবং কয়েক কোটি দর্শক।

মা — তাঁকে এখন কি করে আমি জিজ্ঞেস করি? কি করে স্বপ্ন সৃষ্টি করতে হয় আমি জানি না। আমি জানি না কাকে উৎসর্গ করতে হবে। কোথায় খুঁজে পাব সে দরবেশকে?

সঙ — আপনার মনে যখন সন্দেহ আছে তখন এ ধরনের চূড়ান্ত পদক্ষেপ নেবেন না। আমরা গোলকধাঁধার মধ্যে আছি। প্রকৃতি আমাদের ভীত সন্ত্রস্ত দেখতে মজা পায়, দুঃখ দেখে উল্লাসে মাতে।

মা — আমাকে বল কি করা যায়। আমি আমার সন্তানদের ভালবাসি। আমি মাটির সন্তানদের ভালবাসি। আমি মা। আমি ব্যথা অনুভব করি, যন্ত্রণা বুঝতে পারি। সে উজ্জ্বল হাসি একদিন ফুটে উঠবে তা আমি কল্পনায় দেখতে পাই। কিন্তু এতো অসহায় আমি! কেন উনি পরিষ্কার করে নামটি বললেন না?

[ মা পড়ে গিয়ে গাড়ীর চাকা ধরে ফেললেন ]

বড় ভাই — আমার ভাইদের জন্য নিজেকে আমি বলি দিতে প্রস্তুত। এখানে কি করছি আমরা? আমরা কি অলৌকিকের জন্য অপেক্ষা করছি?

ছোট ভাই — অলৌকিকই একমাত্র আশা। আমরা চেষ্টা করেছি এবং ব্যর্থ হয়েছি।

সঙ — মোদ্দা গল্পটাই এই।

গোরখোদক — মা, আপনি চেষ্টা করছেন না কেন? হতে পারে অলৌকিক ব্যাপারটা আবারও ঘটবে।

চৌকিদার — ওরা দু'ভাই প্রস্তুত। আমাদের সময় নষ্ট করা উচিত নয়।

সঙ — তোমরা কি এখনও অলৌকিকের প্রত্যাশা করো? শুনেছি থলেটা শূন্য, হয়তো বা সামান্য কিছু আছে। লক্ষ লক্ষ বছর বিধাতা খই মুড়ির মত খরচ করেছেন। এখন বেশী কিছুর আশা করতে পার না। তাছাড়া অলৌকিক কাণ্ডের পুনরাবৃত্তি হয় না। এক অলৌকিকের মধ্যে আমরা তো বিরাজ করছিই। অভিযোগটা কি?

গোরখোদক	উনি নামটা বললেন না কেন? অসহায় মানুষকে নিয়ে কেন এ অমানুষিক খেলা?

ডার্কপিয়ন	অনন্তকাল ধরে এই খেলা চলছে।

মা	এস, বাছারা আমার কাছে বস, আমাকে তোমাদের মুখ দেখতে দাও।

বড় ভাই	আমরা কোথায় যাব? কি করব? কোন আশাই কি আমাদের নেই?

ছোট ভাই	এখান থেকে আমরা এক চুলও নড়ব না। সেই দরবেশকে এখানে আসতেই হবে। উনি এভাবে আমাদের এড়িয়ে যেতে পারেন না।

গোরখোদক	কোন কিছু সম্বন্ধে আমাদের আলোচনা করার দরকার নেই। কারো মূল্য আমরা নির্ধারণ করব না। আশা, ক্রোধ, দুখ, ক্ষুধা। ও সবের কথা একদম চিন্তা করারই দরকার নেই, না, কোন কিছু সম্বন্ধেই নয়। কোন সাহায্য ছাড়াই জীবনকে চলতে হবে। কারণ এটাকে চলতেই হবে যে। ঐ যথেষ্ট।

সঙ	আকাশ রং বদলাবে প্রতি সকালে, প্রতি বিকেলে, বিবেচনা না করেই। অবশ্যই হবে ঋতুর পালাবদল। নতুন ফুল ফুটবে কাল ঝরে যাওয়ার জন্য, ওরাই জানে কেন। সব কিছুর জন্য আমি কৃতজ্ঞ।

চৌকিদার	এ দুর্ভিক্ষ কখনও আমাদের ছাড়বে না। লক্ষ লক্ষ বছর আগে সে তার উল্লাসময় জয়যাত্রা শুরু করেছে। সে লুকিয়ে থাকে, জড় অবস্থায় কালাতিপাত করে, ভূগর্ভে বিচরণ করে নিজের খুশীমত। আমাদের আশা জাগে। ঠিক সেই মুহূর্তেই ড্রাগন তার উষ্ণ নিশ্বাস আছড়ে দেয়, প্রজ্বলিত অগ্নিদাহ পৃথিবীর গায়ে ফোস্কা ফেলে দেয়। দৈবাৎ যারা বেঁচে যায় তারা লেগে যায় নীড় বাঁধার চেষ্টায়। একবার স্থান নির্ধারিত হয়ে গেলেই অজগর তার তন্দ্রা থেকে নড়ে ওঠে। কোনো বাঁচোয়া নেই। দেহ-মন প্রতি মুহূর্তে আতঙ্কিত। তবুও আমি আমার মাইলপোস্ট বদলাতে থাকব। আমার একমাত্র উদ্ভাবিত খেলা যা দিয়ে আমার খেয়াল চরিতার্থ করতে হবে।

ডার্কাপিয়ন আমি নামফলকগুলি বদলাতে চাই।

গোরখোদক ও কাজটা আমি আগে করতে চাই।

সঙ খুব দেরী হয়ে যাওয়ার আগে সত্য কথাটা আমি তোমাদের বলতে চাই।

বড় ভাই আমি গ্রামে ফিরে যেতে চাই।

মা আমি সেই ফকিরের জন্য অনন্তকাল ধরে অপেক্ষা করব।

ছোট ভাই আমি এগিয়ে যেতে চাই, যেখানেই হোক। পরোয়া করি না।

চৌকিদার এস, একটা শিক্ষা দেওয়া যাক।

ডার্কাপিয়ন কাকে? অপরাধী কে? আমরা কি তাকে পেয়েছি?

গোরখোদক কে আমাদের খেলা ভেঙে দিয়েছে?

সঙ তোমাদের আমি সত্যি কথাটা বলছি। আমি একজন সাধারণ সঙ।

চৌকিদার এই মাইলপোস্ট। একে খণ্ডবিখণ্ড করে বিচ্ছিন্ন করে দাও। এ নিষ্ঠুর নিশ্চয়তাকে। ওর ঘাড় ভেঙে দাও সম্পূর্ণরূপে, যেন সে কখনও মানুষের সামনে মাথা তুলতে না পারে, কখনও আবার যেন ধৃষ্ট, জেদী, স্থবির, গর্বিত হয়ে না ওঠে। এস, আমাকে অনুসরণ কর।

[ সবাই চৌকিদারকে অনুসরণ করে। চৌকিদার মাইলপোস্টটি মাটিতে ঠুকতে থাকে। সঙ টিনের কেনেস্তারা পিটতে লাগল এবং ডার্কাপিয়ন সাইকেলের ঘণ্টা বাজাতে লাগল। ধীরে ধীরে চৌকিদার মঞ্চের সামনে এগিয়ে আসে এবং মাইলপোস্টটিকে মঞ্চের উপর স্থাপন করে। মাইলপোস্টটিকে এখন ঘাড় ভাঙা অবস্থায় দেখা যাবে। ]

আমি এখন আসল কৌশল প্রদর্শন করব, যেটা এতই আকর্ষণীয় হবে আর এতই চিন্তা উত্তেজক হবে যে তোমরা এ স্থান ছেড়ে যেতে পারবে না—এমন ভয় আমি তোমাদের মধ্যে জাগিয়ে তুলব। আমি সারাজীবনই এটা করতে চেয়েছিলাম। শুধু আজকেই আমি পূর্ণতা লাভ করেছি। আজ সকালেই আমি আমাকে জানতে পেরেছি। আমি জীবনের নিশ্চয়তাকে, ওই মাইলপোস্টকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছি। এ মুহূর্তেই আমি বাঁচতে শুরু করেছি।

সঙ বন্ধুরা একটু অপেক্ষা করুন। এক মিনিটের মধ্যে আমি আপনাদের সবাইকে ছেড়ে যাব। আমার মুখ আপনারা আর দেখবেন না, এমন কি আমার মত কাউকেও না। কিন্তু সত্য কথাটা হলো আমি বাঘের ভয়ে ভীত নই। যখন আমি ভয়ংকর বাঘের মুখের মধ্যে আমার মাথাটা ঢুকিয়ে দিতাম তখন আমি কোন হাততালি শুনতে পেতাম না। কোন ঝকমকে আলোও দেখতে পেতাম না। আমি আমার মাথাটা আরও গভীরে ঢুকিয়ে দিতাম, শেষ মাথা পর্যন্ত যেন আমায় মস্তকটি সম্পূর্ণরূপে বাঘের চোয়ালের মধ্যে ঠাঁই পায়। অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে বলতাম—"দয়া করে কাজটা শেষ কর। তোমার হাঁ বন্ধ কর, দ্রুত চিবিয়ে ফেলো। তোমার দাঁতগুলো ঠিকমত আমার ঘাড়ে বসিয়ে দাও, আরও গভীরেভাবে ঢুকিয়ে দাও, উষ্ণ রক্তকে ঝরণার মত উছলে পড়তে দাও।" বাঘটা নড়ত না। এস কাজটা শেষ কর, গর্দভ কোথাকার, আমাকে শেষ করে ফেলো, এস দেরী করো না। আগামীকাল আর একজন সঙ আসবে। পরশু আর একজন। হারামজাদা পাত্তাই দিত না।

মা আমার সোনা মানিকেরা সাহস ধর। বাংলা মার মুখে হাসি ফোটাতেই হবে। নতুন ভোরের আলোর রশ্মি চারদিকে ছিটকে পড়ছে। এখন থেকে সোনালী ইতিহাস শুরু হবে।

# তৃষ্ণায়

উৎসর্গ

হামিদুর রহমান

ডঃ জহুরুল হক

আবু নাছ্‌র আহমদ-কে

## প্রথম অংক

[ স্থান একটি জঙ্গল। সময় বিকেল। একজন বয়স্ক লোক স্টেজে ঢুকছে। বাতিগুলো আস্তে আস্তে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ]

গাধা — বেশ বুঝতে পারছি আমি কে এ খবরটা জানতে আপনারা বেশী উৎসুক নন। আজকে এক বিশেষ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। কাঁধের উপর বিরাট দায়িত্ব বহন করছি। সত্যি কথা বলতে কি, প্রথম বারের মত স্বজাতীয়রা এই ভার আমার কাঁধে চাপিয়েছেন। তাতে, বেশ গর্বিত বোধ করছি। জানেন, আমার পূর্বপুরুষ যাঁরা আপনাদের মাঝখানে নেই, তাঁরাও আমার কৃতিত্বে গর্বিত হতেন। আমার ভাগ্য-নক্ষত্রকে ধন্যবাদ। আশা করি আমাকে আত্মপ্রকাশের অনুমতি দেবেন।

যুগ-যুগ ধরে আপনারা আমাকে জানেন। আমি যথেষ্ট তিরস্কার গঞ্জনা সহ্য করেছি। আবার অফুরন্ত হাসির খোরাকও জুগিয়েছি। একটু ধৈর্য ধরুন, আমি এক্ষুণি আমার অতি সুপরিচিত রূপ নিয়ে হাজির হচ্ছি। ঐদিকে তাকান। (স্টেজের বাইরে চলে যায় এবং গাধার মুখোশ পরে প্রবেশ করে।)

চিনতে নিশ্চয়ই একটুকুও কষ্ট হচ্ছে না। আমি একটা গাধা। দুনিয়ার অনেক বোকাই আমার নামের জয়গান গেয়ে রেহাই পেয়ে যাচ্ছে। আমার নামে অনেক প্রবাদ এবং লোক-কাহিনী চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আমি কি, তা ঠিক জানি। জন-মতের বিশেষ কোনো দাম দিই না। আপনারা কি, তাও ঠিক জানি।

অনাদিকাল থেকে এই মঞ্চ নানা স্বার্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে ইনিয়ে বিনিয়ে অনেক গল্প শুনিয়েছেন, অঙ্গ ভঙ্গী করে কথা বুঝিয়েছেন, স্বল্পায়ু জীবনের চুলচেরা বিচার করেছেন। এমন কি মানব সমাজের ফরিয়াদও শুনিয়েছেন। একটি সুপুরুষ ও একটি সুন্দরী, রাজকুমার বা রাজকুমারী, একটি নরাধম কিংবা একজন ক্ষণজন্মা মহাত্মা, কি দেবতা কি ক্রীতদাস, সবাই নিজের

নিজের রং বেরং-এর হাসি-কান্নার ফুলঝুরি দেখিয়েছেন। নিজেদের বুদ্ধি, দীপ্তি, সংবেদনা আর আত্মমর্যাদাকে আরও বলিষ্ঠ করেছেন। এ সবের জন্যে অনেক সময় দিয়েছেন। আমরা অপেক্ষা করেছি। অসীম ধৈর্য, গভীর আগ্রহ, নির্বাক দৃষ্টি নিয়ে কেবলি অপেক্ষা করেছি। আজকে আমাদের পালা। একটু সময় দিন। আমাদের বক্তব্য সবার সামনে পেশ করতে চাই। আপনারা বিবেচনা করবেন এবং বিচারও করবেন। আসুন আমরা দলমতের ঊর্ধ্বে উঠি, আরও সতেজ ও নিষ্কলঙ্ক হই। বিধাতা সত্যবাদিতার জন্য বেহেশতে স্থান করে দেবেন।

(পায়চারি করতে করতে) একটা জরুরী সভা কিছুক্ষণের মধ্যেই এখানে শুরু হবে। এক এক করে সভ্যদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবো। সবার নাড়ি নক্ষত্র ভাল করে জানি। (গম্ভীর সুরে ঢোলের আওয়াজ)। কে যেন আসছেন !

বাঘ (বয়স্ক লোক, যদিও কোনকালে বেশ ভাল শরীর ছিল)। বুঝতে পারছি তুমি ভির্মি খাচ্ছো। আমাকে যে সুনজরে দেখ না তা জানা আছে বৈকি। ভয় নেই। আমরা চুক্তি স্বাক্ষর করেছি। যতক্ষণ সভাস্থলে আছি এবং সভার শেষে নিজের নিজের গুহায় না পৌঁচোচ্ছি ততক্ষণ কেউ কাউকে বিপর্যস্ত করব না। মানে খাব না। আশা করি আমাকে বিশ্বাস করবে।

গাধা হাতের পাঁচটি আঙ্গুলের মত তুমি সুপরিচিত। কেবল এই চুক্তির বলেই আমি এখনও দাঁড়িয়ে আছি নইলে দু ক্রোশ দূর থেকে কথা বলতাম। একে অন্যের উপর এত ভরসা করা কি বুদ্ধিমানের কাজ ?

বাঘ আমার বাপ-দাদাদের বুদ্ধি, বীর্য ও অসীম শক্তির কসম খেয়ে বলছি যে কথার এক চুলও এদিক-ওদিক হবে না।

গাধা বটে ! তুমিত বেশ চোখা লোক। বলি ঘণ্টাখানিকের জন্যে রোষা রাখ ! জান নিশ্চয়ই যে আমি তোমাদের পরিচয় করিয়ে দোব। আশা করি তোমার স্বরূপটি স্পষ্ট করবে। তুমি মুখোশ পর, সবাই দেখুক।

বাঘ তোমার হুকুম মানতেই হবে। (স্টেজের বাইরে মুখোশ পরতে যায়।

এই অবসরে গাধা ওর নিজের মুখোশটা একটা বাঁশে টাঙিয়ে দেয়। বাঘ ফিরে এসেছে)।

গাধা বেশ লাগছে ত। তোমাকে সত্যিই জাঁদরেল মনে হচ্ছে। বাঘ, তুমি কিন্তু এক বিরাট জন্তু। কি ধারাল দাঁত, বাগানের কাঁচির মত নখ, বলিষ্ঠ মাংসপেশী। আমি বেশ গর্বিত।

বাঘ বোকার মতন কি যা তা বলছো। দেখতে পাচ্ছো না আমি স্থবির হয়ে পড়েছি। মাড়ির একটি দাঁতও নেই, কেবল সামনে চারটি আছে। নখের সেই তীক্ষ্ণতা সময়ের সঙ্গে ক্ষয়ে গেছে। তার উপরে বাত আর অম্বলে পঙ্গু হয়ে পড়েছি।

গাধা কে বলে তুমি বুড়ো হচ্ছো। ডাহা মিথ্যে।

বাঘ আমার মুখোশ দেখে ভয় পাচ্ছো। ঠিক কি না! কেবল আমিই জানি আমার ভেতরের কলকব্জা কিভাবে চলছে।

গাধা বাজে বকছ। তুমি ধূর্ত, চতুর ও বলিষ্ঠ।

বাঘ (রেগে) গাধা যে গাধাই। (শুধরে নিয়ে) মাফ করবে। যদি আমি জোয়ান হতাম তাহলে তোমাদের মত হতচ্ছাড়াদের জন্যে কোন সময় দিতাম না। জনাব, আমি কষ্টে আছি, আমিও ভীত।

গাধা (গম্ভীরভাবে) বাঘেরাও যে নিরাপত্তা হারিয়েছে, এ তো জানা ছিল না। তুমি কি নিশ্চিত যে ঝাপটে টুঁটি ধরার, দুমড়ে চিবিয়ে খাবার শক্তি বিলকুল লোপ পেয়েছে?

বাঘ গর্দভ সাহেব, কেবল নিরামিষ ঝোল খাচ্ছি।

গাধা আর কাউকে আসতে দেখেছ?

বাঘ হ্যাঁ। সালাম দেবার আগেই একটি ছায়া জঙ্গলে অদৃশ্য হয়ে গেলো। বোকারা এখনও আমাকে ভয় পায়।

গাধা (ঢোলের আওয়াজ। তীক্ষ্ণস্বরে) এবার কে আসছেন?

কুকুর আমার অভিবাদন গ্রহণ করবেন কি?

গাধা ইনি একজন উপর টপকা। বাজে লোকের সঙ্গে কথা বলার সময় নেই। আমরা ঘোর বিপদের সম্মুখীন। বাবাজী নিজের পথ দেখ।

বাঘ ওর ইতিকথা না শুনেই কেন যা তা বলছ। জিজ্ঞেস কর এ পরিস্থিতির ব্যাপারে ও কিছু জানে কিনা।

কুকুর পরিস্থিতির কথা আর আমাকে বলো না। আমার অবস্থায় থাকলে সবাইকে মেরে কেটে একাকার করতে।

গাধা আমাদের ধৈর্যের সীমা অসীম। সব কিছু সহ্য ও হজম করতে বলা হয়েছে।

কুকুর পাপের নাগপাশে সারাজীবন আবদ্ধ থাকা সম্ভব নয়। কোনো এক মুহূর্তে বিদ্রোহ করতে কিম্বা পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করে।

বাঘ তাহলে তুমি পালিয়েছ। কাপুরুষ! শোন গাধা, কিছু বলার আগে ওর চৌদ্দ গুষ্ঠি সম্বন্ধে সব জানতে চাই।

গাধা বেশ। এবার বাবা তোমার আসল চেহারাটা ধর দেখি।

বাঘ ও আমাকে দেখে ভয় পাচ্ছে না ?

কুকুর আমি একেবারে ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে গেছি। ভয়-টয় আমার শেষ হয়ে গেছে। আমার বা অন্যের কি হবে এ নিয়ে আর মাথা ঘামাতে পারি না।

[ কুকুর স্টেজের বাইরে যায়। এ অবসরে বাঘ নিজের মুখোশ গাধার মুখোশের নিচে টাঙিয়ে দেয়। কুকুর মুখোশ পরে ভেতরে আসে ]।

গাধা তোমার দেখাশোনা ভাল করে হয়নি বলে মনে হচ্ছে। জীবনের সুকুমার বৃত্তিগুলো পরিকর্ষণ করার মতো অবকাশ বুঝি পাওনি।

কুকুর গোলাম হলে বুঝতে কেমন করে সূক্ষ্ম বোধশক্তিগুলো কর্পূরের মত দেখতে দেখতে উবে যায়। দু'মুঠো খেতে দিত ওরা আর জবরদস্ত পাহারার ডিউটি দিয়ে রাতের পর রাত ভোর করেছি।

বাঘ আর কি করতে তুমি ?

কুকুর ওদের দারোয়ানরাও ঘুমিয়ে পড়ত। আমার তো বিবেক আছে। চার দেয়ালের আনাচে-কানাচে অবিশ্রাম পাগলের মত দৌড়াতাম। ওদের সগোত্রদের তাড়াবার জন্যে সারাক্ষণ ঘেউ ঘেউ করতে হত।

গাধা মনে হয় ওরা ভাই-বন্ধুদের রাতের বেলায় বেশী প্রশ্রয় দেয় না।

কুকুর — না। ওরা কাউকেই প্রশ্রয় দেয় না। এমন কি আমাকেও না। কোন সময় একটু আরাম করার জন্যে শোবার ঘরের দিকে মুখ করলেই ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দিত। গালি আর লাথি অনেক সয়েছি।

বাঘ — তোমার শুভ কামনা করি, কুকুর সাহেব।

কুকুর — বেশী ওস্তাদী মেরো না। অনেকেরই ভেতরের খবর আমার জানা আছে। চিড়িয়াখানায়ও গেছি। তোমার পিতামহ কি নির্যাতন সহ্য করছেন তাও দেখেছি। ওকেই ত সবচেয়ে বড় হতভাগা বলা উচিত। ওটাই ত পথ দেখিয়েছে।

বাঘ — ফের মুখ থেকে আওয়াজ বের করলে তোমার হাড়-গোড় গুঁড়ো করে ফেলবো। যথেষ্ট অপমান হয়েছে।

গাধা — প্রতিশ্রুতির কথা ভুলে যেও না।

বাঘ — ও তো সভ্য নয়। তাই অঙ্গীকার ভঙ্গ হবে না।

গাধা — (কুকুরকে) কেমন লাগছে ভায়া ?

কুকুর — আমার ভয় করছে। আর দম নেই। বলতে পারো থার্ড ক্লাস লাগছে।

গাধা — চিন্তা করো না। আমি কুকুর সাহেবকে সভ্য করে নিচ্ছি !

বাঘ — ওকে দলে নিয়ে কি লাভ ? জঙ্গলের জীবনযাত্রা, ঐতিহ্য, রীতি-নীতি সম্বন্ধে সে একেবারে অজ্ঞ।

গাধা — তাইতো ওর থাকা একান্ত প্রয়োজনীয় শার্দুল সাহেব। দেখবেন অনেক কাজে লাগবে।

কুকুর — গাধা ভাই, আপনি বেশ বুদ্ধিমান, দয়ালু। (ঢোলের আওয়াজ)

গাধা — এবারে কে আসছেন ? আন্দাজ করুন তো।

কুমীর — সবাইকে আদাব। কি সর্বনেশে চড়াই। কোন্ বিশেষ কারণে এই উঁচু ঢিপির উপর সভাটা জমিয়েছেন ? নদীর ধারে করলে কত ভাল হতো। পানি নেই, হাওয়া নেই। দম বন্ধ হওয়ার জোগাড়।

বাঘ — মন্দার দিনে আয়েসের কথা ভুলে যাওয়াই উচিত। তোমাদের অস্ত্রগুলো ভাল করে শানিয়ে নাও, নির্মূল কর অত্যাচারীকে।

গাধা — তোমার বর কোথায়? তিনি আসেন নি কেন?

কুকুর — এখানেও কি জোড়া দাওয়াতের রেওয়াজ আছে? ওখানে এ প্রথা বেশ চালু হয়ে গেছে।

কুমীর — ওর শরীর ভাল না। কয়েকটা হাঁদা মার্কা বন্ধু জোর করে আড্ডা দিতে ধরে নিয়ে গেছে। তাছাড়া ও বিশেষ কোন কাজেরও নয়। বেশ, সভা শুরু করুন।

গাধা — এই আরম্ভ করছি। ইতিমধ্যে তোমার আসল পরিচয়টা সবার দৃষ্টিগোচর হোক। (কুমীর স্টেজের বাইরে যায়, কুকুর মুখোশটি বাঘের মুখোশের নিচে রাখে। কুমীর প্রবেশ করল)।

কুমীর — আমি মা। তাই একটু তাড়া আছে। আমার ওঁর আবার রাতে ঘুম হয় না। বাড়ী যেতে হবে শীগগির। সভা আরম্ভ করছেন না কেন?

বাঘ — এই সব চরিত্রদের নিয়ে জনগণের কল্যাণ করা যায়? অসম্ভব!

কুকুর — কুমীর মা, তোমার কচ্‌কচানি একটু বন্ধ কর। আমরা যা বলি, তা দয়া করে শুনবে। মেয়েরা সব সময়ই একটা ঝামেলা। বিপদের সময়েও খামোকা এটা ওটা জেরা করবে।

গাধা — কেবল একজনের অপেক্ষা করছি। আমি জানি সে এখন দৌড়োচ্ছে। সব সময়েই সে দেরী করবে আর এসেই একতাড়া যুক্তি, মানে অজুহাত দেখাবে।

শেয়াল — (হাঁপাতে হাঁপাতে)। একটু পানি খেতে দাও। বিশুদ্ধ বাতাস আসতে দাও। কথাও বের হচ্ছে না।

কুমীর — আগেই বলেছি যে সভাটা নদীর ধারে বসালে ভাল হত।

গাধা — (শৃগালকে) তাড়াতাড়ি বল কি হয়েছে?

বাঘ — রাস্তায় কিছু ঘটেছে নাকি?

শেয়াল — সাংঘাতিক, ওরে বাপরে! একটা বাঘ আমাকে তাড়া করেছিল, জান নিয়ে টানাটানি। কিন্তু আমাকে ধোঁকা দেয়া অসম্ভব।

| | |
|---|---|
| কুকুর | (উপেক্ষার ঢং-এ) অজ মূর্খ হবে। তোমার পেছনে দৌড়ে অযথা নিজেকে হয়রান করেছে। |
| শেয়াল | মনে হয় তোমার প্রচার দফতর একেবারে অকেজো। ও অঙ্গীকার সম্বন্ধে কিছুই জানত না, গাধা সাহেব। যখন বললাম, ও তো হেসেই খুন। বেশ কাছে যখন এগিয়েছে তখন করজোড়ে বললাম যে, এই সভায় এসে নিজের চোখে দেখে যাক আজকের দিনে কেমন করে বাঘ আর মোষ এক ঘাটে পানি খাচ্ছে। |
| কুকুর | কাছাকাছি কোথাও আছে নাকি ? |
| কুমীর | এটা গাধা সাহেবের দায়িত্ব। যদি কেউ আমাকে পেরেশান করে তোমার রক্ষে নেই। |
| বাঘ | মাফ করবেন, এ দোষ আমার। বলতে ভুলে গেছিলাম। |
| শেয়াল | চুনকালি মেখে বেরিয়ে যাও। |
| গাধা | তোমাকে গর্দভ আখ্যা দিলে খুশী হব। |
| কুকুর | তোমার ফাঁসি-কাষ্ঠে ঝোলা উচিত। |
| শেয়াল | যেখানেই থাকুক ওর টুঁটি চেপে ধর। ওর ঘাড় তোমার শক্ত মুঠোর চাপে গুঁড়ো করে দাও। মেরে ফেলো। ও ব্যাটার শিক্ষা হবে। |
| বাঘ | জনাব, আমরা প্রতিশ্রুত। |
| গাধা | চুক্তিপত্রে নিশ্চয়ই কোথায় কোনো একটু ফাঁকটাক খুঁজে পাবে। আর তার সদ্ব্যবহার করা দরকার। |
| কুমীর | এখন থাক। সভা শেষ হলে অনেক সময় পাবে তোমরা। সভা কখন আরম্ভ করবে ? |
| শেয়াল | এ ঘটনা কোনদিন ভুলতে পারব না। |
| গাধা | বেশ শুরু করা যাক। তোমার পরিচয়টা সবাইকে ত দাও। |
| শেয়াল | যেমন মর্জি। (শেয়াল বাইরে যায়, কুমীর নিজের মুখোশ কুকুরের মুখোশের নিচে লাগায়। শেয়াল মুখোশ পরে ভেতরে আসে।) উপস্থিত ভদ্রমহোদয় ও মহিলাগণ, শেয়ালকে আপনারা সবাই চেনেন। আমার চেহারা সুন্দর নয়, তাছাড়া গড়ন-টড়নে বিশেষ |

কোন আকর্ষণও নেই। যুগ-যুগ ধরে এই কমপ্লেক্স-এ ভুগেছি আর সেই জন্যেই কেবলি বুদ্ধিকে ধারালো করেছি। যখন এর প্রয়োজন হয়েছে আমি কায়দামাফিক ব্যবহার করেছি। আজকে আমাদের একটি চরম সিদ্ধান্তে পেঁছিতে হচ্ছে। আসমানের ফেরেশতারা আমাদের সহায় হোন। আমাদের এই দুর্দশায় পথ প্রদর্শন করুন।

কুকুর — বাপরে! আমার মনিবের মতন দেখছি একেবারে বাক্যবাগীশ।

বাঘ — (শেয়ালকে) তাহলে তুমিই সভাপতির আসন গ্রহণ কর।

কুমীর — আমি সমর্থন করছি।

গাধা — আমরা সবাই সম্মতি জ্ঞাপন করছি। এবার কি আমাদের কার্য-সূচী নিয়ে আলোচনা শুরু করবো?

শেয়াল — আরম্ভ কর।

কুকুর — আস্তে আস্তে, শান্ত স্বরে পরিষ্কার করে পড়। শব্দগুলো গিলে ফেলো না, বিচলিত হয়ো না।

কুমীর — প্রথমে আল্লার শরণাপন্ন হই।

বাঘ — হ্যাঁ। এটা অত্যাবশ্যক। গাধা সাহেব, আরম্ভ করুন।

গাধা — আল্লার সাথে কথা বলার ব্যক্তিত্ব আমার নেই। শব্দ ও সুরের সুদক্ষ ব্যবহারে আমি অনভিজ্ঞ। তাই এ কাজ মেহেরবানী করে আর কাউকে দেওয়া হোক।

কুকুর — এমনভাবে আরজি পেশ করা উচিত যেন তিনি বুঝতে পারেন, আমরা সত্যিই দিশেহারা, যন্ত্রণাগ্রস্ত।

শেয়াল — আর ন্যাকামী করতে হবে না। বেগম সাহেবা আমাদের কৃপা করুন।

কুমীর — আপনার অনুরোধ অবশ্যই বিবেচ্য।

শেয়াল — আমরা সবাই নিপীড়িত, নির্যাতিত। এই নির্যাতন হবে আমাদের একতার প্রতীক! (বাঁশের সবচেয়ে ওপরের অংশে মুখোশ ঝুলিয়ে দেয়)। এবারে শোন। খুঁজে পেতে সব বের কর।

গলায় এমনভাবে মৃদু কম্পন আনবে যেন মনে হয় একটি অনাথ বালক মরুভূমিতে দিশেহারা হয়ে কাঁদছে। স্বরে আত্মতৃপ্তি ফুটে উঠলে তিনি আমাদের দিকে ফিরেও তাকাবেন না। বেশী মিনমিনিয়ে বললে উপেক্ষা করার সুযোগ দেওয়া হয়। আমাদের সুরে বিশ্বাস জাগিয়ে তুলতে হবে। তাঁর দয়া আজকের দিনে সবচেয়ে কাম্য।

গাধা — তুমি শুরু কর না। আমরা ধুয়া ধরব। আমাদের আর্তনাদে তাঁর নিদ্রা ভঙ্গ হবে নিশ্চয়ই।

কুকুর — তাঁকে রাগিও না। আমাদের অনুষ্ঠান পণ্ড হতে পারে।

বাঘ — সেজন্যই একটা মহিলা কণ্ঠ রেখেছি।

শেয়াল — এবারে শুরু কর। আমার আবার তাড়া আছে।

কুমীর — (দু মুহূর্ত চোখ বুঁজে নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে)। গ্রীষ্মের প্রথম বর্ষণের মত অজস্র ধারায় তোমার করুণা আমাদের দেহ বিধৌত করুক।

সবাই — করুণা, করুণা !

কুমীর — অত্যাচারীর সঙ্গে সংগ্রাম করার একটু সাধারণ বুদ্ধি দাও।

সবাই — অত্যাচারী, অত্যাচারী !

কুমীর — (স্বাভাবিকভাবে) কি সংকটের মুখোমুখি হয়েছি সেটাই ত ঠিক জানি না। এবারে গাধা সাহেব বক্তব্য পেশ করবেন।

গাধা — আমি আশা করি, আমাকে আপনারা যথেষ্ট শ্রদ্ধা করেন। আমি সহজ, সরল ও দয়ালু। মোট কথা আমার কোন দাম নেই।

বাঘ — তোমার জয়গাথা শোনবার জন্যে অনুরোধ করা হয়নি।

গাধা — বেশ, সর্বাগ্রে ছিল আলো।

কুকুর — আর ছিল বাতাস।

কুমীর — তারপর জলোচ্ছ্বাস।

বাঘ — তারপর দেখা দিলো মৃত্তিকা।

শেয়াল — এল জন্তুর পাল।

গাধা ফুল, সৌরভ আর ঋতু।

কুমীর তারপর মাছ। গোলাকার, ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ।

বাঘ এবারে মেঘমালা, রংধনু আর জলপ্রপাত।

গাধা কিন্তু এসবের মাঝখানে মানুষের নাম কোথায় ?

কুমীর ওরা ধর্তব্যের মধ্যেই নয়।

বাঘ না। আমি নিশ্চিত জানি, মানব সন্তান সৃষ্টির ইতিহাসে চোরা-পথ দিয়ে হঠাৎ ঢুকে পড়েছে।

কুকুর অনেকদিন ওদের খেদমত করেছি। ঘন ঘন চড়-চাপড় আমাকে প্রায়ই ওদের নির্দয় হাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

শেয়াল গাধা সাহেব, আপনি মানব জাতির কথা বলছিলেন।

গাধা সুধীবৃন্দ, সৃষ্টির সংক্ষিপ্ত নিরীক্ষায় আমরা দেখেছি এ চক্রে মানব জাতির কোন সঠিক স্থান নেই। হঠাৎ কোথেকে উড়ে এসে জুড়ে বসে আচমকা সটকে পড়ে। কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের হাজারো আশা নির্মূল করে। অজস্র সমস্যার সৃষ্টি করে।

বাঘ আসল কথায় এসো।

গাধা আপনারা জানেন, পৃথিবী একটা বিশাল অরণ্য ছিল। আমাদের পূর্বপুরুষরা এখানে বসবাস করেছেন, স্বাধীন চিত্তে করেছেন পদচারণা। কেউ তাদের চলাফেরায় বাধ সাধেনি, তাদের আশা-আকাংক্ষা অপূর্ণ থাকেনি। কিন্তু একদিন অকস্মাৎ এক প্রাকৃতিক দুর্যোগে তারা বিপর্যস্ত হলো। হাজার হাজার প্রাণী রাতারাতি মারা গেল। কোন স্মৃতিফলকে উৎকীর্ণ হয়নি সে ইতিহাস, চারণ-কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হয়নি কোন গান। জীবন প্রবাহ আবার আপন মনে বয়ে চলল। আমরা নির্দিষ্ট গণ্ডিতে সোনা-মানিকদের লালন-পালন করলাম, দীক্ষিত করলাম জীবন-শিল্পে। আত্মরক্ষা ও সুস্থ সমালোচনা করতে শেখালাম তাদের। কিন্তু আবার হিজরত শুরু হলো। এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে আমাদের ঠেলে দেওয়া হয়েছে।

কুকুর এখানে কি সুখী নও তোমরা ? আমার ত মনে হচ্ছে স্বর্গে আছি।

কুমীর ওকে বাধা দিও না। ওর কথা শোন।

বাঘ বকর বকর বন্ধ কর—নইলে আমি এ স্থান ত্যাগ করব।

শেয়াল (হাত ছড়িয়ে দীর্ঘ নিঃশ্বাস)।

গাধা এই পৃথিবীতে কিছু জিনিস প্রসারিত হয়। আর কিছু হয় সংকুচিত। মানব জাতির সম্প্রসারণ ঘটছে আর আমাদের বেলায় ঠিক উল্টো। আশা করি, কোন এক সময় এ অবস্থার হেরফের হবে। কিছু যায় আসে না। আমাদের জনসমস্যা এখনও জটিল রূপ নেয়নি। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কীটের বেঁচে থাকার, নির্বিবাদে বিচরণ করার, বিকশিত হবার অধিকার আছে। আর সবার মত আমরাও আমাদের সন্তানদের ভালবাসি।

শেয়াল খোদার কসম খেয়ে বললেও এ কথা কেউ বিশ্বাস করবে না।

গাধা ওদের বিস্তৃতি আমাদের পবিত্র জঙ্গলকেও বে-আব্রু করে ফেলছে। যুগ-যুগান্তর ধরে পিতামহদের হাড়-গোড় এই জঙ্গলের মাটির নিচে সমাহিত, মায়েদের বিয়ের গান এখনও বাতাসে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে, নদীর ধারে বাচ্চাদের মেহেদির ছোট ছোট থাবার চিহ্ন এখনও সাক্ষ্য দিচ্ছে আমাদের জীবন সংগ্রামের। চম্পা, গন্ধরাজ আর হাসনু হেনার সুগন্ধ এখনও বাসর ঘরের অলিন্দ পেরোয়নি। আমরাই সব সময় প্রতারিত কেন ? আমাদের উৎখাত কেন করা হবে ? ধরার বুক থেকে ইনসাফ আর বিবেক কি লোপ পেয়েছে ?

কুকুর ওদের ওখানে উৎখাত করলে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়।

কুমীর আমার ছেলেপুলেদের কি হবে ?

বাঘ এটা ব্যক্তিগত সমস্যা না। একটা জাতির প্রতি আঘাত। আমাদের একটা পথ খুঁজে বের করতেই হবে।

গাধা আমরা চুক্তিবদ্ধ হই না কেন ?

কুকুর মানব জাতি ওটাকে সবচেয়ে ঘৃণার চোখে দেখে।

কুমীর আত্মসমর্পণ করলেও তো পারি।

শেয়াল সেটা কুলের কলঙ্ক হবে।

বাঘ আমি বুঝি না, কেন ওরা আমাদের পেছনে লেগেছে। অনেক জায়গা ত আকাশে আর পানির নিচে আছে।

কুমীর আল্লার গজব, দোজখের আগুনকেও ভয় করে না নাকি ?

কুকুর ও সবের বড় একটা বালাই নেই। তবে হ্যাঁ, চিড়িয়াখানার পিঁজর আর মজাদার সার্কাসের বন্দোবস্ত ওরা করেছে। ওই সব জায়গায় গিয়ে থাকো।

কুমীর আমি মানুষ জাতকে ঘৃণা করি।

শেয়াল হামলা শুরু হবে কবে ?

গাধা গুপ্তচরদের খবরানুযায়ী বেশী দেরী নেই। ধ্বংসাত্মক যন্ত্রপাতি বসানো শেষ হয়েছে।

কুকুর আমি নিশ্চিত জানি যে ওদের মারাত্মক যন্ত্রপাতির বেশ ঘাটতি আছে। কারখানাগুলোতে দিনরাত একটানা কাজ চলছে। প্রতি বিস্ফোরণে যেন একটা শহর নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তোমার গুপ্তচরেরা গুলিখোর।

বাঘ তাহলে মান্ধাতার আমলের অস্ত্রশস্ত্র আমাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করবে না ?

গাধা আমাদের আগ্নেয়াস্ত্র নেই। চল আরও গভীর জঙ্গলে পালাই।

কুমীর এখানে কত সুখ, কত শান্তি।

শেয়াল মানব জাতির আধ্যাত্মিকতার মান আরও উন্নত। বিনা দ্বিধায় তারা যে কোন মুহূর্তে নিজেদের বিকিয়ে দিতে পারে।

গাধা কে যেন বলেছে যে, ওরা সবচেয়ে উঁচু জাতের। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব।

কুমীর কে বলেছে এমন কথা ?

বাঘ অযুত বছর আগে ওদের বিধাতা এই কথা বলেছেন।

শেয়াল বয়ঃসন্ধির কোঠা পেরোলেই গোটা জিনিসটা আবার যাচাই করে দেখবেন। আমি জানি, তাঁকে মত বদলাতেই হবে।

কুকুর	তা হলে বাঁচার পথ বোধ হয়—পাওয়া যাবে। ওরা মনোবল হারাবে, ওদের উচিত শিক্ষা হবে।

শেয়াল	এবারে মনোযোগ দিয়ে শোন। মনে হয় কোনো যুক্তি, কোনো প্রার্থনা, কোনো হুমকি ওদের কানে উঠবে না। ওরা নির্মম, আত্মাভিমানী, জেদী। সংগ্রাম অনিবার্য।

কুকুর	স্বল্প সময়ের জন্য ওদের সঙ্গলাভের সৌভাগ্য হয়েছিলো। যা বলেছ, তার থেকে আরও অনেক অধম।

বাঘ	আমরা এখন কি করব ?

গাধা	আক্রমণ করা যাক।

কুমীর	না। কর্মে, বাক্যে বোঝাতে হবে যে আমরা ওদের শুভ কামনা করি।

শেয়াল	কিন্তু আমরা তো ওদের শহর, সিংহাসন কিছুই নষ্ট করিনি। ধর্মাচার আর স্বাধীন চিন্তা থেকে বিরত রাখার জন্যে নির্যাতন করিনি।

কুকুর	ওদের বাচ্চাদের বিষ দিইনি, খাবার মুখ থেকে কাড়িনি, জনপ্রবাহে বিঘ্ন সৃষ্টি করিনি।

বাঘ	শহর, গ্রাম, পাহাড় সব ছেড়েছি। ওরা শান্তিতে থাকুক। আমাদেরও শান্তিতে থাকতে দিক। শুধু এইটুকু প্রার্থনা।

কুমীর	তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক।

কুকুর	তোমার উপর অজস্র শান্তি বর্ষিত হোক।

শেয়াল	শান্তির নাম নিও না। এ এক বিরাট মিথ্যা। আমি জানি, মানব সন্তান মনে মনে কি চায়।

গাধা	শান্তি-পিপাসুদের দায়ে পড়ে নির্মম হতে হচ্ছে।

কুকুর	যদি জঙ্গল আক্রান্ত হয়, তবে কি করব ?

শেয়াল	রুখে দাঁড়াবে।

বাঘ	এই স্বপ্নময়ী ধরা, যার কোলে খেলেছি, ধানের শীষে শীষে চারণ

কবির ছন্দ, আনন্দমুখর সকাল-সন্ধ্যা বাঁশী আর দোতারা, হাসির রোল, বাসর গান, এসব ভুলব কি করে ?

শেয়াল — আমাদের বাঁচার অধিকার আছে। যদি কোন দানব নিষ্পাপ শিশুর নির্মল হাসি মুছে দিতে চায়, তবে খোদার কসম তাকে নিশ্চিহ্ন করেই জল স্পর্শ করব। আমরা দুর্বল, স্বার্থপর কিন্তু একবার রুখে দাঁড়ালে অলৌকিক শক্তির অধিকারী হতে পারি। ব্যাপক ধ্বংস ঘটাব! মনে রাখবে, আমরা পরিত্যক্ত নই। যে খোদার আশ্রয় ওরা নেবে সেই খোদা গরীবের দিকেও নজর দেবেন। আমরা নিরুপায়, নিঃসহায় আমাদের কান্না ওর কানে পেঁছাবে। নদী-নালা, গুহা-পর্বত সব কিছুকে সুরক্ষিত কর। প্রচার করে দাও অলিতে-গলিতে, দেশ-দেশান্তরে যে অত্যাচারীর দল আমাদের ধর্ম, ঐতিহ্য, অস্তিত্ব আর স্বপ্নকে দুমড়ে মুচড়ে নির্জীব করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। নরাধমের সুপুত্রেরা কাপালিকের আনন্দে আত্ম-হারা হয়েছে। এসো, ওঠো, জাগো, এবারে জাগার পালা।

সবাই — শেয়াল দীর্ঘজীবী হোক।

গাধা — এক্ষুণি সবার ঘরে ঘরে খবর পেঁছে দিচ্ছি। প্রতিটি কথা আমার মনে গেঁথে গেছে।

বাঘ — আর সময় নেই। চল বেরিয়ে পড়ি। আত্মরক্ষার জন্যে প্রাণ বিসর্জন দিতেই হবে।

কুকুর — আমিও চলছি। প্রথম সংঘর্ষের খবর আমিই তোমাকে জানিয়ে দেব। (সবাই তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল। কুমীর এখনও দাঁড়িয়ে আছে।)

শেয়াল — তুমি যাবে না, মা ?

কুমীর — তোমার পদধূলি দাও।

শেয়াল — (আতঙ্কিত) ওই খানেই থামো। কোন বিশেষ প্রয়োজন আছে কি ? চুক্তির কথা মনে আছে নিশ্চয়ই।

কুমীর — তোমার বুদ্ধির স্রোতে খেই হারিয়ে ফেলেছি। এত গুণের অধি-কারী। কর্তা বলেছিল তোমার প্রতিভার কথা। যা দেখেছি একে-বারে অবিশ্বাস্য। কি সুন্দর সমস্যার সমাধান করেছ।

শেয়াল — আমি কিছুই করতে পারি না। সবাইকে নিজের নিজের পথ খুঁজে নিতে হবে। আমি শুধু শুকতারার অবস্থান বাতলে দিতে পারি।

কুমীর — বিধাতা সব দেখছেন। তোমাকে নিশ্চয়ই জান্নাতে জায়গা দেবেন। সারা পৃথিবীর ত্রাণ করছ। আমার কান্না পাচ্ছে।

শেয়াল — ওসব চলবে না। কি চাও বল ?

কুমীর — এত সাধু আর বুদ্ধিমান লোক আজ অবধি চোখে পড়েনি। জীবনের এক বিশেষ মুহূর্তে পদধূলি চাই।

শেয়াল — মতলবটা কি, পরিষ্কার করে বল দেখি।

কুমীর — শেয়াল সাহেব, আমি লজ্জিত নই, দুঃখিতও নই। কেবল মায়ের মনই জানে, একপাল ছেলেপুলে, যাদের মাথায় একরত্তি বুদ্ধিও নেই, তাদেরকে নিয়ে দিন কাটানো কত অসম্ভব। ওরা বাঁচবে, আর দশজনের মতন নিশ্চয়ই বাঁচবে। কোকিলের গান, নদীর কুলুধ্বনি, নাট্যমঞ্চের হাসি-কান্না সব কিছু ওদের অগোচরে ঘটে যাবে। ওরা এসব ঘটনার মাঝখানে আছে, কিন্তু কোন কিছুর অংশীদার হতে পারবে না। কিছুই বুঝতে পারবে না।

শেয়াল — বিনা উপলব্ধিতে জীবন কাটাতে পারলে এক আদর্শ জীবনের স্বাদ পাওয়া সম্ভব। সরল, নিরপরাধ ও স্বাভাবিক।

কুমীর — কোন কিছুতেই আমার তুষ্টি হবে না। কথার জালে পেঁচিও না। আমি অশিক্ষিত, অজ্ঞ। আমি ভিক্ষে চাইছি। আমার সাতটি সন্তানকে নিজের আশ্রমে স্থান দাও। অন্ধকারাচ্ছন্ন পৃথিবীতে আলোর রশ্মি নিয়ে এস।

শেয়াল — আমার কি সেই শক্তি আছে ?

কুমীর — আমার অভিশপ্ত জীবনকে আনন্দমুখর করার সুযোগ দাও। হাজারো বছরের নির্লিপ্ত প্রাণীরা তোমার শুভ কামনা করবে, তোমার নিরাপত্তা, মর্যাদার জন্যে প্রাণ দেবে। ওদের শিক্ষিত কর। তোমার কাছে ওঠা-বসা করার সম্মান দাও ওদেরকে।

শেয়াল — অনুভূতির দাম আমার কাছে যথেষ্ট। কথা দিচ্ছি, সমাজের যোগ্য নাগরিক করে তুলবো। আশা করি ওদের ধৈর্য আছে।

কুমীর তুমি যা বলবে, তাই করবে। ওরা অলস, অভাগা আর খামখেয়ালী।

শেয়াল বেশ, এখন নদীর ধারে ফিরে যাও। ভোরে প্রথম্ পাখীর শিষের সঙ্গে সঙ্গে বাতাস যখন নির্মল, যখন সব জীবজন্তু বন-বনান্তর, পাহাড়-পর্বত, নভোমণ্ডল ওঁর দরবারে এবাদতে মগ্ন—সে সময় ওদের নিয়ে এস। ওদের শিষ্য করে নেব।

কুমীর কি কপাল! কি ভবিষ্যৎ! সবার মুক্তি হোক, শুভ হোক, আমার জাতের গ্লানি ঘুচবে। আমার ছেলেরা আলো আনবে।

[ কুমীর আস্তে আস্তে বেরিয়ে যাবে। শেয়াল ওর দিকে নিষ্পলকভাবে তাকিয়ে আছে। আলো আস্তে আস্তে নিভে যায়। ]

## দ্বিতীয় অঙ্ক

স্থান : একটি জঙ্গল। সময় : ভোর।

শেয়াল — অপরের শ্রদ্ধা পাওয়া সব সময় ভাগ্যে ঘটে না। জ্ঞানই সব শক্তির উৎস। এর ভাগ কাউকে দেব? বুদ্ধি তীক্ষ্ন করার জন্যে অবশ্যই কষ্ট করতে হয়েছে। মূল্য দিতে হয়েছে। প্রকৃতি সরল, স্বচ্ছ ও অনাসক্ত। আদর্শ স্থানীয় হতে চাইলে পরিশ্রম আর মোকাবিলা করতে হবে। প্রয়োজন—আকাঙ্ক্ষা আর জ্ঞান অর্জনের। এ প্রথা শ্রমসাপেক্ষ আর বিপজ্জনক। কিন্তু আর কোন পথ নেই। আত্মার নিষ্পেষণ, রক্তক্ষরণ অনিবার্য।

কুমীর মা মনে হয় বেশ ধর্মভীরু, সংবেনদশীল আর সৎ। বাপ একটা নচ্ছার কুঁড়ে ঘরকুণো। আশ্চর্য বৈকি, মেয়ে হয়ে জীবন সংঘাতের মোকাবেলা করতে বদ্ধপরিকর, আমার মনে হয় নদীতে গিয়ে ভেসে থাকা, রোদ পোহানো, মাছ, না হয় মানুষ ধরে খাওয়া, ওর পক্ষে ভাল। বলি, এই সাবেক পৃথিবীকে নিয়ে মাথা ঘামানোর কি দরকার? সে বুঝি বিষ পান করেছে। তার সুখ-শান্তি গেছে, তার নিদ্রা ক্ষত-বিক্ষত।

সে চায় জানতে, রহস্যোদ্ধার করতে, আবিষ্কার করতে। অজস্র প্রশ্ন ওর মনে, জবাব চায়, সে নিরাশ হতে বাধ্য। জবাব দেয়ার মত কেউ নেই, মহাশূন্যে আমাদের অবস্থান। ঐ মহাকাশ, নক্ষত্র, পাণ্ডুর চাঁদ, জ্বলন্ত উল্কা, কারো সময় নেই। আমরা পরিত্যক্ত, বিতাড়িত, বিস্মৃত, অন্ধকারের সন্তান আমরা। আলোর আশা কি ন্যায্য? আমরা কি উপযুক্ত?

মা — ঠিক ঠিক সময়ে পৌঁছুতে পেরেছি বলে আনন্দ হচ্ছে। আমার কর্তা ঘুমিয়ে আছে। সে জীবন সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন। সারা-দিন বিছানায় পড়ে থাকে আর সারাক্ষণ নির্মল আকাশের দিকে টিকটিকির মত অপলক চোখে তাকিয়ে থাকবে। ও যদি জানতে

পারে যে আমি ছেলেমেয়েদের শিক্ষিত করার জন্যে উঠে-পড়ে লেগেছি তাহলে মেরেই ফেলবে।

শেয়াল — সুখ-শান্তির ঘরে বিষ ঢুকিও না। ছেলেমেয়েদের জন্যে নিজের প্রাণ দেয়ার কোন প্রয়োজন নেই।

মা — আমি সবকিছুর মোকাবেলা করতে রাজী আছি। কালই বুঝতে পেরেছি জ্ঞানহীন লোক এক টুকরো কাঠের মতই নির্জীব।

শেয়াল — জান নিশ্চয়ই, গাছের প্রাণ আছে। এরা আমাদের মত জীবন্ত।

মা — হ্যাঁ, কিন্তু কি করে, তা জানি না। মনে হয় কোন দিন জানতে পারবও না। আমার জীবন নষ্ট করেছি। পুনরাবৃত্তি হতে দোব না। তোমার কাছে আমি ঋণী, কারণ তুমি এদের লেখাপড়া শেখাবে, ভদ্র, সরল, মার্জিত এবং খোদাপরস্ত করবে। এরা তোমার জয় নিশান দিকে দিকে ওড়াবে।

শেয়াল — হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।

মা — ওদের ডাক নামে ডাকছি। ভুল-ত্রুটি মাফ করে দিও। ওরা বোকা, গোবেচারী। আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে। (প্রত্যেক নামের সঙ্গে তালি বাজিয়ে) কিমু, কামু, কোমু কামরু।

[ সারি বেঁধে স্টেজে প্রবেশ, ভাল কাপড়-চোপড়, সবাই মুখোশ পরে, স্টেজের সামনের দিকে একে অন্যের হাত ধরে দাঁড়ায়। ]

শেয়াল — আমার মনে দাগ কেটেছে। বেশ কয়েকজন। অনেক পরিশ্রম করতে হবে।

মা — না। আরও একদল রয়ে গেছে।

[ আবার তালি বাজিয়ে ফুকুরো, টুকুরো, ডুকরো একই ভাবে প্রবেশ করে। হাতে হাত দিয়ে দাঁড়ায়। গুরু, মা ও দর্শকদের কুর্নিশ করে। ডুকুরো মাটিতে শুয়ে পড়ার চেষ্টা করছে। ]

শেয়াল — ভক্তদের দেখে খুশী হয়েছি। ডুকুরো বোধ হয় ঘুমোবার চেষ্টা করছে। এত ভোরে ওদের কেন জাগালে?

মা — তোমার এখানে কিছুদিন থাকলে সব অভ্যাস ঠিক হয়ে যাবে। শৃগাল সাহেব, ওদেরকে তোমার হেফাজতে রেখে যাচ্ছি। একটি কথা। আমি মা তাই মন পুড়লে হয়তো মাঝে মাঝে দেখতে

আসবো। আমাকে গালাগাল করো না। কয়েক মুহূর্তের জন্যে ওদের আদর করবো, আল্লাহর প্রশংসা গাইব, তারপরে চলে যাব। আমি এখন আসি। স্বামীটি হয়তো এতক্ষণে সারা মহল্লা মাথায় তুলেছে।

শেয়াল — নিশ্চিন্তে চলে যাও। আমি ওয়াদা করছি যে ওদের গুণী, জ্ঞানী, সম্মানী করেই বিশ্রাম নেব। ওরা কোন্ বংশের তা জানা আছে। তাহলেও বিশ্বাস কর কোনদিন অবহেলা করবো না। আমার সব অভিজ্ঞতা ওদের কাছে উজাড় করে দেব। যদি কোন দিন মনে কর যে আমি ওদের মানুষ করতে সফল হচ্ছি না তবে নিশ্চয়ই অন্য কোন গুণীর ছায়ায় বসিয়ে দিও।

মা — তোমাকে বিশ্বাস করি। যথেষ্ট আস্থা আছে। দোয়া করি, আমার সোনা-মানিকরা। মনে রাখবে আজ থেকে ওই তোমাদের ত্রাণকর্তা। কোন আওয়াজ তুলবে না। কোন বিদ্রোহ বা আপিল চলবে না। গুরুজন পর্দার অন্তরালে কি হচ্ছে তাও দেখতে পারে। সম্মান কর, তোমরাও কোনদিন হয়তো সম্মানিত হবে। (মা স্টেজের বাইরে যায়। পেছনে ডুকরোও পথ নেয়। সবাই ওদের দিকে তাকাচ্ছে। ওরা ফিরে আসে।) আমার দুষ্টু মানিক ডুকরো। এখানেই তুমি থাকবে বাবা। (মৃদু হেসে স্টেজের বাইরে যায়।)

শেয়াল — বৎসগণ, তোমাদের মাকে আমি কথা দিয়েছি। তোমাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমি আশাবাদী। আমার কথা শুনবে। ফল পাবে। আমাদের এই ক্ষুদ্র গোষ্ঠী সুখী হবে। তোমরা দুই এর নামতা শোনাওতো।

[ বাচ্চারা অর্ধবৃত্তে দাঁড়ায় এবং একে একে নামতা পড়ে। একজন শুধু একটা নম্বর বলে যেমন কিমু ২×২=৪ কামু ৩×২=৬ ইত্যাদি। সাত নং বাচ্চা ৭×২=১৪ বলার পরে সবাই চুপ। ]

শেয়াল — (তালি বাজিয়ে) আমি খুশী হয়েছি। বেশ চটপটে তোমরা। আর একটু এগুলে দশ পর্যন্ত শিখতে পারবে। আর একটু সময় লাগবে। পৃথিবীর সব নামতা সপ্তম শিশুতে এসে থেমে যায় না। হ্যাঁ, কিমু বলত তোমার নাম কে রাখলে এবং কেন ?

কিমু — আমার বাবা প্রথম আমাকে ঐ নামে ডাকে, কেন তা জানি না।

শেয়াল — নামের সঙ্গে তোমার চরিত্রের কোন সম্পর্ক আছে কি ?

| | |
|---|---|
| কিমু | জানি না, জনাব। |
| শেয়াল | কামুর বলার কিছু আছে? |
| কামু | আমার মা নাম রেখেছিল। অর্থ জানি না, চরিত্রের সঙ্গে কোন যোগ নেই। |
| শেয়াল | বেশ তা হলে দেখতে পাচ্ছ হয় তোমাদের মা না হয় বাবা নাম রেখেছেন। বিশেষ কোন চিন্তার বালাই না করে। কিছু যায় আসে না, কর্মই জীবনে সংজ্ঞা, নামেরও। কোনদিন ভাল মেজাজে থাকলে প্রকৃতি, ফল, ফুল ইত্যাদির নামের সঙ্গে তোমাদের সম্পর্ক জুড়ে দেব। এখন বলত এই পৃথিবী কে সৃষ্টি করেন? |
| কিমু | আল্লাহ, সবার থেকে অনেক দূরে, যিনি বেহেশতে থাকেন। |
| শেয়াল | কত দূর এবং কেন? |
| ফুকরো | কোটি কোটি মাইল দূরে। কারণ, আমাদেরকে ওঁর ভাল লাগে না। |
| কিমু | এই উত্তর ঠিক নয়। আমি কসম খেয়ে বলতে পারি। |
| কামু | এই পৃথিবী সৃষ্টিই কেন করবেন যদি কাউকে ভাল না লাগে। |
| শেয়াল | 'আদৌ' শব্দটা জুড়ে দাও। |
| কামু | হ্যাঁ জনাব, আদৌ কেন সৃষ্টি করবেন? |
| কিমু | আমাদের সঙ্গে বেশী মাখামাখি করার কোনও প্রবৃত্তিই তাঁর নেই। সেই জন্যে তার আর কোন পথ ছিল না। |
| কামু | না। এ একটা খামখেয়ালী। তিনি গড়েছেন এবং হঠাৎ বুঝলেন যে পছন্দসই হয়নি। |
| শেয়াল | ঠিক হলো না। ডুকরো তুমি শুনছ নিশ্চয়ই। তোমার ঘুম পাচ্ছে। মায়ের কোলে যাও। আমাদের গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা মোটেই ভাল লাগছে না। ঠিক মর্যাদা দিচ্ছ না। |
| ডুকরো | একে আমার ঘুম পাচ্ছে, তার উপর তোমাদের কথাবার্তা মোটেই ভাল লাগে না। আমি মায়ের কাছে যেতে চাই। |
| কিমু | ওস্তাদের ইজ্জত কর। মনে আছে মা যাবার সময় কি বলে গেছেন। |

শেয়াল — তুমি আমার ইজ্জত করবে না ?

ডুকরো — না। পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে নদীর ধারে খেলতে চাই। মাছ খাব আর রোদ পোহাব। আমি মায়ের সঙ্গে থাকবো।

কামু — আমরা আল্লা সম্বন্ধে চিন্তা করছি। যিনি অনেক অনেক দূরে থাকেন। আমরা তাঁর কুদরত নিয়ে আলোচনা করছি।

ডুকরো — আমি জানি না কে এই খোদা, কত দূরে থাকেন এবং কেনই বা আছেন। আমি নিশ্চিত জানি আমার মা নদীর ধারে আছে তাই ওর কাছে যেতে চাই।

শেয়াল — তুমি বুঝতে পারছ যে আমাদের বেঁচে থাকার একটা অর্থ আছে। আমাদের জানার অনেক কিছু আছে।

ডুকরো — মাফ করবেন। আমি কোন কিছু জানতে চাই না।

শেয়াল — তাই বেশ। ওকে মার কাছে এক্ষুণি নিয়ে যাচ্ছি। তোমরা আলোচনা চালিয়ে যাও। ও আমাদের দলে বসার যোগ্য নয়। এক কথায় ওর মতো জীবনের কোন বিশেষ মূল্য নেই, অর্থ নেই। অর্থহীন বালকটিকে নিয়ে কি করি বলত। যাক, মা-ই ওর দেখাশোনা করবে। আমাদের দামী সময় গবেট মূর্খের জন্যে খরচ করা পাপ হবে। (হঠাৎ গলা চেপে ধরে। ডুকরো ভয় পায়।) এস গাধা নদীর দিকে রওয়ানা হই। ওখানকার নির্বোধ শান্তিতে সুখে দিন কাটাবে। [ প্রস্থান]

কিমু — ডুকরো বোধ হয় আমাদের ভুলেও আর মনে করবে না।

কোমু — কারুর জন্যে ওর মনে এতটুকু দরদ নেই।

কামু — মায়ের ছেলে বটে! মার কোলেই ওর বাকী জীবন কাটবে।

কোমু — ওস্তাদের মাথায় রাগ চড়ে গেছে।

কিমু — ডুকরোর উপযুক্ত শিক্ষা হবে।

কোমু — এ রকম ধারা প্রশ্ন আমরা জীবনে শুনিনি।

কামু — বোধহয় শৃগাল সাহেব জবাব চাননি। তিনি দেখতে চেয়েছেন আমাদের মতিগতি।

কোমু — সত্যি বলতে কি আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। এখানকার চাল-চলন দেখে মনে হচ্ছে আমি একদিন সটকে পড়ব।

কামরু — পালাবার আগে শৃগাল তোমাকে হিঁচড়ে নদীর ধারে দিয়ে আসবে।

টুকরো — আমি নদীর ধারে যেতে চাই।

কামরু — কেন ?

টুকরো — ওস্তাদকে আমার ভাল লাগে না।

কিমু — সারা জীবন বোকা হয়ে থাকবে।

টুকরো — কিছু যায় আসে না।

কোমু — মা তোমাকে জ্যান্ত পুঁতে ফেলবে।

টুকরো — বললেই হলো, আমি বাবার কাছে দৌড়ে চলে যাব।

কামু — বাবা তোমাকে কেটে টুকরো টুকরো করবে।

ফুকরো — সবাই আমাদের পেছনে কেন লেগে আছে।

কোমু — এর জবাব ওস্তাদের কাছে আছে।

কিমু — (শৃগালকে ঢুকতে দেখে) মা কি বলেছেন ?

শেয়াল — নদীর রাস্তা মনে আছে তো। কাঁটা, কাদা আর হায়েনায় ভরা। সারা জায়গায় তন্ন তন্ন করে খোঁজার পর তাঁকে পেলাম হাজার গাধার মাঝখানে। মানে তার গোষ্ঠীর সবাই প্রজনন উৎসব উদযাপন করছেন। একটু ওধারে নিয়ে গিয়ে সব কিছু খুলে বললাম। তিনি অবিচলিত চিত্তে বললেন, ডুকরোকে ফিরিয়ে নিয়ে যাও। ও খুব ভাল ছেলে কিছু দিনেই পরিচয় পাবে। আমি নম্র সুরে বললাম যে, ওর খামখেয়ালীপনা বেশী দিন সহ্য করতে পারবো না। উনি নিশ্চিত যে ডুকরো খুব মেধাবী। অগত্যা, সারা পথ ডুকরোকে কাঁধে বয়ে নিয়ে এলাম।

কামু — এখন উনি কোথায় ? আমাদের সঙ্গে বসে লেখাপড়া শিখবেন কি ?

কোমদু	ওকে দেখলে আমার ঘৃণা বাড়বে। একটা হাদা মূর্খ।

ফুকরো	মার উচিত ছিল ওকে ওখানেই রাখা। জুলুম হচ্ছে।

শেয়াল	তোমাদের কি মত কামরু, টুকরো ? তোমরা কিছু বললে না।

কামরু, টুকরো তোমার মতামতকে সম্মান করি।

শেয়াল	আমি ওকে বেহেশতে পাঠিয়ে দিয়েছি। সে এখন বুঝতে পারবে খোদা কোথায় এবং কেন আছেন।

সবাই	(জোরে তালি বাজায়।)

শেয়াল	ধন্যবাদ, সবাইকে ধন্যবাদ।

কিমু	এত তাড়াতাড়ি কি করে কোটি কোটি মাইল দূরে পাঠিয়ে দিলে ?

কামরু	ওখানে সুখ ও চিরশান্তি বিরাজ করছে। অনেক মাছ পাবে, খেলার সাথী পাবে—তাই না ?

শেয়াল	তোমাদের গুরুর ওপরে আস্থা রাখ। তিনি অলৌকিক কাজ করতে পারেন।

ফুকরো	এতে আমাদের একটুও সন্দেহ নেই ! এটা সম্ভব।

শেয়াল	আমার ছোট্ট বন্ধুরা, কেবল সময়ই বিচার করবে আমরা কি, আমরা কি করেছি এবং একে অন্যের জন্যে কি করতে পারতাম। দৈহিক ও মানসিক, সব কর্মেরই একটা সীমা আছে।
আমি কর্তব্য করে যাচ্ছি। কেবল সেইটুকু, যতটুকু আমার কাছে আশা করা হয়।

[ ছেলেরা ওস্তাদের কাছে এগিয়ে যায়। গোল করে ঘিরে ফেলে। শেয়াল আদর করে পিঠে হাত বুলায়। ফুকরো বৃত্তের বাইরে এসে। ]

ফুকরো	আমরা মায়ের গুণ গাই। সবই ওস্তাদের মেহেরবানী। এই জঙ্গলের গুণ গাই যেখানে সম্ভব হয়েছে আমাদের মেধাকে আরও ধারালো করা, যেখানে সম্ভ্রান্ত গুণীজন এখন জীবিত আছেন। ওস্তাদের কথা আমরা শুনব, ওস্তাদের পায়ের তলায় আশ্রয় নেব।

মার কাছে যে ওয়াদা তিনি করেছেন তা মনে আছে। হে জন্তু-দের খোদা আমাদের সাহায্য কর যাতে আরও উন্নততর হই, শ্রদ্ধার যোগ্য হই।

[ সবাই মাথা নোয়ায়। শেয়াল রাজকীয় চালে স্টেজের বাইরে যায়। বাচ্চারা মাথা নোয়ানো অবস্থায় ছবির মতন স্থির থাকে এবং আলো আস্তে আস্তে নিভে আসে। ]

## তৃতীয় অংক

স্থান। একটি উঁচু টিপি। সময়ঃ বিকেল। [ একটি বোধিবৃক্ষ দাঁড়িয়ে। শেয়াল স্টেজে ঢুকে, চারদিক ভাল করে তাকিয়ে নেয়। তারপর ধীর পায়ে গাছের নীচে দাঁড়ায়। ]

শেয়াল (বৃক্ষের প্রতি) আজন্ম তোমাকে দেখে আসছি। বহু দুরূহ সমস্যার সমাধান হয়েছে তোমার ছায়াতলে। কত শতাব্দী ধরে দাঁড়িয়ে আছ। আর হয়তো থাকবেও, অনন্তকালের সাক্ষী হয়ে। পূর্বপুরুষেরা তোমার শ্যামল বিস্তারে এসে দাঁড়িয়েছেন। তুমি অকাতরে জ্ঞান বর্ষণ করেছ। তা'হলে বল আমার কেন এত ক্ষুধা ? কেন পারি না লোভ সংবরণ করতে ? জবাব দাও, ঐ বাচ্চাদের মাংস এতো সুস্বাদু কেন ? হয়তো বলবে আমার প্রবৃত্তি অতি নীচ। সত্যি বলছি প্রকৃতিকে জয় করা দুরূহ। প্রকৃতি দিয়েছে আমায় এই শানানো বুদ্ধি, দুর্ধর্ষ পাকস্থলী আর এক সুরসিক জিহ্বা। কোন দিন কি পেরেছ এই প্রকৃতির মোহন ফাঁদ আর শঠতাকে বানচাল করতে ? বাচ্চাদের দিকে তাকালে চোখে পানি আসে। গোটা শরীর হিম হয়ে যায়। তাদের দূরে ঠেলে দিই। আমার সোনা-মানিকের দল। হঠাৎ কখন দানবটা জেগে ওঠে। ক্ষুরের ধার আসে দাঁতে, দুরন্ত জঠর কাঁচা মাংসের নেশায় হয় উন্মত্ত। (ফুকরোর প্রবেশ)। ওদের জীবন যে কত তুচ্ছ তা'ত জানিই। নির্বোধদের কোন অধিকার নেই জঙ্গলে ভিড় বাড়ানোর। যত সব বোকারা কেন আমাকে ছেঁকে ধরেছে ?

ফুকরো মৌন থাকাই বাঞ্ছনীয়। তবে মান্যবর ওস্তাদ যদি আদেশ করেন মুখ খুলতে পারি। পরিষ্কার বলবো যে ঐ বোবা, কালা, স্থবির বোধিবৃক্ষ থেকে কেউ কোন জবাব পায়নি।

শেয়াল তুমি কি আড়াল থেকে আমার কথা শুনছিলে ?

ফুকরো ওটা বর্বরদের কাজ। ভাবের যোগাযোগ আরও অনেক ভাবে হ'তে পারে। তোমার অস্তিত্বের মহৎ ছায়ায় আমি এতো সুন্দর-

ভাবে গড়ে উঠেছি যে দূরে থাকলেও তোমার গতির, চিন্তার, ভাবের স্পন্দন আমার দেহে লাগে।

শেয়াল — বলত এই মুহূর্তে আমি কি ভাবছি ?

ফুকরো — ছাই ভস্ম।

শেয়াল — বৎস কঠোর হয়ো না। আমি এক মারাত্মক আতঙ্কে ভুগছি। কোন সোজা পথ চোখে ঠেকছে না। সত্যের উৎস খুঁজছি। ভয় হয়, পান করলে নিদারুণ বিষবৎ লাগবে।

ফুকরো — কেবল নিজেই নিজেকে সাহায্য করতে পার। যা করে ফেলেছ তা কেউ বদলাতে পারে না। তোমার কর্মভাগ্য কারো সঙ্গে বিনি-ময় করা অসম্ভব।

শেয়াল — আমি যা করেছি তার এক রত্তিও কি তোমার জানা আছে ?

ফুকরো — হ্যাঁ।

শেয়াল — কি করেছি, শয়তান, এক্ষুণি বল্ কি করেছি আমি।

ফুকরো — বিস্ময়কর বা চমকপ্রদ কিছুই নয়। জঙ্গলের বোঝা একটু হালকা করে দিয়েছ। এমনি ওরা কারুর কোন কাজে লাগতো না।

শেয়াল — ওই গাধাগুলো প্রায় পাগল করে তুলেছিল। জীবন দর্শনের রহস্য আর জীবন-মৃত্যুর কুহেলিকা কোন কিছু নিয়ে দু'দণ্ড চিন্তা করতে চায়নি।

ফুকরো — ঘন মেঘের আকাশ বিহার দেখে ওদের হৃদয় নাচেনি। কোটি কোটি নীহারিকার মহাশূন্য পরিক্রমা তাদের বিস্ময় জাগায়নি। দুর্জয় স্রোতস্বিনীর কানে কানে শুকনো পাতার গুঞ্জন তাদের মনে শিহরণ তোলেনি। প্রকৃতির চমৎকার ব্যবস্থায় কি করে জঙ্গলে জন্তু, কীট-পতঙ্গ, সরীসৃপ আর সব কিছুর সূক্ষ্ম অনু-পাত টিকে আছে তারা কিছুই উপলব্ধি করেনি। (একটু পরে) আমি ওদের মোটেই পছন্দ করতাম না। তারা এই পৃথিবীর উচ্ছিষ্ট।

শেয়াল — তোমার কি মনে হয়, ওদের সঙ্গে ন্যায় আচরণ করিনি ?

ফুকরো — হ্যাঁ। একের পর এক ওদের চিবিয়ে মজিয়ে খেয়েছ। হাড়-গোড় ফেলে দিলে নদীর ধারে। হয়তো আরও ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের

জানোয়ারদের জন্যে। প্রত্যেকবার লক্ষ্য করেছি, তোমার চোখে-মুখে নির্বিঘ্ন প্রশান্তির ছায়া, তোমার ঘন নিশ্বাস অনন্ত ক্ষুধার সাক্ষ্য। প্রথমে লেজ, তারপর শরীর। সব শেষে ছোট্ট মাথা। আমার কিন্তু গোটা জিনিসটা স্বাভাবিক বলে মনে হয়েছে। আশা করি তুমি সৎ চিন্তায় অনুপ্রাণিত ছিলে।

শেয়াল — প্রত্যেক কামড়ে উল্লসিত হয়েছি, শেষ রক্তবিন্দুর স্বাদটুকু উপভোগ করেছি। আল্লার দরবারে হাজার শুকরিয়া জানাই। তিনি আমারই জন্যে এ সুখাদ্য পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তবে বিশ্বাস কর যদি ওরা বুদ্ধিমান হত তা হলে নিশ্চয়ই ভালবাসতাম। তুমিইত এর শ্রেষ্ঠ প্রমাণ।

ফুকরো — আমার বুদ্ধি তোমার খেদমতে উজাড় করে দিতে চাই।

শেয়াল — ভাল কথা, তুমি কি আমাকে ঘৃণা কর ?

ফুকরো — না।

শেয়াল — কেন ?

ফুকরো — শুধু বুদ্ধিজীবীদের মহলেই আমি চাঙ্গা হয়ে উঠি।

শেয়াল — তোমার কি মনে হয় আমাকে ?

ফুকরো — চলার দীর্ঘ পথ এখনও পড়ে আছে ওস্তাদ। সেই বিশেষ দৃষ্টি-ভঙ্গির আনাচে-কানাচে তুমি এখনও পৌঁছাওনি যেখানে কর্মের সমাপনেই তার ইতি। কোন চুলচেরা বিচার, ক্ষেদ বা মোকাবেলা নিষিদ্ধ। কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে মনে প্রশ্ন চাড়া দিলে আর দশ-জনের মত মামুলি প্রাণী হয়ে যাবে।

শেয়াল — মানে অতীতের কোন বালাই নেই।

ফুকরো — অতীত কাপুরুষদের জন্যে।

শেয়াল — তাহলে আমার কি আছে ? আমার ঝোলায় কি থাকবে।

ফুকরো — বর্তমান। বাকি সব ভোজবাজি আর মরীচিকা।

শেয়াল — তোমাকে দেখে গর্ব হয়। ফুকরো তুমি আমার উপযুক্ত সাগরেদ। আমার চিন্তাধারার কলি তোমার মধ্য দিয়ে ফুল হয়ে ফুটবে।

ফকরো অশেষ ধন্যবাদ। নিজেকে একটু সামলে নাও ওস্তাদ। আল্লার কাছে দোওয়া চাও। তিনি দুর্নিবার শক্তির মালিক। আত্ম-বিশ্লেষণের অন্ধকার গহ্বরে নিজেকে ঠেলে দিও না। সেই জন্যেই এ বোধিবৃক্ষ বোবা, কালা আর অন্ধ। [ফকরো গাছের আড়ালে চলে যায়।]

শেয়াল সব কিছুই খুব মুস্কিল বলে ঠেকছে। কোন যাদুমন্ত্রে সব রিপু-গুলোকে অবশ করা যায়। হৃদয়ের স্পন্দন নিস্তেজ করেও জীবিত থাকা সম্ভব। চারদিক অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে কেন? ফকরো, এখন তো কেবল বিকেল হয়েছে। অন্ধকার এই জঙ্গলকে কেন ঘিরে ফেলছে? আমার পাপ লুকাতে চাইছে নাকি (মৃদু ঢোলের আওয়াজ)···কেউ আমার বিচার করবে নাকি? ফকরো কাছে আয় বাবা। তোকে দেখতে পাচ্ছি না কেন?

ফকরো (দৌড়ে এসে) আবার বোকার মত কথা বলছো। যারা প্রস্থান করেছে তারা কোন দিন ফিরবে না। যারা এসে পেঁছায়নি তারা হয়তো আদৌ আসবে না। দুঃখ কিসের।

শেয়াল বোধ হয় আমার শরীর ভাল না। জ্বর হয়েছে নাকি। বিশ্রাম করা উচিত না। [মৃদু ঢোলের আওয়াজ]

ফকরো হয়তো কেউ আসছে। তুমি গাছের আড়ালে যাও। আমিই সবাইকে ঠেকাব।

শেয়াল শীগগির দেখো! আমাকে জানাও কে আসছে। [ফকরো দৌড়ে বাইরে যায় এবং তখনই ফেরত আসে।]

ফকরো সর্বনাশ, মা আসছেন। খুব তাড়া আছে মনে হচ্ছে। তোমার সাথে কথা বলতে আসছেন হয়তো।

শেয়াল কি করব এখন। ও আমাকে জ্যান্ত কবর দেবে। জানো ওর শরীরে এখনও যথেষ্ট শক্তি আছে। আমার হাড়-গোড় গুড়ো করে ফেলবে।

ফকরো ভয় পেয়ো না। একটা পথ নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। আমাকে মোকাবেলা করতে দাও। কায়দা মাফিক সব ঠিক করে ফেলব। তোমার সাগরেদি এতদিন করেছি, তোমার দৌলতে বুদ্ধি আরও তীক্ষ্ন হয়েছে। হয়তো আশাতিরিক্ত বুদ্ধিমান হয়ে গেছি। যাও

লুকিয়ে থাক। [ শেয়াল গাছের পেছনে যায়। ফুকরো অস্থির হয়ে অপেক্ষা করছে। ]

গাধা (হঠাৎ অন্য উইং থেকে প্রবেশ করে) আরে ফুকরো কেমন আছিস ? একটু অস্থির মনে হচ্ছে। শেয়াল কোথায় ? সেই ভোর থেকে খুঁজে মরছি।

ফকরো (একটু রেগে) সমস্যাটি কি, তাই বল। ওস্তাদকে খবর দেব। ওর শরীর ভাল না।

গাধা (আরাম করে) কি হয়েছে রে ওর ? গলা না পেট ? হাজার বার বলেছি বাবা রাক্ষসের মত এত খেয়ো না। একেবারে সহ্য করতে পারবে না ,বিশেষতঃ এই জঙ্গলে আর বেশী খাবার নেই। জানত, আমরা ফাঁদে পড়েছি। মানব সন্তানেরা ব্যূহ ভেদ করে জঙ্গলে ঢুকে পড়েছে। যত ইচ্ছা জমি নিজেদের কব্জায় করে নিচ্ছে। যাকগে, ওকে ওষুধ দেবার চিন্তা করি। ঠিক বলত ব্যাপারটা কি ?

ফুকরো আপনার ব্যাপারটা বললে খুশী হবো। আপনার ব্যবস্থাপত্রের কোন দরকার নেই, গাধা সাহেব।

গাধা এইত কেবল সেদিন, এক মাকড়সা এক পিঁপড়ে খেলো। সেই মাকড়সাকে বিড়াল খেলো, বিড়ালটাকে কুকুর খেলো, আর কুকুর গেলো হায়নার মুখে, সর্বশেষে হায়না সাবাড় হলো বিরাট এক বাঘের পেটে। তারপর বাপরে কি অস্বস্তি। অগত্যা বাঘ সাহেব কাকুতি-মিনতি করলেন ওষুধ বাতলে দিতে। নিষ্পাপ বোধি-বৃক্ষের একটি জ্যান্ত পাতা। বৎস, সব ঠিক হয়ে গেল। ভাল কথা তোমার মাকে খুব হাসিখুশী দেখাচ্ছে।

ফুকরো তাই নাকি ? কারণ জানতে পেরেছ ?

গাধা হ্যাঁ। বললেন, তোমাদের সারা গোষ্ঠী নদীর ধারে জমায়েত হচ্ছে। বসন্ত উৎসব উদযাপন করবে। ছেলেদের ব্যাপারে খুব গর্বিত। তোমাদের সবাইকে গোষ্ঠীর কাছে পরিচয় করিয়ে দিতে চায়। ওস্তাদকে দাওয়াত করবে বলেছে।

ফুকরো বেশ ভাল কথা। ছেলেদের শুভ কামনা করি। পুরো গোষ্ঠীর

শুভ কামনা করি। (তীক্ষ্ণভাবে) তোমার আর কি বলবার আছে বল।

গাধা আজকের খাওয়া তোমাদের সঙ্গেই হবে। তখন বলব।

ফ্রো মাফ করবেন। আজকে আমরা রোযা রখেছি। এই জঙ্গলের হাজারো বুভুক্ষু জন্তুদের সম্মানে। খবরটা বলে সোজা কেটে পড়ুন।

গাধা বেশ, তাহলে সংক্ষেপে এই বললেই চলবে, আমরা খতম হয়ে গেছি। পুরো শক্তি প্রয়োগ করে মানব সন্তানেরা জঙ্গল আক্রমণ করেছে। সবাই নিজের প্রাণ নিয়ে পালাচ্ছে। কেবল এই টিপিটাই এখনও কিছুটা নিরাপদ আছে। শত্রু চৌকাঠে দাঁড়িয়ে আছে। প্রাণ বাঁচাবার কোন পথই দেখছি না। শেয়ালের হুকুম নিতে এসেছি। আমরা সবাই দল বেঁধে পশ্চিমের পবিত্র খালে ডুবে মরতে চাই। মানে আত্মহত্যা।

ফ্রো বুঝতে পেরেছি আপনি আর এক সংকটের সুখবর নিয়ে এসেছেন। বেশ, এও দেখে নেব। আপনাদের প্রস্তাব ওকে জানিয়ে দেব। নিজের গুহায় খবর পাবেন। এখন পালান, পালান। (রেগে) মায়ের সঙ্গে পারিবারিক ব্যাপার আলোচনা করার একটু সুযোগ দেবেন কি?

গাধা একটু আগে এ দিকে দৌড়ে আসতে দেখেছি। জানো, যার সঙ্গে দেখা হচ্ছে তাকেই দাওয়াত করছেন। বলতে কি, সবাই ওর প্রতিভাবান ছেলেদের দেখুক এই তার ইচ্ছে।

ফুকরো আমাদের একা থাকতে দেবে কি? মা যে কোন মুহূর্তে পৌঁছে যাবে।

গাধা আলোচনার অংশীদার হতে চাইছিলাম। ঠিক; অবাঞ্ছিত হয়ে কাজ নেই। তাহলে যাই। কিন্তু শৃগালকে বলো যেন আমাদের মতামতের পূর্ণ মর্যাদা দেয়। আমরা একেবারে শেষ হয়ে গেছি। কোন আশা নেই। (প্রস্থান)

[ শৃগাল ঝাঁপিয়ে ফুকরোর টুটি চেপে ধরে ]

শেয়াল কিছু বলার প্রয়োজন নেই। সব শুনেছি। এ সংকটের মোকাবেলা পরে করলেও চলবে? তোমার মায়ের কি হল?

ফড়িং	আমার হাত ছেড়ে দাও।

শেয়াল	অধীর হয়ো না। সংকটের মোকাবেলা ধীর চিত্তে করতে হয়।

ফড়িং	ঠিক। আমাকে একা থাকতে দিন।

[ মৃদু ঢোলের আওয়াজ। শেয়াল গাছের আড়ালে যায় ]

ফড়িং	তিনি আসছেন। আজকে একটা বোঝাপড়া হয়ে যাবে। শেয়াল আমার জন্যে দোয়া চাও। আমি যা হয়েছি এসব তোমারই দান। চিরঋণী থাকবো [মায়ের প্রবেশ]

মা	বাছা আমার, তোমাকে দেখে প্রাণ জুড়িয়েছে। আমি তোমাদের সবাইকে নিয়ে যেতে এসেছি। আজকের দিনটা স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তোমরা সবার সঙ্গে অমায়িক ব্যবহার কর। শিক্ষিত হবার এইত গুণ।

ফড়িং	অনুগ্রহ করে ওস্তাদের সঙ্গে কোন কথা বলবে না।

মা	কেন, মেজাজ খারাপ নাকি ?

ফড়িং	তোমার ইনোনো বিনোনো শুনে মেজাজটা বিগড়ে যাবে।

মা	বারে, এতে রাগের কি আছে ? সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে চাই। ক্ষতিটা কি ?

ফড়িং	তোমার কথাবার্তায় প্রমাণ হচ্ছে যে তুমি উচ্চ শিক্ষার অলৌকিক মহিমা মোটেই বুঝতে পারনি।

মা	কেমন করে ?

ফড়িং	তুমি উপলব্ধি করতে পারছ না যে আমরা যা ছিলাম তা আর নেই। আমাদের স্বভাব আর মনীষা দুই অসাধারণভাবে বদলে গেছে।

মা	কেন, মানুষ, জানোয়ার, মাছ এসব খেতে ভাল লাগে না ?

ফড়িং	না। বাজে কাজে সময় অপব্যয় না করে গ্রহ, নক্ষত্র, স্বর্গ, মর্ত্যের গূঢ় তত্ত্ব উদঘাটন করতে চাই।

মা	তা বাবা একদিনের জন্যে না হয় তোমাদের মোটামোটা পুথি-টুথিগুলো সরিয়ে রাখ। আজকে না হয় অজ্ঞদের সঙ্গে খেলা-ধুলা করে সময় কাটাও।

ফুকরো এখন কোন সেতুবন্ধ আর সম্ভব নয়। আমাদের মন নভোমণ্ডলে উর্ধ্বযাত্রা করে স্বর্গীয় সঙ্গীতের অভিলাষে। আমরা নদীর স্রোতে চোখ রাখি মাছের গতিপথ নিরীক্ষণ করার জন্যে নয়, ঋতুচক্রে তার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করতে।

মা দুষ্টুমি বুদ্ধিতে কাজ নেই। ঋতু তার খোলস বদলাক, ঘূর্ণিবাত্যা প্রলয় নাচন নাচুক, গ্রহেরা টক্কর খেয়ে মরুক। আমরা আমাদের সুন্দর, শ্যামল পৃথিবীতে খুশী আছি। আমাদের জন্যে পাড়া-পড়শী আর ভাই-বন্ধুই যথেষ্ট।

ফুকরো ঠিকই বলেছ। কিন্তু সেটা তোমার দুনিয়া। আমাদের পৃথিবী অন্য। তোমাদের ওখানে একেবারে বেখাপ্পা মনে হবে। কি কথা বলব ওদের সঙ্গে 'আপনি কেমন আছেন, কখন এসেছেন, কোথায় থাকেন, কখন যাবেন' শুধু এইই। কত অর্থহীন। আমি নির্জনতা বেছে নিয়েছি।

মা বাছা আমার, তুমি সত্যিই অনেক বদলে গেছ। তোমার আত্মীয় খেল র সঙ্গী আর মুরুব্বীদের জন্যে একটুও মন টানে না ?

ফুকরো যেখানে জ্ঞানালোকের কোন বন্ধন নেই, অনুভূতি সেখানে প্রহসনের নামান্তর। আমি তাদের জন্যে আমার সহানুভূতি প্রকাশ করতে পারি, বড়জোর করুণা করতে পারি তাদের। তুমি তোমার চেনাজগতে ফিরে যাও, আমাদের থাকতে দাও আমাদের পৃথিবীতে।

মা এত নিষ্ঠুরতা। আমার ছেলেরা একেবারে বদলে গেছে। ওরা আমার সন্তান নয়। কি পাপ করেছি, কেন এমন দিন দেখতে হলো ?

ফুকরো দুঃখ করো না মা আমার। হাসি মুখে সব কিছু মেনে নেও। তোমার ছেলেরা দানবের সঙ্গে লড়ছে, এক বিরাট রোদ-ঝলসানো মরুভূমি পার হয়েছে। এখন তারা হিমশৈলের মহাসাগরে স্নান করে পবিত্র হবে। ওদের একা ছেড়ে দাও।

মা না কিছুতেই না। তুমি নিজের কথাই বলছ। আমার আরও কয়েকটা আছে। ওরা তোমার মতো নয়, তোমার মতাবলম্বী নয়। ওদের সঙ্গে কথা বলতে চাই।

ফুকরো অসম্ভব।

মা — কেন ?

ফুকরো — এখানকার নিয়মানুযায়ী পুরো গোষ্ঠীর সঙ্গে কথা বলা নিষিদ্ধ। কেবল দলপতির সঙ্গে আলোচনা করতে হয়। আমি দলপতি।

মা — আমি এই কানুন মানি না। বাচ্চাদের সঙ্গে নিশ্চয়ই কথা বলব। তুমি ঘোর মিথ্যেবাদী।

ফুকরো — মা আমার, নিজের দুঃখ আর বাড়িও না। ওরা হয়তো তোমাকে চিনতেও পারবে না।

মা — সম্পূর্ণ বাজে কথা। সন্তান কখনও মাকে ভুলতে পারে? তোমাদের পেলে পুষে বড় করতে কত কষ্টই না সহ্য করেছি। আল্লা সব জানেন। সব কিছুর কি এই ফল? অবিশ্বাস্য। শিক্ষা মানুষের মন থেকে ভালবাসা শুভাকাঙ্ক্ষা আর বিবেচনা বুদ্ধি মুছে দিতে পারে না।

ফুকরো — শেয়াল আমাদের রূপান্তর ঘটিয়েছে। আমরা এক অলৌকিক অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে পেরিয়ে এসেছি। একবার পরীক্ষায় উতরেছ কি আর আগের মতো হওয়া অসম্ভব।

মা — আমি শেয়ালের সঙ্গে কথা বলতে চাই। সেই বজ্জাতটা আমার সব আশা স্বপ্ন ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। ওকে উচিত শিক্ষা দেব। ওকে খুন করবো।

শেয়াল — (গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে) দু'পক্ষের কথাবার্তা শুনেছি। আমি বুদ্ধিমান ও সাধু প্রকৃতির। যদি এই আমার পুরস্কার হয় তবে মা, এক্ষুণি আমাকে হত্যা কর। কড়াক্রান্তিতে শোধ নাও। বাছা আমার, কবরের উপর স্মৃতি স্তম্ভ তুলবে তুমি। সেইটেই হবে গভীর ভক্তির প্রতীক। আমার মনে হয়, দু'দলকেই খুশী করতে সক্ষম হয়েছি।

মা — মাফ করো। তোমাকে বেইজ্জত করার কোনই ইচ্ছে আমার নেই। আমি শুধু ছেলেগুলোকে মেলায় নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম। এই আর কি, ওদের সঙ্গে কথা বলতে চাই।

শেয়াল — এতে আমার কিছু যায় আসে না। সবইত তোমার। কিন্তু একবার যদি ওরা তোমার সঙ্গে কথা বলে, তা হলে কিছুই অসম্ভব

নয় যে ওরা মেলায় যেতে চাইবে। বায়না ধরবে। আবার ওই অপদার্থ, জানোয়ারের গোষ্ঠীতে গিয়ে পড়বে যেখান থেকে তুমি একদিন আলাদা করে তুলে এনেছিলে। সেই বিগত পৃথিবী দুঃস্বপ্নের ছায়া ফেলে এখনও, কখনও কখনও। কেন আবার সেই পৃথিবীতে নিয়ে যেতে চাও। দম বন্ধ হয়ে মরে যাবে। ওদের পুনর্মিলনে তুমি আনন্দ পেতে পার সত্য। কিন্তু ওই হবে ওদের অন্বেষার সমাপ্তি। ওদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করো না। স্বার্থপর হওয়া তোমার সাজে না।

ফুকরো — স্বার্থপরতাই জন্তুসমাজের বিশেষ গুণ। লোভ আর ক্ষুধা ছাড়া কোন চিন্তাই মাথায় আসে না।

শেয়াল — এসব বস্তুর অনেক উর্ধ্বে উঠেছে ওরা। সেই ব্যাধির জীবাণু আর ছড়িও না।

মা — জানতাম না এই ফল ভোগ করতে হবে। ওদের প্রগতির পথে অন্তরায় হতে চাই না। আমার দোয়া রইল। একা ফিরে যাব ওই নিষ্ঠুর প্রাণীজগতে। শুধু একটা অনুরোধ, শেয়াল সাহেব। আমার সোনা-মানিকদের একবার দেখতে চাই। একবার আদর করবো, তারপর চলে যাব। একটা ঘুম-পাড়ানী গান শেখাবো ঠিক করেছিলাম। হাসি মুখে ফিরে যেতে দিন।

ফুকরো — তা হয়তো সম্ভব। কয়েক মিনিট পরে ফিরে এস। আমরা ওদের খুঁজে পেতে নিয়ে আসি। আমি জানি ওরা জীবন রহস্য-উদ্‌ঘাটনে মগ্ন। কিন্তু ঠিক এইখানে দাঁড়াবে (স্টেজের এক কোণ দেখিয়ে) আর আমরা ওইখানে থাকব (স্টেজের অন্য কোণ দেখিয়ে)। বেশী কাছে এলে মমতার আগ্নেয়গিরি বিস্ফোরিত হবে। ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়বে। ভাল করে দূর থেকে দেখ, দোয়া কর, আর নিঃশব্দে নিজের জায়গায় ফিরে যাও। তুমি দেখ কিন্তু ওরা যেন তোমাকে দেখতে না পায়, তা খেয়াল রেখ। প্রত্যেকেই নিজের নিজের পৃথিবী বেছে নিক। আমরাও বেছে নিয়েছি।

মা — একটু পরে এসে ঠিক ওইখানে দাঁড়াবো। আমার সন্তানেরা এই জঙ্গলে হয়তো কোনদিন সুখ-শান্তি আনবে। এই আশাতেই বেঁচে থাকবো (প্রস্থান)।

শেয়াল (ফুকরোর গলা চেপে ধরে) কি করেছ তুমি? গাধার কথা মনে নেই। দৌড়ে পালাতেও পারব না। ক্ষ্যাপা মা নিশ্চয়ই ধরে ফেলবে। ব্যাপারটা আমার হাতে ছেড়ে দিলে না কেন?

ফুকরো আমি জানি আমার উচিত ছিল। হঠাৎ মনে হল তোমার ওপর আশা-ভরসা করা বৃথা। বুদ্ধির ভাণ্ডার কর্পূরের মত উবে যাচ্ছে। কুমীরদের বংশকে ভাল করেই চিনি। একদল বদমাসিব বদবখত। মায়েরও সেই রক্ত আছে। আমারও ছিল। তোমার দৌলতে একেবারে চেঁছেমুছে পরিষ্কার করে ফেলেছি। তোমার অধ্যবসায়ের ফলে আমি জ্ঞানী, হয়তো, আশাতিরিক্ত জ্ঞানীই হয়ে গেছি।

শেয়াল আমাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা কর বলে খুশী হলাম। এখন আমরা কি করব?

ফুকরো এখানে বসব। জীবন দর্শন নিয়ে আলোচনা করব। একেবারে মজে যাব। আমার পৃথিবীতে মার কোন দাম নেই। সরাসরি অর্থহীন বস্তু। আমার জীবনের সমস্যা একেবারে অন্য ধারার। লাখো প্রশ্ন মাথাচাড়া দিচ্ছে, আমার জন্যে এইই যথেষ্ট।

শেয়াল আস্তে আস্তে নিজেকে খুঁজে পাচ্ছি। তুমিই আমার জয় নিশান চারদিকে বয়ে নিয়ে যাবে। ও আমাকে মেরে ফেললেও পরোয়া করি না। জীবন আর মৃত্যুকে এত আপন করে কোনদিন অনুভব করতে পারিনি।

ফুকরো নগ্ন বাস্তবের মুখোমুখি হবার এই সুযোগ। একেবারে অবিচলিত থাকতে হবে। ঘূর্ণিজলে তলিয়ে যাব। এসো আমরা নিস্তেজ হই। হারিয়ে যাই।

শেয়াল ঠিক, ফুকরো। সত্যকে প্রথমবারের মত অবলোকন করছি। এই মুহূর্ত ফসকাতে দোব না। নির্বাণ লাভ করার এই পথ। বোস। একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে চাই।

ফুকরো আর প্রশ্ন করো না ওস্তাদ। যা কিছু চারদিকে ঘটছে তার জন্যে কৃতজ্ঞ থাক। হাসি মুখে সায় দাও।

শেয়াল অসম্ভব। আমার বুদ্ধি, বিচার শক্তি এখনো লোপ পায়নি। আমার সম্পর্কে তোমার কি ধারণা, বলবে?

ফুকরো — খুব নীচ প্রকৃতির লোক মনে করি।

শেয়াল — তোমার ভাইদের খেয়ে ফেলেছি এই জন্যে?

ফুকরো — না। তুমি শেষ টুকরো অবধি উপভোগ করেছ। সম্মান করতাম যদি কেবল পৃথিবীর বোঝা হালকা করতে। কিন্তু তুমি অমানুষিক আনন্দ পেয়েছ। সোজাসুজি বলি, নিতান্ত স্বার্থপরতার পরিচয় দিয়েছ।

শেয়াল — এই জঙ্গলে পরার্থবাদ একেবারে বেমানান। জীবন্ত পশু তবু ওই বুলি আউড়াবে। মনের পাপ ঢাকতে। বেশ, তুমি কি অমর হতে চাও?

ফুকরো — না। ওই জিনিসটা জঘন্য। কোন পদচিহ্ন কোন বিচারকের জন্যে ছেড়ে যেতে চাই না। আমি পথ প্রদর্শকের ভূমিকা পছন্দ করি না।

শেয়াল — তবুও কারো শ্রদ্ধাভাজন হতে চাও না?

ফুকরো — আমাদের শিক্ষা-পদ্ধতির গুরুত্ব বুঝতে পারলে সাগরেদদের জলাতঙ্ক হবে।

শেয়াল — রাত্রিদিনের পেছনে কেন ধাওয়া করছে?

ফুকরো — কে কার পেছনে ছুটছে এ নিয়ে অনেক তর্ক আছে। কিন্তু এই প্রচণ্ড স্বেচ্ছাচার আর এই অপ্রতিরোধ্য গতিতে উন্মোচিত হয় হাজার রাতের কাহিনী, কিছু আশা আর এক মুঠো বালি।

শেয়াল — আমাকে কেউ কি বিচার করবে?

ফুকরো — কোন বাপের ব্যাটার এমন সাহস যেন না হয়। অন্যকে বিচার করার আস্পর্ধা আমাদের নেই। আমরা কি তা' আমরা জানি।

শেয়াল — আমাকে দোষী সাব্যস্ত করলে খুশী হবে?

ফুকরো — দোষী আখ্যা দিই না। তোমাকে ভালওবাসি না, ঘৃণাও করি না। সর্বান্তকরণে উদাসীন। আমার চৈতন্যে তোমার অস্তিত্বের কোন ঠাঁই নেই।

শেয়াল — এত নিষ্ঠুর। সত্যি বলতে কি ওটা ঘোর মিথ্যে। আমি জানি

আমি বিরাজমান। প্রাণবন্ত রংধনু, হাজারো নক্ষত্র, তুমি আর তোমার মার মত আমিও নিছক সত্য।

ফুকরো কিছুক্ষণেই তিনি আসছেন ওঁর আদুরে অশরীরী বাচ্চাদের দেখবার জন্যে।

শেয়াল ওঁর বাচ্চা ওকে দেখাবই।

ফুকরো কি করে ? আবার কোন ভেলকি বাজির ফন্দি আঁটছ নাকি ? ওই শুকনো মগজ থেকে এখনও কিছু আশা করা কি ন্যায়সঙ্গত হবে ?

শেয়াল হ্যাঁ আলবৎ সম্ভব। এক পাল ক্ষুধার্ত নেকড়ে বাঘ আমাকে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে।

ফুকরো কিন্তু এই মুহূর্তে কেউ হুমকি দেয়নি।

শেয়াল আমি এক অনন্ত সংগ্রামে লিপ্ত। আদিম জরায়ুতে এর সূত্রপাত। আমি বেঁচে আছি কেবল সুষ্ঠু পরিকল্পনা, যাদু আর অলৌকিকের উপর নির্ভর করে।

ফুকরো এখন কি করার ইচ্ছে করেন ?

শেয়াল ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা কর। তোমার মা ওখানে দাঁড়াবে। আমি গাছের পেছনে চলে যাব। প্রথমতঃ আমি তোমাকে দেখাব দূর থেকে, একটি সন্তান। তারপর আবার গাছের আড়ালে যাব। আবার এর পুনরাবৃত্তি। আর এক ছেলে দেখাব। আবার পুনরাবৃত্তি। সাত বারের মাথায় আমাকে থামিয়ে দিও। নইলে চক্রের আবর্তনে অনন্তকাল অবধি সন্তানের খেল দেখাতে থাকবো। এ দুনিয়া যত সন্তান দেখতে চায় দেখাতে পারি।

ফুকরো আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি। তোমার পদতলে বসতে পেরেছি বলে আমি গর্বিত। তার উপর মা চোখে ভাল দেখতে পায় না। নানা মন্ত্র বলে আমার শরীরকে বিভিন্ন মাপে আর গঠনে পরিবর্তন করতে পারি। তোমার বুদ্ধি, আমার কসরত আর মায়ের ক্ষীণ দৃষ্টি ঐ মুহূর্তগুলোকে চরম আনন্দদায়ক করে তুলবে।

শেয়াল আমি আরও কিছুর ওপর ভরসা করছি। আমি জানি তোমাদের গোষ্ঠী নিতান্তই মূর্খের দল।



১০—

ফুকরো সত্যিই ওস্তাদ, ঠিক বলেছ। কোন কিছু পরখ করে দেখতে চায় না। পুতুল নাচাচ্ছে তা জানা নেই। সত্যিকার জগৎ পর্দার অন্তরালে।

শেয়াল এস, আগে ভাগে মহড়াটা হয়ে যাক। ভুল করো না। আমি প্রথম নাম ডাকছি। সবচেয়ে ছোটটার। তালি বাজাতে আরম্ভ করবে। তারপর অভিনয়টা সাবলীল গতিতে এগিয়ে চলবে। আত্মবিশ্বাস আর দক্ষতার প্রয়োজন। বার বার নাম ডাকব না। একের পর এক ওরা অবতীর্ণ হবে না কোন ঐন্দ্রজালিক দূর থেকে কলকাঠি নাড়ছে। ভাইদের নাম, বয়স, শারীরিক গঠন সব মনে আছেত? বেশ এবারে ভাল করে নিশ্বাস নিয়ে শুরু কর।

[ বাতি স্তিমিত হয়ে যায়। কিমু স্টেজে ঢোকে, দাঁড়ায় আর উইংয়ের দিকে ইশারা করে। সারি বেঁধে ছয় ভাই প্রবেশ করে। ফুকরো আর শেয়াল আতঙ্কগ্রস্ত। বাচ্চারা হাতে হাত দিয়ে সাপের মতন এঁকে বেঁকে অন্য উইং দিয়ে বেরিয়ে যায়। এতক্ষণ ঢোল বাজবে। ফুকরো আর শেয়াল ওদের ধরার চেষ্টা করে, কিন্তু ছেলেরা বেরিয়ে গেছে। একে অন্যের দিকে দেখে, হঠাৎ শেয়াল চীৎকার করে ওঠে। ]

শেয়াল দেখছ, দেখছ? কিছু অনুভব করছ? তোমার ভাইদের দেখেছো, বিবর্ণ লাশগুলো চক্কর খেয়ে বিড় বিড় করতে করতে, হাওয়ায় ভেসে অদৃশ্য হয়ে গেল। একি সত্যি নয়? ফুকরো, আমার মনে হয় সব মিথ্যা সব মায়া। সাহস কর আর মোকাবেলা করে যাও। মৃতদের কথা আমি একটুও ভাবি না। ওরা যেখানে আছে ভালই আছে। বলেছি না ওরা আমাদের পেছনে লেগেছে। এখন কি করা যায়?

ফুকরো ওদের কেউ কিছু করতে পারে না। সবার আওতার বাইরে।

শেয়াল কিন্তু আমরা পরস্পরের জন্যেত কিছু করতে পারি।

ফুকরো হ্যাঁ, এতো মজার ব্যাপার। দেখাই যাক না আমরা পরস্পরের জন্যে কি করতে পারি।

[ মা প্রবেশ করে। স্টেজের এক কোণে দাঁড়ায়। শেয়াল আর ফুকরো দেখতে পায় না। ]

শেয়াল এসো, ফেরেস্তাদের কাছ থেকে পরামর্শ নিই।

ফুকরো যদি ওরা মেহেরবানী করে কথা বলে তবে তো।

শেয়াল	আমরা আদেশ করবো।

ফকরো	ওস্তাদ, ওরা আমাদের কথা চিন্তাও করে না। এত সময় কোথায়, যে এই বিস্মৃত জঙ্গলের দুটি অধম প্রাণীর জন্যে চিন্তা করবে।

শেয়াল	অস্বস্তি বোধ করছি। আমাদের কথা কেউ কেন ভাববে না। তা হলে কি খুব নৈরাশ্যজনক অবস্থা আমাদের।

ফকরো	এত শীগ্গীর হাল ছেড়ে পালাচ্ছি না। পথের সন্ধান পাবই। কোনদিন কোনখানে কেউ আমাদের সম্বন্ধে দু'দণ্ড চিন্তা করবে।

শেয়াল	তুমি কি বল ? অপেক্ষা করা উচিত ?

ফকরো	হ্যাঁ। নির্মল চিত্তে অপেক্ষা কর। মা আর ভাইদের জন্যে অপেক্ষা কর। কোটি কোটি জীবজন্তু, রাত আর দিন, শীত-গ্রীষ্মের অপেক্ষা কর। দিগন্ত যেখানে বিলীন ঠিক ওইখান থেকে এক নক্ষত্রের আলোকছটা তড়িৎ বেগে ছুটে আসছে। এখনও মহাশূন্য পরিক্রমায়। পবিত্র জঙ্গল স্পর্শ করতে দুর্নিবার বেগে এগুচ্ছে। ঠিক ওইখানে ওই আলোক কণার স্ফুলিঙ্গ ঠিকরে উঠবে। কালো পুঞ্জীভূত মেঘ হাজারো স্বপ্নের রাজ্যে দ্রবীভূত হচ্ছে। চোখ মেলে দেখ, ফুলের কলিদের রাগিণী শোন। সাব-ধান, পলক ফেললে আলোক রশ্মি হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যাবে। এসো, ধৈর্য, বিনয় আর অনুভূতির অধিকারী হই।

শেয়াল	চতুর্দিকে নিথর স্তব্ধতা বিরাজ করুক। সজাগ থেকো, মৃদুতম মর্মর ধ্বনি কোথায়ও হারিয়ে না যায়। এখনো অনেক আশা।

মা	এই শুভক্ষণে যারা জাগ্রত তারা শিষ্য আর মান্যবর গুরুর কথা নিশ্চয় শুনছেন। কি সুন্দর বেহেস্তি হাওয়া চারদিক মাতিয়ে তুলছে। আত্মার মুক্তি এখনও সম্ভব। শেয়াল পণ্ডিত, আমি অন্তর দিয়ে জানি তুমি এ যুগের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক। তোমার সহিষ্ণুতা আর সততার গুণ চিরদিন গাইব। আমার মানিকদের নিয়ে যেতে চাই না। কোন দিন তেমন বোকামি করব না। আমি জানি ওরা নভোমণ্ডল নিরীক্ষণ করছে। উপভোগ করছে সৃষ্টির সুরভি আর বিস্ফোরিত নেত্রে দেখছে প্রমত্তা নদীর তরঙ্গমালা। আমি যাচ্ছি, তোমার পৃথিবী থেকে অনেক দূরে। কিন্তু আবার আসব। সঙ্গে থাকবে সাত নয়, সত্তর নয়, কোটি কোটি নিষ্পাপ শিশু।

ওরা এখন নদীর ধারেই সোনালী রোদে স্নান করছে। রঙীন স্বপ্নে বিভোর। মায়েদের উষ্ণ বুক থেকে বাচ্চাদের কেড়ে নেব, প্রলোভন দেখিয়ে গর্ত থেকে বের করে আনবো। ওদের বলব ঠিক যা যা শুনেছি। তোমার দয়া, ভালবাসা আর দরদী মনের কিস্‌সা কাহিনী দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়বে। আমি সারা গোষ্ঠীকে নিয়ে আসছি। এ বংশের শেষ নেই। এক অনন্ত সূত্র। তুমি শিক্ষিত করবে ওদের আত্মাকে, নিষ্কলুষ করবে। তোমার ওপর আমার অগাধ বিশ্বাস। হলফ করে বলব এখন থেকে তুমিই একমাত্র ত্রাণকর্তা, একমাত্র আশা। একমাত্র জীবনদাতা।

[ স্টেজ থেকে আস্তে আস্তে বেরিয়ে যায়। শেয়াল আর ফুকনো ওর দিকে তাকিয়ে থাকে, কয়েক মুহূর্ত পরে স্টেজ অন্ধকার হয়ে যায়। ]